সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

ত্রিসপ্ততিতম বর্ষ

প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
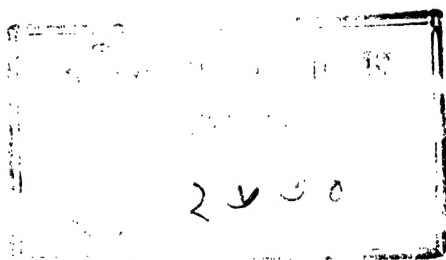
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৩ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

বর্তমান বর্ষের পত্রিকা-প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকার জন্য শ্রীপ্রশান্ত দাশগুপ্ত ও
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ।
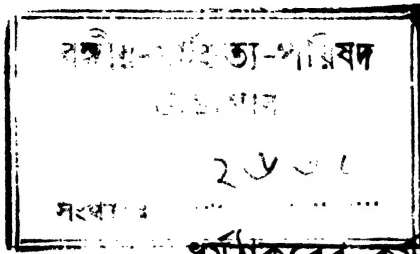
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭৩, সংখ্যা ১-৪

ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

রাঢ়ের বিশিষ্ট গ্রামদেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। এই দেবতাটির পূজানুষ্ঠানে এত রকমারী ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্রোত এসে একত্রীভূত হয়েছে, তা অন্য কোনো দেবতার ক্ষেত্রে নয়। তাই ধর্মঠাকুরের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গেলে পদে পদে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ধর্মপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান প্রভৃতি পুস্তকের তত্ত্ব বিশ্লেষণ বহুদিন ধরে করা হচ্ছে। ফলে জট আরও জটিল হয়েছে। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ অনুশীলন করবার পথে এই সকল গ্রন্থের ভাববাদী তত্ত্বের সাহিত্য-মূল্য আছে, কিন্তু তাত্ত্বিক মূল্য কিছুটা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রধান কারণ গ্রন্থগুলি অর্বাচীন।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্মের বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ধর্মের পাদপীঠরূপেই কূর্মের ব্যবহার। যেখানে পাদপীঠরূপে কূর্মের ব্যবহার রয়েছে সেখানে কূর্মের পৃষ্ঠদেশে ধর্মঠাকুরের দুটি পাদুকালাঞ্ছনের চিহ্ন থাকে। আবার সবসময় থাকেও না। কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুরও আছেন, অর্থাৎ বাহন আর দেবতা এক হয়ে গেছেন। কূর্মমূর্তি কখনও বা চতুষ্কোণ পাথরের পাদপীঠের উপর স্থাপন করা থাকে, কখনও বা বিনা পাদপীঠেই কূর্মমূর্তি দৃষ্ট হয়।

ধর্মঠাকুরের কূর্ম প্রতীক বা বাহনের কথা কোনো পুরাতন পুঁথিতে নেই। বাহন হিসাবে ধর্মপুরাণে যা উল্লেখ আছে তা হল উলুক। সে যাই হোক, প্রত্নতত্ত্বগত দিক থেকে কূর্মের শিলামূর্তি যা দেখা যায় তাদের বয়স ৩০০ থেকে ১০০০ বছরের বেশী নয়। অত্যন্ত ক্ষয়ে যাওয়া কূর্মও দেখেছি। তাদের বয়স অনুমান করা সম্ভব হয়নি।

বীরভূম অঞ্চলে সিউড়ী, নানুর, মহম্মদবাজার, সাঁইথিয়া, বোলপুর, খয়রাশোল থানার বহু গ্রামের ধর্মশালার সঙ্গে কূর্ম অথবা পাদুকাচিহ্ন সমেত কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুর পূজিত হন। সিউড়ী থানার মুড়োমাঠ গ্রামের ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, তার একটি শ্বেতশৃঙ্গ আছে—সম্ভবতঃ হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী। শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে কূর্মমূর্তির প্রত্যক্ষ দর্শনের বিস্তারিত হিসাব দিয়েছেন।

এখন কূর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি—

কূর্ম সূর্যদেবতা এবং জলদেবতা। ধর্মঠাকুর যে কচ্ছপরূপ ধারণ করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় ধর্মপূজাবিধানে—"কচ্ছপরূপধরং মহিং মনোহরং নির্লেপং নিরঞ্জনং।"[১] ঐ গ্রন্থের

(১) ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ—৯০ ; বলা বাহুল্য এই অপ্রামাণিকউক্তি

মন্ত্রে আছে—"শ্রীধর্মায় নমঃ। কূর্মবাহনায় নমঃ। উলূক বাহনায় নমঃ। ধবল খচরায় নমঃ"।[২]

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, ইরান থেকে আগত মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা এদেশে সূর্যপূজা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে কূর্মপূজার প্রসার এদেশে বেড়েছিল। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"তবে আরও আগে এ পূজা অজ্ঞাত ছিল না। বর্ষায় বৃষ্টি না হলে কূর্মপূজার বিধি আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। শতপথ ব্রাহ্মণে সূর্যকে কূর্ম বলা হয়েছে। দশ অবতারের মধ্যে কূর্ম দ্বিতীয় অবতার। প্রথম অবতার মীনের কাহিনীও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। সে কাহিনী যে বাইরে থেকে এসেছে এ কথা পণ্ডিতরা স্বীকার করেন। কূর্ম অবতারের কোনো বিশিষ্ট কাহিনী পুরাণে নেই। যা আছে তা পৃথিবী অথবা মন্দর পর্বত ধারণের। পৃথিবী ধারণের কাহিনী সম্ভবতঃ ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কূর্ম যে ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ তাও এর সঙ্গে সংযুক্ত।...মঙ্গলার্থে কূর্ম পোষবার উল্লেখ পাচ্ছি বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায়। বরাহমিহিরের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে রাজারা যেমন কুকুর ও কুক্কুট পুষতেন তেমনি কূর্মও পুষতেন। সুলক্ষণ কূর্ম পোষা হত ক্রীড়া সরোবরে অথবা ইঁদারায় রাষ্ট্র বিবর্ধনের সুলক্ষণ বলে। 'কাজল বা ভ্রমরের মত শ্যামবর্ণ অথবা বিন্দুর দ্বারা চিত্রিত পৃষ্ঠ অবিকৃত শরীর কিংবা সাপের মত মাথা ও স্থূল গলা যার এমন (কূর্ম) রাজাদের রাজ্যবর্ধন করে। বৈদূর্যবর্ণ স্থূলকণ্ঠ ত্রিকোণ গূঢ়ছিদ্র প্রশস্ত পৃষ্ঠাস্থি—এমন ভালো কূর্মকে রাজা মঙ্গলের জন্য রাখবেন ক্রীড়া সরোবরে অথবা জলপূর্ণ কূপে।' এখানে ধর্মঠাকুরের কূর্ম প্রতীকত্বের জন্য যাত্রাসিদ্ধি নামের একটা অর্থ মিলল। সাধারণতঃ কচ্ছপ অযাত্রা বলেই ধরা হয়।

কূর্মকে যে একদা পূজা করা হত তার উল্লেখ পেয়েছি কথাসরিৎসাগরে সঙ্কলিত বেতাল-বর্ণিত ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসীর গল্পে। অঙ্গদেশের বৃহদ্বট গ্রাম-নিবাসী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী পূজা করবেন বলে তাঁর তিন ছেলে সমুদ্র থেকে কূর্ম এনেছিলেন।"[৩]

আবার শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা প্রজাপতির কূর্মরূপ ধারণের কথা আছে। ঐ কচ্ছপই কশ্যপ নামে পরিচিত হয়েছে। কূর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বা ধর্মবিশ্বাসে আর যা যা সূত্রে পাওয়া যায় তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

যোগশাস্ত্রে বহিঃস্থ উদ্গারাদি 'নাগ' বায়ুর এবং সংকোচনাদি 'কূর্ম' বায়ুর গুণ বলা হয়েছে। মহাকাল জপ করে এদের চৈতন্য সম্পাদন করাতে হয়।[৪] সাঁওতালি উপকথায় পৃথিবী সৃষ্টির উপাখ্যানে কূর্ম কর্তৃক পৃথিবীর ভারবহনের উল্লেখ আছে।[৫]

২ ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ—১৪

৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল-ভূমিকা, ২য় সং

৪ যাদুনাথের ধর্মপুরাণের ভূমিকা—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ৫৩

৫ Annals of Rural Bengal (Bil)—Hunter, Vol. 1, P. 450

কূর্মচক্র নামে একটি চক্র আছে। জপাদির যথাবিধি স্থান নির্দেশ করে সেই স্থানে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করা হয়। তারপর ঐ চতুস্রকে নয় কোষ্ঠায় বিভক্ত করে একটি কূর্মচক্র নির্মাণ করা হয়[৬]

আসনশুদ্ধির মন্ত্রে কূর্ম দেবতার উল্লেখ আছে।[৭] সামান্যার্ঘ্যে কূর্মদেবতাকে প্রণাম জানানোর বিধি আছে।[৮] কূর্মমুদ্রা নামে একটি মুদ্রাও আছে।[৯] তাছাড়া পাঁচজন সিদ্ধ গুরুর অন্যতম হলেন কূর্মনাথ নন্দনাথ—"বশিষ্ঠঃ কূর্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বরঃ।"[১০]

ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কূর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক কিছুই পরিষ্কার হয় না, বরং কূর্ম নিয়ে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিক পথে কূর্মরহস্য ভেদের চেষ্টা করা দরকার।

আদিম মানবজাতির সমাজ সংগঠনে এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল টোটেম বিশ্বাস। মর্গান আমেরিকার যে ৬টি ট্রাইব ভাগ করে দেখিয়েছেন তাতে সেনেকা, কেউগার, ওননডগা, মোহক, ওনেইডা ট্রাইবগুলির অন্যতম গোত্র হল কাছিম। টুসকারোয়ার দুটি উপদলে বড় কাছিম, ছোট কাছিম গোত্রও আছে।[১১] আমাদের দেশেও মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির নানা দলের মধ্যে কাছিম বা হীরা গোত্র বিরল নয়। সাঁওতালি ভাষায় হীরা মানে কাছিম। মেক্সিকোর জুনি জাতিদের অন্যতম টোটেম হল কাছিম। জেম্‌স ফ্রেজার বলেছেন—"The tortoise are supposed to be reincarnations of the human dead for they are called the "Ourselves" of the Zuni।"[১২]

এই টোটেম বিশ্বাস আধুনিক সমাজের নানাস্তরে বিচিত্র রূপান্তরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। হিন্দু দেবদেবীদের বাহন ও প্রতীকের মধ্যে টোটেম বিশ্বাস কিছু না কিছু পরিমাণে যে মিশে আছে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন—"কূর্ম প্রতীকও (ধর্মঠাকুরের) কোনো নিষাদ জাতির কূর্ম টোটেমের চিহ্ন বলে মনে হয়।"[১৩] কিন্তু ধর্মঠাকুরের কূর্ম যে সম্পূর্ণ টোটেম বিশ্বাসেরই পরিণতি তা প্রমাণ করবার মত উপাদান আপাততঃ নেই। আদিম সমাজের যাদুবিশ্বাসের অন্য একটা দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

বৃষ্টিপাতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি কৃষিকার্যের অন্তরায়। আদিম সমাজে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বীকৃত হয়েছিল তেমনি জীবনধারণের তাগিদে প্রতিকারের উপায়ও খুঁজতে হয়েছিল মানুষকে। তারা জানত না বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ। তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হত তুক্‌তাক্ ও যাদুবিদ্যার। তুক্‌তাক্‌গুলি মূলতঃ ছিল ফসল ফলানো,

৬ পুরোহিত দর্পণ-কূর্মচক্র বিচার, পৃঃ—৫৪৭
৭ পুরোহিত দর্পণ, পৃঃ—২৬
৮ পুরোহিত দর্পণ, পৃঃ—৩১
৯ পুরোহিত দর্পণ, পৃঃ—৬৯
১০ অপ্রসার
১১ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ—২৭৭
১২ The Golden Bough (abr.), P. 504
১৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

জীবনের ভয় ও সন্তানজন্ম—এই তিনটিকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়টি নিয়ে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।[১৪]

কূর্ম নিয়ে যে যাদুবিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে কূর্মপূজার বিধির কথা আছে, আগেই উল্লেখ করেছি। এইটিই সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য। কৌটিল্য যদি না বলে যেতেন তাহলে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দুরূহ হত। এই তত্ত্বটুকু পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করলে কূর্মপূজার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে।

আদিম অনগ্রসর সমাজে বৃষ্টিপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় সব জায়গাতেই তুকতাকের আশ্রয় নেওয়া হত। জেম্‌স ফ্রেজারের বই থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি।

Orinoco প্রদেশের ইণ্ডিয়ানরা ব্যাঙ্‌কে জলদেবতা মনে করে। সেজন্য তারা ব্যাঙ্‌ মারে না। অনাবৃষ্টিকালে তারা একটি পাত্রে ব্যাঙ্‌কে রেখে প্রহার করে। Aymara ইণ্ডিয়ানরা ব্যাঙ্‌ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীর মূর্তি গড়ে পাহাড়ের উপর রেখে দিয়ে আসে বৃষ্টি হবার জন্য। কলম্বিয়ার Thomson ইণ্ডিয়ানরা এবং ইয়োরোপের কিছু লোক বিশ্বাস করে যে ব্যাঙ্‌ হত্যা করলে বৃষ্টি হয়। মাদ্রাজে রেড্ডীরা (কৃষকশ্রেণী) ব্যাঙ্‌ ধরে বাঁশের পাখায় বেঁধে রেখে নিমপাতা জড়িয়ে দরজায় দরজায় গান করে মেয়েরা এই বলে—"স্ত্রী-ব্যাঙ্‌ স্নান করবে, হে বৃষ্টি দেবতা, তাকে একটু জল দাও।" প্রতি বাড়ি থেকে লোক বের হয়ে এসে ব্যাঙের গায়ে জল ঢালে।

বাংলাদেশেও বৃষ্টিপাত না হলে ব্যাপক হারে ব্যাঙের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। এ তথ্য সকলেরই সুবিদিত। ব্যাঙ্‌ উভচর প্রাণী হলেও বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। কচ্ছপ উভচর হলেও মূলতঃ জলচর। বৃষ্টিপাতের charm হিসাবে কূর্মকে পাওয়া না গেলেও অপর দুটি আদিম কারণ ভয় ও খাদ্যসংগ্রহকার্যে কচ্ছপ নিয়ে যাদুবিশ্বাসের কথা ফ্রেজারের বই-এ পাওয়া যায়। যেমন ইরাকে ভূত বিতাড়নের উদ্দেশ্যে লোকেরা বন্যজন্তুর ছাল ও মুখোশ পরে হাতে কচ্ছপ বা কচ্ছপের খোলা নিয়ে চীৎকার করে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। আর একটি হল, Torres Strait-এর অধিবাসীরা ডুগং এবং কাছিম ধরবার উদ্দেশ্যে কাছিম ও ডুগং-এর মূর্তি ব্যবহার করত। British Guinea লোকেদের মধ্যেও কচ্ছপ ধরার কাজে নানারকম যাদুবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় কূর্মপোষার যে বিধি আছে তার মূল উদ্দেশ্যই হল rain charm হিসাবে কচ্ছপের ব্যবহার। স্বয়ং ধর্মঠাকুরই বৃষ্টির দেবতা তা পরিষ্কার করে আজ পর্যন্ত বলা হয়নি। রাঢ় অঞ্চলে এমন প্রাচীন কৃষকের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, যারা বিশ্বাস করে অনাবৃষ্টির জন্যই ধর্মঠাকুরের পূজা করা হত এবং শিশুকালে তারা দেখেছে ধর্মপূজার

১৪ লোকায়ত দর্শন —দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অব্যবহিত পরই নাকি বৃষ্টি হত। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার বিধান আছে। তা অনিবার্যভাবে যাদুবিশ্বাসের ধর্মীয় রূপান্তর।

ধর্মঠাকুরের পূজা হয় দারুণ গ্রীষ্মে। মূলতঃ বৈশাখী পূর্ণিমায়—যা দেখে এককালে গবেষকরা মনে করেছিলেন বৌদ্ধপূজা। কিন্তু ধর্মপূজা কেবল বৈশাখেই হয় না। চৈত্র মাস থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ধর্মপূজা রাঢ় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপূজার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় ওসাইরিসের পূজার যথেষ্ট মিল আছে। মিশরীয় প্রভাব আমাদের লৌকিক পূজাপার্বণে, ভাষায় ও আচার অনুষ্ঠানে কতখানি ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে সে ব্যাখ্যা অন্য প্রবন্ধে আলোচ্য। মোট কথা নিম্নস্তরে আদিম সমাজব্যবস্থা সারা বিশ্বে প্রায় একরকম ছিল তা আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারগুলি জড়ো করে তুলনা করলেই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে কিভাবে এই যোগাযোগ সাধন হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আর্যদের মত লিখিত দলিল নেই। দলিল যা আছে তা মানুষের বয়ে নিয়ে যাওয়া ধারাবাহিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। ওসাইরিসের পূজা সম্পর্কে জেম্‌স্ ফ্রেজার লিখেছেন, "Now if Osiris was in one of his aspects of god of the corn nothing could be more natural than that he should be mourned at midsummer. For by that time the harvest was past, the fields were bare, the river ran low, life seemed to be suspended, the corn-god was dead." [১৫] আমাদের ধর্মঠাকুরও তাই। অনুষ্ঠানাদি থেকে একটু বিশ্লেষণ করলে তত্ত্বটি আর একটু পরিষ্কার হবে। ধর্মপূজার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ধর্মশিলা অথবা বাণেশ্বরকে শোভাযাত্রাসহ পুকুরঘাটে নিয়ে স্নান করানো এবং নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের নির্দিষ্ট কোনো বিধি নেই। সে যাই হোক, এই অনুষ্ঠানটির নাম "দাহুর" বা "দাহুড় ঘাটা"। এই শব্দটির অর্থ নিয়ে "তুলো ধুনি ধুনি আঁশুরে আঁশু" করা হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। দর্দুর মানে ব্যাঙ্, এইটুকু বলেই থামতে হয়েছে। ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে জলক্রীড়াও করা হত নাকি! ধর্মপূজাবিধানে "জলসাপুট" নামে একটি শব্দব্রহ্ম বিরাজ করছে। সম্ভবতঃ এটি জলক্রীড়াকেই বোঝাচ্ছে। বীরভূমে ২টি গ্রামে ধর্মপূজার আগের দিন রাত্রে দাহুর ঘাটার সময় জলক্রীড়া করার বিধি আছে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গে জলক্রীড়ার সম্পর্ক কি? জলক্রীড়া আর কিছুই নয়, Rain charm।

সাঁওতালি ভাষায় "দাহুর" শব্দের অর্থ অনেক বেশি, কিন্তু এর দ্বারা কোনো কিছু নিরাকরণ হয় না। আসল কথা হল, শব্দটি হবে "যাদুর ঘাটা"। "যাদু" শব্দটি ফার্সী। জাদ্ অর্থ আরবীতে পাথেয়; ফার্সীতে হয় জন্ম, শিশু, বৎসর ইত্যাদি। আবার সাঁওতালি ভাষায় যাদু শব্দটি তো আছেই উপরন্তু জাদ শব্দঘটিত আরও কিছু শব্দ আছে। যেমন—Jadgo—To scratch, To claw, Jadhio, Jadhiokal, Jadio—At any time; Jadul—The cocoons of the tassar silk worm, spun in the cold weather; Jadwahi—To warm one self at a fire.

• Golden Bough (abr.), P. 370

তাছাড়া বীরভূম অঞ্চলে যাদুপটুয়া নামে একটা জাতিও আছে (তারা না হিন্দু না মুসলমান) যারা মন্ত্রের দ্বারা মৃতব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করতে পারে বলে দাবী করে। সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের মধ্যে এক বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানে মেয়েদের নাচের নাম "যাদুর নাচ"। এই নাচ ফাল্গুন মাসে ফসলকাটার পর হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারব যে, "যাদু" শব্দটি অষ্ট্রিক মূল হতে কোনো বাধা নেই। "যাদুর ঘাটা" শব্দটি পরিবর্তিত হতে হতে "দাদুড় ঘাটা"য় দাঁড়িয়ে গেছে। "ধর্মপূজাবিধানে" "দাদুড় ঘাটা" বলে ছাপা হয়েছে। সেইটিই ভ্রান্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। কারণ গোটা বইটাই বিকৃত এবং অপভ্রংশ শব্দে ভর্তি। রাঢ় অঞ্চলে অনুসন্ধানকালে আমি কোনো কোনো জায়গায় পরিষ্কার "যাদুর ঘাটা" বলতে শুনেছি। (বোলপুর থানার মোহনপুর গ্রামে এটাকে দৈবিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ঘাট বলা হয়। ময়ূরেশ্বর ও লাবপুর থানার কয়েকটি গ্রামে এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় "যাদুর ঘাটা"।) এবং এইটি হওয়াই খুব স্বাভাবিক। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "দাদুড় ঘাটা পর্ব জলোৎসবের মতো। এখানেও বরুণের পূজার ইঙ্গিত।"[১৬]

তাঁর এই মন্তব্য যথার্থ। তবে কেবলমাত্র বরুণ বললেই যথেষ্ট হয় না—আদিম অনগ্রসর সমাজের বৃষ্টিপাতের যাদুবিশ্বাস এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মন্তভাঁড়াল ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচার-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে পৃথক প্রবন্ধে দেখানো হবে ধর্মঠাকুরের আসল স্বরূপ কি! শুধু কূর্ম নিয়ে বিচার করলে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ পরিস্ফুট হবে না। প্রবন্ধে আলোচিত তত্ত্বটি যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে কূর্মের পৃষ্ঠদেশে ধর্মঠাকুরের যে পাদুকালাঞ্ছনের চিহ্ন থাকে তা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমত যথার্থ— "ধর্মঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না। তবে তাঁর পূজায় কূর্মদেবতার পূজা এসে মিশেছে"।[১৭] ধর্মশিলাকে কেন্দ্র করে ক্রিয়াকাণ্ড এবং কূর্মপূজার উদ্দেশ্য, নিঃসন্দেহে একই বস্তু। তাই এই মিলনসাধন সহজ হয়েছে বলে আমার ধারণা। শ্রীবিনয় ঘোষ কূর্ম প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "ধর্মের কূর্মমূর্তিই আসল অকৃত্রিম মূর্তি" এবং "ধর্মঠাকুর কেবল শিলামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন ভাস্কর্যের অবনতির জন্য"।[১৮] বলা বাহুল্য ধর্মপূজানুষ্ঠানের ক্রিয়া বিস্তারিত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ না করে এই মন্তব্যের প্রকাশ। তাই গ্রাহ্য করা চলে না।

১৬ রূপরামের ভূমিকা, পৃঃ—৭ (২য় সং)

১৭ রূপরামের ভূমিকা

১৮ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ—২৫৬, ৩৯৩

অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্‌ক্তি গঠনের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে মধুসূদন তাঁর নতুন ছন্দ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশবিশেষ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি :

Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ;·····

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা. read—

আইলা সুচারুতারা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ;······

and the passage assumes quite a different tone of music.

এখানে কেবলমাত্র 'ন্ত' কে অপসারিত করার ফলেই পঙ্‌ক্তিটির 'melody' অথবা 'tone of music' সম্পূর্ণ পালটে গেছে কিনা তার বিচার বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। প্রবন্ধের প্রয়োজনে যে জিনিসটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে এই যে, মধুসূদন তাঁর এই নতুন ছন্দে অক্ষর বা syllable-এর ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়েছেন—যে সচেতনতা এই ছন্দ প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে[১] ছিল না। এই সচেতনতাই পরবর্তীকালে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর সৃষ্টির ব্যাপারে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে অক্ষর ব্যবহারের ব্যাপারে মধুসূদনের এই সচেতনতার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণটা যথাসময়ে প্রকাশ পাবে।

কাব্যের ছন্দ জিনিসটা যে কানে উচ্চারিত-ধ্বনিপ্রবাহের আঘাতজনিত ব্যাপার—হরফ মিলিয়ে চোখে দেখার ব্যাপার নয়, তা ছন্দের ব্যাকরণের একেবারে গোড়ার কথা। আর মধুসূদনও যে ছন্দনির্মাণের ব্যাপারে কানকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন তাও অস্বীকার করা

১ এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম পর্যায় বলতে প্রথম প্রকাশিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য এবং পাঁচ সর্গে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ডের কাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে—লেখক।

চলে না। 'melody', 'music of the line', 'tone of music' ইত্যাদি উক্তি থেকেই এ ধারণার সমর্থন মিলবে। স্বরকে যে চোখে দেখা যায় না, কানে শুনতে হয়—এটা প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ছন্দ নির্মাণের ব্যাপারে মধুসূদন যদিও কানকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তবুও ছন্দ সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপারে যেন হরফ মিলিয়ে চোখে দেখার রীতিটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। মধুসূদনের ছন্দ-ভাবনা এবং ছন্দ-আলোচনার মধ্যে এই বিরোধিতার মূল কোথায় তা বাঙ্‌লা ছন্দের ঐতিহাসিকেরা ভেবে দেখতে পারেন, কিন্তু এই বিরোধিতার অস্তিত্বটা সম্পর্কে যদি সচেতন না থাকা যায়, তাহলে 'বাঙলা ছন্দের ক্রমবিকাশ'-এর লেখকের মতো অনেকেরই তাঁর উক্তিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে তাঁর ছন্দ-ভাবনা সম্পর্কে এই রকম ভুল অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার সম্ভাবনা থাকে: "'ন্ত' পূর্বে থাকায় 'লা' দীর্ঘ হতে পারে না।" বাঙ্‌লা ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকলে এরকম উক্তি করা সম্ভব হত না।

উল্লিখিত পত্রাংশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মধুসূদন বাঙ্‌লা অক্ষরকে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ এই দুভাগে ভাগ করেছেন। এই বিভাগ বস্তুতঃ সংস্কৃতানুযায়ী স্বরধ্বনির লঘুগুরু বিভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু নব্য বাঙ্‌লার উচ্চারণরীতির সঙ্গে এই জাতীয় বিভাগের কোনো মিল নেই, সেইহেতু মধুসূদনের ছন্দ-ভাবনার লিখিত প্রকাশটিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয় যে, তিনি বাঙ্‌লা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতিটিকে অস্বীকার করেই নতুন ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা সম্পর্কে এর চেয়ে অসত্য সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না। কারণ, মধুসূদন যদি বাঙ্‌লা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতিটি সম্পর্কে অবহিত না থাকতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে পয়ারের ঠাটকে ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর হত না। আবার, মধুসূদন যখন 'double syllable' কথাটা ব্যবহার করছেন তখন তিনি অক্ষরকে না বুঝিয়ে বর্ণকেই বোঝাতে চেয়েছেন—যা লেখা বা ছাপার প্রচলিত রীতিবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর, লেখা বা ছাপার রীতি যাই হোক না কেন, ছন্দের ক্ষেত্রে তার কোনো স্থানই যে নেই এই প্রাথমিক কথাটা যে মধুসূদনের জানা ছিল না এমন মনে করার পিছনে কোনো তথ্য নেই। বিশেষতঃ যখন তিনি পঙ্‌ক্তি-বিশেষের সাংগীতিকতার কথা বলছেন তখন যে ছন্দকে তিনি চোখে দেখার দিক থেকে বিচার না করে কানে শোনার দিক থেকেই বিচার করছেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কানে শোনার দিক থেকে অক্ষরকে ভাষাবিদ্‌গণ 'সংবৃত' বা closed এবং 'বিবৃত' বা open এই দুভাগে ভাগ ক'রে থাকেন। মধুসূদন যেটাকে long syllable বলছেন ছন্দের দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে সেটা বিবৃত অক্ষর ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যেটাকে তিনি double syllable বলছেন সেটা লিখনরীতির দিক থেকে যুক্তবর্ণ হলেও ছন্দ-বিচারের দিক থেকে 'কুন্' এই সংবৃত অক্ষরটির অন্ত্য-ব্যঞ্জন এবং 'ত' এই বিবৃত অক্ষরের ব্যঞ্জনধ্বনিটির একই 'macro segment' -এর মধ্যে এমনভাবে অবস্থিতি যা ভাষাবিদ্‌দের ভাষায় 'muddy'।

পূর্বাপর এই সমস্ত ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করলে মনে হয়, মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের

প্রথম পর্যায়ের পর তাঁর নবপ্রবর্তিত ছন্দে সংবৃত ও বিবৃত অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হয়েছেন এবং সেই সচেতনতা 'the double syllable স্ত mars the strength of ন্না'—এই উক্তির মধ্যে কিছুটা ধরা পড়েছে। এই রকম উক্তির সাহায্যে তিনি এইটেই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে সংবৃত ও বিবৃত অক্ষরের অবস্থান-বৈশিষ্ট্য ছন্দ-সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। ছন্দ-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সংবৃত ও বিবৃত অক্ষরের অবস্থান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই সচেতনতাকে মধুসূদন তাঁর বৈপ্লবিক কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্‌ক্তি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োগ করে কিভাবে যে ছন্দটিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর পাঠান্তর থেকে বোঝা যাবে।

মধুসূদনের জীবিতাবস্থায় 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর তিনটি সংস্করণ হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণের ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ এবং তৃতীয় সংস্করণের ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ। তৃতীয় সংস্করণের পাঠটিই বর্তমানের প্রচলিত পাঠ।

চারটি সর্গে সমাপ্ত এই প্রচলিত পাঠে প্রথম সর্গের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৬৬১, দ্বিতীয় সর্গের ৫৮৫, তৃতীয় সর্গের ৬৪৪ এবং চতুর্থ সর্গের ৬২৫। এর মধ্যে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬৪, ৪৭১, ৫৪৪ ও ৫৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় সর্গে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ছিল ৪৬৮। ১০, ১৬ ও ১২৪ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি তিনটি—যেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে সংবৃত অক্ষরান্ত ছিল—তৃতীয় সংস্করণে বিবৃত অক্ষরান্ত হয়েছে। মধুসূদন যে কতখানি সচেতনভাবে এই সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিগুলিকে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিতে পরিবর্তিত করেছেন তা তাঁর পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ১০—

আলিঙ্গয়ে যুবতী বামার কৃশোদর। (২য় সং)
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে। (৩য় সং)

'যুবতী বামার' পরিবর্তে 'অঙ্গনার চারু' শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের ফলে একদিকে ভাবগত যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং অন্যদিকে পয়ারানুযায়ী যতিচ্ছেদগত যে ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে, তা বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। বর্তমান প্রসঙ্গে যেটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, মধুসূদন সংবৃত অক্ষরান্ত 'কৃশোদর' শব্দটিকে বিবৃত অক্ষরান্ত 'কৃশোদরে' শব্দতে পরিবর্তন করলেন কেন? বিশেষতঃ এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভক্তি নির্দেশক 'এ'-প্রত্যয়টি বাঙ্‌লা ভাষারীতির দিক থেকে যখন বাধ্যতামূলক নয়?

পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ১৬—

…বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলরব। (২য় সং)
…বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি। (৩য় সং)

এখানে দেখা যাচ্ছে, পঙ্‌ক্তির শেষে এমন একটি শব্দ এনে বসিয়েছেন, যার ফলে ধ্বনি ও ঈষৎ ভাবচ্ছায়াগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্‌ক্তিটি বিবৃত অক্ষরান্ত হয়ে পড়েছে।

পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ১২৪—

…আইল এবে ব্রহ্মলোকে রথ। (২য় সং)

…আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে। (৩য় সং)

শেষোক্ত দৃষ্টান্তটিতে লক্ষ্যণীয় এই যে, এখানে শুধু শেষ শব্দ দুটির স্থানগত বা ক্রমপরিবর্তন ছাড়া অন্য কিছু সাধিত হয় নি। এবং আরও লক্ষ্যণীয় এই যে, এই জাতীয় পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভাবগত পরিবর্তন সাধিত হয় নি, তেমনি অন্যদিকে ছন্দোগত কোনো ত্রুটিও সংশোধিত হয় নি। তাহলে এই ধরনের পাঠ-পরিবর্তনের তাৎপর্য কি? অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, মধুসূদন এই শ্রেণীর পাঠ-পরিবর্তন অত্যন্ত সচেতনভাবেই করছেন। এ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা এবং সাবধানতা যে কতখানি ছিল তা প্রথম সংস্করণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

প্রথম সংস্করণের প্রথম সর্গের ৬১টি, দ্বিতীয় সর্গের ৫৭টি, তৃতীয় সর্গের ৭২টি এবং চতুর্থ সর্গের ৫০টি সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি দ্বিতীয় সংস্করণে বিবৃত অক্ষরান্ত হয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে প্রথম সর্গের ১৮, দ্বিতীয় সর্গের ২২, তৃতীয় সর্গের ৩১ এবং চতুর্থ সর্গের ২৫টি পঙ্‌ক্তিতে যে পাঠ-পরিবর্তন ঘটেছে তা মুখ্যত শব্দক্রমগত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের পাঠ-পরিবর্তনের ফলে ছন্দোগত কোনো ত্রুটিও যে সংশোধিত হয় নি তাও লক্ষ্য করা যাবে নিচের নিদর্শন কয়টি থেকে—

(১) যক্ষ, রক্ষ, দানবারি, দানব, মানব—[১ম সং, ১।২৬]
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি—[২য়-৩য় সং, ১।২৬]

(২) প্রবল তরঙ্গদল, অতিক্রমি তীর, [১ম সং, ১।৮৯]
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি [২য়-৩য় সং, ১।৯২]

(৩) মদন রাজার বঁধু—সুধানিধিদেব
সুধাংশু। [১ম সং, ২।৫১-৫২]
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু। [২য়-৩য় সং, ২।৫০-৫১]

(৪) কোটি কোটি রথ;—
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, [১ম সং, ২।১৪৩-৪৪]
রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, [২য়-৩য় সং, ২।১৪১-৪২]

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে পাঠ-পরিবর্তনের ফলে পঙ্‌ক্তিগুলি অবশ্যই বিবৃত অক্ষরান্ত হয়ে পড়েছে।

এ ছাড়া প্রথম সর্গের ৬টি, দ্বিতীয় সর্গের ৮টি, তৃতীয় সর্গের ৫টি এবং চতুর্থ সর্গের ৩টি পঙ্‌ক্তিতে দেখছি যে, পঙ্‌ক্তিগুলির শেষ সংবৃত অক্ষরটির মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি করে অন্তস্বরাগম ঘটিয়ে তাকে দুটি বিবৃত অক্ষরে পরিণত করা হয়েছে—যার প্রয়োজন বাঙ্‌লা

ভাষারীতির দিক থেকে অপরিহার্য তো নয়ই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিবহির্ভূত। ব্যাপারটা স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটা যথেচ্ছ দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

(১) সর্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কানন, [১ম সং, ১।৯৯]
সর্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে, [২য়-৩য় সং, ১।১০২]

(২) এবে চন্দ্র, সূর্য্য আর নক্ষত্র মণ্ডল [১ম সং, ২।৯৯]
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্র মণ্ডলী [২য়-৩য় সং, ২।৯৮]

(৩) দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানর [১ম সং, ৩।৪৩৬-৩৭]
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে [২য়-৩য় সং, ৩।৪৩২-৩৩]

(৪) হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এস্থল ; [১ম সং, ৪।১০৪]
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এস্থলী ; [২য়-৩য় সং, ৪।১০৪]

পাঠ-পরিবর্তনের ধরনগুলি লক্ষ্য করে দেখলে শেষ পর্যন্ত একথা মনে হওয়া ছাড়া গতি নেই যে, মধুসূদন বেশ সচেতনভাবেই পঙ্‌ক্তিগুলিকে বিবৃত অক্ষরান্ত করতে চাইছেন। আরও দেখা যাচ্ছে যে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময় থেকেই তিনি অন্যবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। এই সময়ের একখানা চিঠিতে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখছেন—

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective.

এটা হ'ল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ছাপাখানায় যাওয়ার আগের কথা। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ যখন ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছিল সেই সময় আবার তাঁকে লিখতে দেখি—

We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very 'Kancha' in many many places. অতঃপর একথা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, অন্যবিধ পাঠ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য শ্রেণীর পাঠ-পরিবর্তনের সাহায্যেও মধুসূদন তাঁর '**Kancha versification**'কে পাকা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি গঠন তাঁর নবসৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক শিল্পরূপের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর, কালগত পারম্পর্য লক্ষ্য ক'রে দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি তাঁর মনে জেগেছে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করার পর।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সঙ্গে ষষ্ঠ অর্থাৎ প্রচলিত সংস্করণের পাঠ তুলনা করে দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গের যথাক্রমে ২৫, ৩২, ৬, ৫, ২ ও ৩টি সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিকে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম সর্গে এরকম কোনো পরিবর্তন রক হয় নি, অথবা করার প্রয়োজন হয় নি। ফলে শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি দাঁড়িয়েছে

যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রচলিত বা ষষ্ঠ সংস্করণের পাঠে প্রথম থেকে নবম সর্গের যথাক্রমে মোট ৭৮৫, ৬৩০, ৬১৩, ৬৮৬, ৬০৭, ৭৪২, ৭৭৩, ৮১২ ও ৪৪৩টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র ৭৩, ৩৮, ১৫, ১২, ১৭, ৩, ২, ৩ ও ০টি সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি পাওয়া যাচ্ছে। পাঠ-পরিবর্তন এমনভাবে করা হচ্ছে এবং তার পরিণাম এমন দাঁড়াচ্ছে যে, সমগ্র ব্যাপারটাকে আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সমগ্র ব্যাপারটির পরিকল্পনামাফিক চরিত্রটা বোঝাবার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পর অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরিণত রচনা 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর সম্পূর্ণ এগারোটি পত্রিকার মধ্যে মাত্র তিনটি পত্রিকায় ('দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী,' ও 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী') যথাক্রমে ১, ২ ও ১টি করে সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি পাচ্ছি। অর্থাৎ সমগ্র 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ মোট ৪টি মাত্র সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি পাওয়া যাচ্ছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এর মধ্যে তিনটি পঙ্‌ক্তিরই শেষে ছেদবিন্দু পড়েছে।

সর্বশেষে, 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর 'পুনর্লিখিত অংশ'-এর উল্লেখ না করলে কবির পরিণত চিন্তার পরিচয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে করি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত' করবার উদ্দেশ্য নিয়ে মধুসূদন মোট ১৫৩টি পঙ্‌ক্তি লিখে যেতে পেরেছেন; এবং এই পুনর্লিখিত অংশের একটা পঙ্‌ক্তিও সংবৃত অক্ষরান্ত নয়।

এবারে দেখা যাক, মধুসূদনের নবপ্রবর্তিত versification বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ক্ষেত্রে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি গঠনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বিভিন্ন চিঠিপত্রে তাঁর উক্তি থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারি তা হচ্ছে এই যে, তাঁর সমগ্র পাঠ-পরিবর্তন-ধারার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এই শ্রেণীর পাঠ-পরিবর্তনের সাহায্যেও তিনি এই নবপ্রবর্তিত ছন্দটির সঙ্গীতগুণ বৃদ্ধি করতে চাইছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার প্রথম পর্যায়ের পর মধুসূদন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, তাতে স্পষ্টতই তাঁকে দুটি কারণে এই নতুন ছন্দে সঙ্গীতগুণ সঞ্চার করার কথা ভাবতে হয়েছে।

প্রথমত, তাঁর ছন্দ পয়ারসম্মত যতি পর্বের বিভাগ অনুসারে পাঠ্য নয় বলে (যদিও সেই বিভাগ তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আদ্যন্ত রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করেছেন) ধ্বনিপ্রবাহের নিয়মিত আবর্তনজনিত তাল বা সঙ্গীতগুণ হারিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাঙ্‌লা ভাষার উচ্চারণ-রীতিগত বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বরধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার অবকাশ না থাকায় স্বভাবতই ভাষা সঙ্গীতগুণ অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে; তার ওপর আবার বাঙ্‌লা পয়ারের অন্ত্যমিল অর্থাৎ পঙ্‌ক্তি-শেষের ধ্বনিসমতা যেটুকুও বা সঙ্গীতগুণ ধরে রেখেছিল, মিল উঠিয়ে দেওয়ার ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেটুকু হারিয়েছে। মধুসূদন এ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়েছিলেন বলেই পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নতুন করে 'melody' বা 'music of the line' বা 'tone of music' ইত্যাদিকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। এখন দেখতে হবে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্‌ক্তি-গঠনবৈশিষ্ট্য সেই সঙ্গীতগুণকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করেছে।

কিন্তু তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে, মধুসূদন তাঁর ছন্দের সঙ্গীতগুণ বলতে ঠিক কোন্ জিনিসটাকে বোঝাতে চেয়েছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পাঠরীতির দিক থেকে বিচার করলে নিশ্চয়ই বলতে হবে যে, এ সঙ্গীতগুণ সুর করে পড়া পয়ার ছন্দের অনুরূপ নয়, অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গীতগুণ তানপ্রাধান্য বা সুরধর্মিতার মধ্যে নেই। বিশেষভাবে এই ছন্দের সঙ্গীতগুণ বলতে মধুসূদন ঠিক কোন্ জিনিসটাকে বোঝাতে চেয়েছেন তা জানতে হলে সঙ্গীতের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনিপ্রবাহ। কণ্ঠসঙ্গীতে ধ্বনিকে প্রবাহিত করার কৌশলটি নিহিত রয়েছে স্বরধ্বনির বিস্তারের মধ্যে। কারণ, স্বরধ্বনিই প্রধানতঃ বাধাহীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে। সেইজন্য স্বরধ্বনিকেই গায়কের পক্ষে প্রয়োজনমত বিস্তার করা সম্ভব। তাই কণ্ঠসঙ্গীতে মূলত স্বরধ্বনিকে অবলম্বন করেই ধ্বনি প্রবাহিত হতে থাকে।

সাহিত্যের ব্যাপারে যাই হোক না কেন, সঙ্গীতের চর্চাটা গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশেও বেশ ব্যাপক ভাবেই চলত; এবং অনুমান করি, মধুসূদন কণ্ঠসঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা মনে রেখেই ভেবেছিলেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাদকে পয়ার থেকে পৃথক করতে হলে পঙ্‌ক্তি গঠনের ব্যাপারে অক্ষরবিন্যাসের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। আর, সেই গুরুত্বের কথা ভেবেই তিনি পঙ্‌ক্তির শেষ অক্ষরটিকে বিবৃত করে ধ্বনিপ্রবাহকে পঙ্‌ক্তির পয়ারসুলভ সংস্কারাগত অন্ত্যযতির বিরাম থেকে মুক্ত করে পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে অনায়াসে প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছেন। একথা মনে রাখা দরকার যে, মধুসূদন বাঙ্‌লা দেশের বাঙালী পাঠকসমাজের পয়ারের কানে অভ্যস্ত ছন্দ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। সুতরাং পঙ্‌ক্তিগঠনের এরকম একটা রীতি যদি তিনি গড়ে না তুলতেন, অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে পঙ্‌ক্তির শেষ অক্ষর যদি সংবৃত হত তাহলে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণপ্রয়াসের সাময়িক বিরামের রন্ধ্রপথটি অবলম্বন করে এবং পয়ারপাঠে অভ্যস্ত তৎকালীন বাঙালী পাঠকের ছন্দ সংস্কারের সুযোগ নিয়ে, পয়ারের অন্ত্যযতির স্বাভাবিক বিরাম নিজের প্রাধান্যকে সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত। আর তাহলেই অভিপ্রেত অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্যটি যে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত সে ভয় মধুসূদনের ছিল। তাই তিনি কখনও বা শব্দক্রমের পরিবর্তন ঘটিয়ে কখনও বা বিবৃত অক্ষরান্ত নতুন শব্দ এনে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিগঠনের ব্যাপারে এতখানি সচেতন হয়েছিলেন।

কিন্তু এইটুকু বললেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্‌ক্তিগঠন সম্পর্কে সব কথা বলা হবে না। অর্থাৎ স্বরধ্বনিকে এক পঙ্‌ক্তির বাধা অতিক্রম করে অন্য পঙ্‌ক্তিতে অনায়াসে প্রবাহিত করার ব্যাপারে মধুসূদন কেবলমাত্র বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিগঠনের ওপরেই নির্ভর করে থাকেন নি। সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিকেও যে তিনি কতখানি কাজে লাগিয়েছেন তা পরপৃষ্ঠায় উল্লিখিত ছক দুটি থেকে বোঝা যাবে।

ওই ছক দুটি থেকে একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ যে অনুপাতে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি আছে পরবর্তী কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ তার চেয়ে

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি

সর্গ	মোট পঙ্‌ক্তি	বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি	নাসিক্য ব্যঞ্জন (Nasals)	তরল ব্যঞ্জন (Liquids)	শিশ্ ধ্বনি (Sibilants)	অর্ধস্বর (Semi-vowels)	স্পর্শ-ব্যঞ্জন (Stops)	মোট
১ম	৬৬১	৫৬১	৩৩	৪১	৪	২	২০	১০০
২য়	৫৮৫	৪৭১	৩৪	৫১	৪	৭	১৮	১১৪
৩য়	৬৪৪	৫৪৪	৩১	৩৭	৩	৬	২৩	১০০
৪র্থ	৬২৫	৫৫৮	২৭	২১	১	৩	১৫	৬৭
মোট	২৫১৫	২১৩৪	১২৫	১৫০	১২	১৮	৭৬	৩৮১

মেঘনাদবধ কাব্য

সর্গ	মোট পঙ্‌ক্তি	বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি	নাসিক্য ব্যঞ্জন (Nasals)	তরল ব্যঞ্জন (Liquids)	শিশ্ ধ্বনি (Sibilants)	অর্ধস্বর (Semi-vowels)	স্পর্শ-ব্যঞ্জন (Stops)	মোট
১ম	৭৮৫	৭১০	২৭	২৮	৪	৪	১২	৭৫
২য়	৬৩০	৫৯২	২০	৯	×	১	৮	৩৮
৩য়	৬১৩	৫৯৯	৪	৩	১	×	৬	১৪
৪র্থ	৬৮৬	৬৭৪	৬	৪	×	×	২	১২
৫ম	৬০৭	৫৮৮	১০	৬	×	×	৩	১৯
৬ষ্ঠ	৭৪২	৭৩৯	২	১	×	×	×	৩
৭ম	৭৭৩	৭৭১	×	২	×	×	×	২
৮ম	৮১২	৮০৯	২	×	×	×	১	৩
৯ম	৪৪৩	৪৪৩	×	×	×	×	×	×
মোট	৬০৯১	৫৯২৫	৭১	৫৩	৫	৫	৩২	১৬৬

অনেক বেশি অনুপাতে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তি রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর পঙ্‌ক্তিসংখ্যা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর চেয়ে অনেক কম। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে এই যে, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর মোট ৩৮১টি সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র ৭৬টি ছাড়া বাকি পঙ্‌ক্তিগুলির শেষে এমন ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে যাদের Daniel Jones-এর ভাষায় 'Continuatives' বা 'Continuants' বলা হয়। এরা যদিও ব্যঞ্জনধ্বনি তবুও ধ্বনিকে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে এরা কোনো বাধা বা 'complete closure' সৃষ্টি করে না। ফলে এই সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তিগুলি ধ্বনিবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ক্ষেত্রে বিবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির মতই কাজ করছে। আর, সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মোট ৬০৯১টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে যদিও সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা অনুপাতের দিক থেকে একান্তই নগণ্য, অর্থাৎ মাত্র ১৬৬টি, তবুও এরই মধ্যে উল্লিখিত শ্রেণীর সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা হচ্ছে ১৩৪টি।

এ ছাড়াও অধিকন্তু যা লক্ষ্য করার মতো তা হচ্ছে এই যে, সামান্য যে কয়েকটি সংবৃত অক্ষরান্ত পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে ('তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ ৭৬টি এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ ৩২টি) ধ্বনিপ্রবাহে 'complete closure'-এর সৃষ্টি হয়েছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধুসূদন ছেদবিন্দু ব্যবহার করেছেন ; অর্থাৎ সে সমস্ত ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তিশেষের বিরাম কবির অভিপ্রেত।

বঙ্গদেশে মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব

শ্রীনির্মল সিংহ

বঙ্গদেশে মুক্তিসংগ্রামের প্রথম বা সক্রিয়পর্ব দেখা যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার সর্বস্তরের আবালবৃদ্ধ নরনারী যেভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাতেই প্রথম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালীর নূতন চেতনা, অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় ও নির্ভীকতা, স্বদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে গভীর মমতা ও একতাবোধ ,এবং সর্বোপরি দাসত্বের নাগপাশ ছিন্ন করে ভারতকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার অদম্য স্পৃহা। এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রবল অভ্যুদয় গঠনমূলক কার্য ও আন্দোলনে এবং তা ক্ষাত্রতেজের মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে প্রকাশিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। এটি সম্ভব হয়েছিল রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালী মনীষীর নিরলস ও ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং জীবনব্যাপী সাধনায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রচারক, স্বদেশানুরাগ ও একতাবোধে উজ্জীবিত দেশসেবক, উদ্যমশীল ব্যবসায়ী, স্বদেশপ্রেমিক কবি, শিক্ষাবিদ্, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা এবং মহান সাধক, যাঁরা তাঁদের বহু বিচিত্র কার্যকলাপের দ্বারা দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধ ও মানবধর্মের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। এঁরা সকলেই রাজভক্ত এবং রাজভক্তির কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মুক্তির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবার জন্য।

মানব-ইতিহাসের পাতায় যেসব গণবিপ্লব বা জাতীয় জাগরণের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে, তার প্রত্যেকটির পিছনে আমরা দেখতে পাই এক বিরাট প্রস্তুতিপর্ব। ১৭৮৯ সালে যে ফরাসী বিপ্লব এবং ১৯১৭ সালে যে রুশবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার পিছনে ছিল প্রস্তুতিপর্বের অগ্রদূতদের কার্যকলাপ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রভাব। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতীয়-অভ্যুদয়ে সাহায্য করেন মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণব ও সাধকগোষ্ঠী। তাঁরা মহারাষ্ট্রীয় জাগৃতির ভিত্তি গড়ে তোলেন। এই বৈষ্ণবেরা অভঙ্ পদ কীর্তন ও নাম-প্রচারের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্রীয় জনজীবনকে নূতন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সিদ্ধপুরুষ রামদাসের অধ্যাত্ম-প্রেরণা শিবাজীকে ও সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সমাজ-জীবনকে দেয় নূতন সঞ্জীবনী-শক্তি ও উদ্দীপনা।

বাংলাদেশেও হীনমন্য ও হীনবল বাঙালীকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের আত্মিক শক্তি ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা। চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন ঘটে তা প্রধানত নূতন সাহিত্যসৃষ্টি, সমাজ ও ধর্মসংস্কার, শিক্ষার বিস্তার এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবিধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। গত শতাব্দীর সর্ববিধ আন্দোলন বা কর্মপ্রচেষ্টার মূলে ছিল মুক্তিপ্রয়াসী বাঙালীর সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, জড়তা ও

বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবিকাশ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য স্পৃহা। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতির ভিত্তি তাঁরাই গড়ে তুলেছিলেন সন্দেহ নাই।

এইসব আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা সাধারণভাবে 'প্রগতিশীল' ও 'রক্ষণশীল' এই দুই দলে ভাগ করে দেখি। এই উভয় দলই কিন্তু বহু ক্ষেত্রে শাসকসমাজকে সমালোচনা ও আক্রমণ করেছেন—তাঁদের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন হলেও শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে একই উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

যে সমস্ত প্রভাব বা আন্দোলনের ফলে বাঙালীর বন্ধনমুক্তির প্রয়াস জাগ্রত হয়েছিল সেগুলি মোটামুটি বিবৃত করছি :

১. শিক্ষাক্ষেত্রে নবচেতনা

পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু কলেজের স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে নূতন শিক্ষার সূচনা হয় তার সুদূরপ্রসারী ফল দেখতে পাই। ইংরেজি সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান বাঙালী যুবকদের চিত্তে নূতন জগৎ ও নূতন চিন্তার দ্বার খুলে দেয়। যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠ মনের কাছে প্রাচীন সংস্কার ও সংকীর্ণতার জীর্ণ বেড়া ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সাহিত্যসৃষ্টি, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠী স্বাধীনতা তথা মুক্তির বার্তাই সেদিন এনেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন 'সংহার' থেকে 'সৃষ্টি', 'পরানুকরণ' থেকে 'স্বীকরণ'-এ রূপান্তরিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে বাঙালী যে আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিল তাতে একদিকে যেমন তার দৈন্যের দিকটা প্রকট হয়ে উঠেছিল, অপরদিকে আত্মাভিমান ও স্বাজাত্য-বোধের প্রেরণায় নিজের যা কিছু মহৎ সুন্দর ও কল্যাণকর তারই মহিমা কীর্তনে ও জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলবার সাধনায় কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির মূলসূত্রটির সন্ধান সেযুগের মনীষীরাই দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩ খ্রী), প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে স্থাপিত হিন্দুকলেজ পাঠশালা (১৮৩৯ খ্রী), তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০ খ্রী) প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের বীজ বপন করা হয়েছিল বলা যায়। মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে বিদেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে আহরণ করা এবং সেই সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করা—যাতে বাঙালী যুবকরা জাতীয় সংস্কৃতিকে চিনে নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারে—এই ছিল ঐ শিক্ষার উদ্দেশ্য। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু ও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত গুপ্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে The Bengal Academy of Literature বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে

পাঠ্যবিষয়রূপে মর্যাদা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আশ্রয় করে বাঙালীর অতীত পরিচয়কে উজ্জ্বল করে ধরে তোলা—এই দুটি বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের জাতীয়ভাব সাধনায় যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আমরা শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত অনেকগুলি সভা, সমিতি, সংস্থা বা বিদ্বজ্জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাই—এরই পূর্ণাঙ্গরূপ শতাব্দী-শেষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টিতে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বা সাহিত্য উপলক্ষ্য করে একটি মিলনভূমি প্রস্তুত করা এবং জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার নিবিড় ও অকপট প্রকাশ সহজতর করার কাজে সেযুগের চিন্তানায়ক ও সাহিত্যসেবিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে জাতীয় গৌরবের ভাগী হয়েছিলেন।

জাতীয় জীবন সংগঠনে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব সম্বন্ধে সেযুগের মনীষীরা সকলেই সচেতন ছিলেন। মানসিক জড়তা, অবসাদ ও কুসংস্কার থেকে উদ্ধার করে জাতিকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সবার আগে চাই প্রকৃত শিক্ষা—যে শিক্ষা একদিকে চরিত্রকে সুগঠিত করবে, জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের দিকটি চিনতে শেখাবে, সমস্ত সংকীর্ণতা, নীচতা ও মিথ্যার হাত থেকে রক্ষা করবে, ত্যাগের পথে দীক্ষা দেবে, অপরদিকে কায়িক শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আহরণে ও শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আগ্রহী করে তুলবে—সেই শিক্ষাই ছিল কাম্য। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব, প্যারীচরণ, রামতনু থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই শিক্ষা সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। যে শিক্ষা চরিত্রকে দৃঢ় ও আত্মাকে শক্তিমান করতে না পারে সে শিক্ষা মূল্যহীন—এদিকটির উপর জোর দিয়েছেন বিশেষ করে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মশক্তির মহিমা ঘোষণায় উপনিষদের বাণী তাঁরা শুনিয়েছেন। তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে একদল ত্যাগী নির্ভীক দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যুবক।

এইসঙ্গে পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনও পরিপুষ্ট হয়েছে। সমাজের একটি বৃহদংশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকলে, অনাদর, অবহেলা ও আত্মাবমাননায় তলিয়ে গেলে, জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। জাতীয় জীবন সংগঠনে স্ত্রীলোকদের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে তাঁদের নব্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার প্রয়োজনীয়তা--পরমুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁদের স্বনির্ভর হতে শিক্ষা দেওয়ার উপায় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগর, বেথুন, রাধাকান্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ, কেশব সেন প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টা ও কার্যাবলী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ১৮৯০ সালে দেখা যায় কংগ্রেসের সভামঞ্চে নারী প্রতিনিধির আবির্ভাব।

এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই নব্য যুবকদের মনে স্বদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা জাগে তাতে ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচনায় তারা মুখর হয়ে ওঠে। সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে যেভাবে ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিকে আক্রমণ করা হয় তাতে শাসককুল উচ্চশিক্ষা বিস্তারই রাজদ্রোহমূলক মনোভাব বৃদ্ধির সহায়ক বলে মনে করেন এবং ১৮৭১ সালের পর থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে তা সঙ্কুচিত করার নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জনমতের চাপে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিবর্তন করতে তাঁরা বাধ্য হন। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়

আইন পাশ হবার সময় দেখা যায় দেশীয় লোকদের উপর উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রভাবকে শাসককুল কিরকম ভয়ের চোখে দেখেছিলেন।

২. সমাজ-সংস্কার

প্রাচীন রীতিনীতি, বিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কার সমাজজীবনে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যে জড়তা ও পঙ্গুতা জাতীয় জীবনকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় চেষ্টালক্ষিত হয় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনে। সামাজিক পীড়নবন্ধন থেকে নারীজাতির মুক্তির দিকটি এই আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়। এরপর ১৮৫৬ সালের বিধবা-বিবাহ আইন, ১৮৭২ সালের ব্রাহ্মবিবাহ আইন, ১৮৯১ সালের বয়স-সম্মতি আইন, সেইসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার—এই সব কিছুই সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় প্রভূত পরিমাণে শুধু সাহায্য করেছে তাই নয়, সমাজে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার দাবির স্বীকৃতিকে মর্যাদা দিয়েছে। নারী-জাগরণ তথা মুক্তির আন্দোলনে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সর্বজন-বিদিত। নারী-জাগরণ সম্পর্কিত এই সব আন্দোলনের সার্থকতার তিনটি দিক বা লক্ষ্য আমরা দেখতে পাই: (১) অর্থহীন আচারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সমাজকে শক্তিশালী করা; (২) হিন্দুর সামাজিক আচারব্যবহারে হস্তক্ষেপের জন্য দায়ী করে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি একটা প্রতিকূল বৈরী মনোভাবের সৃষ্টি; (৩) আত্মনির্ভর হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজকে নবজীবনে উদ্দীপ্ত করা।

সামাজিক সংহতি আনয়নের উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা বা ছুৎমার্গের বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়েছে। ধর্মকে একটি সার্বভৌমিক মানবিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে—আত্মিক সম্বন্ধে সব মানুষই যে সমান—এই বোধ যেমন সামাজিক জীবনে একটা সংহতি এনেছিল তেমনি হীনমন্যতা দূর করতে সাহায্য করেছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সাধনায় আমাদের সমাজজীবন এক নূতন শক্তি-প্রেরণায় বলিষ্ঠ হয়েছিল। আর একটি দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় দেশ আরাধ্যা শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তিতে রূপলাভ করে। এই শক্তিমন্ত্রের সাধনার ফলে বাঙালীর জীবনে যে যৌবনজলতরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। নব্য হিন্দু জাতীয়তাবোধের আন্দোলনের পুরোধারূপে রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের দান অবিস্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে হিন্দুমেলার ভূমিকাও স্মরণীয়। সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোলন, অনুষ্ঠান, বিচারবিতর্ক ইত্যাদিতে এই শতাব্দীর বহুবিচিত্র কার্যাবলী একদিকে আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তুলেছে, অপরদিকে জাতির মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এই জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনই পরাধীনতার মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকদের জন্ম দিয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক জীবনে নবচেতনা

বাংলা দেশের দরিদ্র অসহায় চাষীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে শিক্ষিত সমাজ এগিয়ে আসেন গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই। অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষ করে বিদেশী নীলকর সাহেবদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ তীব্রতর হতে থাকে। এর ফলেই সংঘটিত হয় ১৮৫৯-৬০ সালের নীলবিদ্রোহ।

উত্তর বাংলা ও আসামের চা-বাগানে কাজে লাগাবার জন্য যেভাবে শ্রমিকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হত ও তাদের উপর অত্যাচার করা হত তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য নীতি দেশের শিল্পসমৃদ্ধির পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল—বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যে শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ হয়েছিল—তাই নিয়েও সমালোচনা, প্রতিবাদ করা হয়। দেশের অর্থসম্পদ যেভাবে স্রোতের মত দেশের বাইরে চলে গিয়ে ব্রিটিশ বণিককুলের উদর-স্ফীতি করে, তার তীব্র সমালোচনা করেন দাদাভাই নৌরোজি ও রমেশচন্দ্র দত্ত। গরিব দেশবাসীদের শোষণ করে রাজ্যবিস্তার, যুদ্ধসজ্জা, আড়ম্বরবহুল শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি ঠাট বজায় রাখার জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করা হত তার সমালোচনা শিক্ষিত সমাজকে সচেতন করে তোলে ইংরেজের শোষণনীতির সম্বন্ধে। এই সবের মধ্য দিয়েই ইংরেজের প্রতি একটা বিরূপ ও বৈরী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে—শাসক ও শোষিত এই শ্রেণীগত বৈষম্য স্পষ্ট ও তীব্র হতে থাকে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভরতার ভাবটি জাগিয়ে তোলার জন্য শিক্ষিত বাঙালীরা আত্মনিয়োগ করলেন। তাই দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত বাঙালীদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে—ব্যাঙ্কব্যবসায়ের স্থাপনে এগিয়ে আসতে দেখি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পবাণিজ্য ও জমির উন্নয়নে জমিদারদের অর্থবিনিয়োগ করবার জন্য আহ্বান জানালেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের একতাবদ্ধ করা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার দিকটির উপর জোর দিলেন চন্দ্রনাথ বসু। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংনির্ভর হওয়ার উপায়টি তুলে ধরা হল।

এই স্বয়ংনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতার চেতনা বিকাশ লাভ করতে থাকে, যার ফলে অবশেষে ব্রিটিশ পণ্যবর্জন বা বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভোলানাথ চন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের প্রতি নৈতিক চাপ সৃষ্টি ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের পথ খুঁজে পেলেন।

শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভর হওয়ার পন্থাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য যন্ত্রশিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টাও দেখা গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি প্রমথনাথ বসু। ছেলেরা পুথিগতভাবে যা শিখবে তাই বৃত্তিমূলক কাজে প্রয়োগ-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সার্থক করে তোলার উপর তিনি জোর দিলেন। হিন্দুমেলার মত বহু শিল্পমেলা বা প্রদর্শনী স্বদেশীশিল্প প্রসারে সহায়তা করেছে।

স্বনির্ভর হওয়ার এই স্বাদেশিক চেতনা এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান প্রেরণা ও হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছিল।

৪. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবচেতনা

রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ইংরেজি শিক্ষারই পরোক্ষ ফল বলা যায়। এই সচেতনতা থেকেই সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচলন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার পক্ষ থেকে নানাবিধ সমস্যা, অভাবঅভিযোগ নিয়ে আন্দোলন ও জনমত গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সমাজসংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক অধিকার

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি শিক্ষিত বাঙালী যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং এটাই ছিল জনমত সংগঠনের সবচেয়ে বড় সহায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষার আন্দোলন এবং এই হাতিয়ারের সুনিপুণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ যে ভাবে রূপ নিতে থাকে তারই সার্থক পরিণতি দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের মধ্যে।

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩, ১৮৭৮, ১৮৮৯ ও ১৯০৪ সালে, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতাহরণ বা অধিকারসঙ্কোচের চেষ্টায় যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিবাদ জানায় এবং এর দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্রমশ বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার, নিষ্কর ভূমি রাখবার অধিকার, জুরি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের দাবি, আইনের চোখে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি, শাসনকার্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে এবং সিভিল সার্ভিসে যোগদানের অধিকার, শাসন-পরিষৎ বা আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করার দাবি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবি, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামী বাঙালীর চরিত্রটি ফুটে উঠতে থাকে। এই সব আন্দোলন শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না, ইংলণ্ডের দরবারেও প্রসারিত হয়। বিভিন্ন ধরনের সভা, সমিতি বা সঙ্ঘ বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের যে চেষ্টা করে চলেছিল তাই সংহত হয়ে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করে। এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের আরও অধিকার ও শাসনসংস্কারমূলক দাবির ঘোষণা প্রবলতর রূপ পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই আমরা দেখি শাসনসংস্কারের জন্য কংগ্রেসকে আবেদন-নিবেদনের পন্থা পরিত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য আত্মবিশ্বাস ও শক্তি অর্জন করতে বলা হয়। ভিক্ষার মাধ্যমে বাঁচবার অধিকার, সর্ববিধ মানবাধিকার, যে কখনই পাওয়া যাবে না শোষকগোষ্ঠীর কাছ থেকে, সে কথা দেশবাসীকে উপলব্ধি করতে বললেন বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা। দাবি আদায়ের জন্য চাই শক্তির প্রয়োগ, এই নূতন ভাবধারাও প্রবাহিত হতে থাকে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে।

বিদেশী শাসকদের ভেদনীতি সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যে অভিন্ন, সেইদিক থেকে উভয়ের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবার চেষ্টা হতে লাগল।

জাতীয় জীবন সংগঠনে যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হল। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়েই এর সূত্রপাত। এরপর আমরা দেখি বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের স্বাদেশিক চিন্তা প্রসূত বিপুল রচনাসম্ভার, যার প্রভাবে শিক্ষিত চিত্ত আন্দোলিত হচ্ছিল। বিদেশীবীর বিপ্লবীদের জীবনী ও রচনা পাঠ, সুরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাসঞ্চারী বক্তৃতা শিক্ষিত যুবকদের মন মাতৃভূমির দুর্দশামোচনে আকুল করে তোলে, আত্মত্যাগ ও কঠিন সাধনার ব্রত গ্রহণে উন্মুখ করে তোলে।

সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সহায়তায় আনন্দমোহন বসু ১৮৭৫ সালে যে ছাত্রসমিতির প্রতিষ্ঠা করেন তার মধ্য দিয়ে যুবসমাজের এই আশাআকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়।

রাজনৈতিক সভাসমিতিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে—বিভিন্ন অভাবঅভিযোগ, দাবিদাওয়া ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার চেষ্টা হয়। ১৯০১ সালে মেদিনীপুরের প্রাদেশিক সম্মেলনে এই প্রয়াস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম বাংলাকে মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার একমাত্র উপায় তার পুনর্গঠনে। এর উপর বিশেষ জোর দিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও কৃষ্ণকুমার মিত্র।

এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর বহুমুখী কর্ম ও চিন্তা নানা আকারে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তার অগ্নিগর্ভ রূপ ১৯০৫ সালের পর প্রবল ভাবে বিস্ফোরিত হয়। স্বদেশ-প্রেমের জলন্ত বহ্নি 'বন্দেমাতরম্‌' মহামন্ত্রে সমগ্র দেশের জনচিত্তকে দেশমাতৃকার মুক্তি-সাধনের পবিত্র কর্মে দীক্ষা দেয়। 'বন্দেমাতরম্‌'—এই বীজমন্ত্রের মধ্যেই গত শতাব্দীর বাঙালীর সাধনা, প্রাণের গভীর আকুতি বিশিষ্টরূপ লাভ করে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও বাংলা সাহিত্যজগৎ

দেবজ্যোতি দাশ

কুশলসন্ধানী গবেষকের অবদানকে মননশীল পাঠকের অধিগম্য ভাষায় উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে নানা বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় কোষগ্রন্থ রচনার প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফেলিক্স কেরির সময় থেকেই চলেছে। বাংলা কোষগ্রন্থ রচনার এই আন্দোলনে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ স্মরণীয় পুরুষ; দুর্ভাগ্যবশতঃ লঘু সাহিত্যের তুলনায় গবেষণা ও তথ্যমূলক সাহিত্যেই তাঁর অবদান অধিক হওয়ায় এবং আদর্শ কোষগ্রন্থ রচনায় তাঁর প্রয়াস অসমাপ্ত থেকে যাওয়ায় সাধারণ্যে তাঁর পরিচয় কম।

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ভাষাবিদ্ ও ভারততত্ত্ববিশারদ্ ছিলেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর ১ম খণ্ডে মুদ্রিত 'স্বস্তিবাচন'-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে 'ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উদয়চাঁদ ঘোষের পুত্র অমূল্যচরণ ১২৮৪ অথবা ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে উক্তিভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুশীলকুমার গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক সংকলিত 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' গ্রন্থে 'অমূল্যচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' শিরোনামায় তাঁর জন্মবর্ষ ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ (অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) নির্দেশিত হয়েছে, যদিও ঠিক তার মুখোমুখি পাতায় তাঁর আলোকচিত্রের নীচে জন্মের সাল ১২৮৬ বঙ্গাব্দ বলে লিখিত আছে। অমলেন্দু ঘোষের 'বাংলা কোষগ্রন্থের কথা' প্রবন্ধে (সাহিত্যের খবর, শ্রাবণ ১৩৬৮), শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা 'সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা'-এ (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৮) এবং মাসিক 'ভারতবর্ষ'-এর ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শোকসূচক 'পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রসঙ্গেও অমূল্যচরণের জন্মবৎসর ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখিত হয়েছে। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'শ্রীভারতী'তে ভূতপূর্ব প্রধান সম্পাদক অমূল্যচরণের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা 'অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রবন্ধেও ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিদিবনাথ রায় 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রসঙ্গে (ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, ১৩৭১) তাঁর জন্মবর্ষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ বলে লিখেছেন; 'প্রবাসী' মাসিকপত্রের ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রসঙ্গে লিখিত আছে: "......বয়স মৃত্যুকালে ৬১ বৎসর হইয়াছিল", অর্থাৎ সে হিসাবে জন্মের বৎসর ১২৮৬ বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত।

অমূল্যচরণ প্রথমে কলকাতার কেশব অ্যাকাডেমি ও পরে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ্-এ (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। এসময়েই ভাষাশিক্ষায় তাঁর উৎসাহ জাগে। তিনি সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, স্বগৃহে মৌলভীর কাছে উর্দু ও ফারসী শেখেন এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজের ভাষাবিদ্ এডওয়ার্ডের কাছে শিক্ষার ফলে গ্রীক ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কলেজীয় শিক্ষার পর অমূল্যচরণ বারাণসীতে কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতের

উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ক্রমে ইংরেজী, ইটালীয়, উর্দু, গ্রীক, জার্মান, পর্তুগীজ, পালি, প্রাকৃত, ফরাসী, ফারসী, লাতিন, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ২৬টি ভাষায় তাঁর বিলক্ষণ অধিকার জন্মায়।

কর্মজীবনে অধ্যাপনা, গবেষণা ও সাহিত্যরচনার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসারই তাঁর আজীবন ব্রত ছিল। বিভিন্ন ভাষা ছাড়া পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা, লিপিতত্ত্ব, বৈষ্ণবসাহিত্য, হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন ইত্যাদি নানা বিদ্যায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অধিকার ছিল। তিনি ডোভেটোন কলেজে লাতিন, মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন অর্থাৎ বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে (১৯০৫-৪০ খ্রী) পালি, বাংলা ও হিন্দী এবং জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে (১৯০৬-০৭ খ্রী) জার্মান, পালি, ফরাসী, বাংলা, হিন্দী, দর্শন, হিন্দু ও শিখযুগের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা করেন। বহু ভাষায় অধিকার থাকায় তাঁর পক্ষে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন নামে একটি ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয় এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ট্রান্‌স্লেটিং ব্যুরো নামে একটি অনুবাদ-সংস্থা স্থাপন করা সহজসাধ্য হয়েছিল। প্রথমোক্ত বিদ্যালয়টি ভারতে প্রথম পাশ্চাত্য ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয়; ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অমূল্যচরণ বিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ ছিলেন। ট্রান্‌স্লেটিং ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিদেশী ভাষার গ্রন্থ, পত্র ইত্যাদির অনুবাদ।

গবেষক হিসাবে অমূল্যচরণকে ত্রিপুরার রাজসরকার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন; ত্রিপুরার রাজ-ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি ৭ বছর গবেষণা করে ঐ রাজ্যের ইতিহাস রচনার উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ত্রিপুরার কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার করার পর ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২৮ পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভায় তিনি সে বিষয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন সেটি উপস্থিত গবেষক ও বিদ্বজ্জনের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

সাহিত্য ও ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যতম সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩১০-১৩ বঙ্গাব্দ), পত্রিকা-পরিচালন সমিতির সদস্য (১৩১৭), ছাত্রাধ্যক্ষ (১৩২৩), আরবী-ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর সম্বন্ধীয় শাখাসমিতির সদস্য (১৩২৪-২৫), রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য (১৩২৬), সহ-সম্পাদক (১৩২৬-২৯), রবীন্দ্রসম্বর্ধনা শাখাসমিতির আহ্বায়ক (১৩২৮), ইতিহাস শাখার সভাপতি (১৩২৯), সম্পাদক (১৩৩০-৩৪, ১৩৪২-৪৪) এবং সহকারী সভাপতি (১৩৪০-৪২) পদে বরণ করে প্রতিভার স্বীকৃতি দান করেন। অমূল্যচরণ যখন সহ-সম্পাদক ছিলেন তখনও পরিষৎ-কার্যালয়ের অধিকাংশ কাজ তাঁরই পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্পন্ন হত; তৎকালীন পরিষৎ-সম্পাদক প্রায় প্রত্যেক বৎসরের কার্যবিবরণে একথার উল্লেখ করে তাঁর অক্লান্ত সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বহু বছর ধরে পরিষদের প্রায় সকল মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন, অনুষ্ঠান এবং আলোচনা প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগ ও শ্রমের উপর নির্ভর করেছে। পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত বহু প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধার ও বিবরণ-রচনার কাজ বহুদিন তাঁরই সক্রিয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়; 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' গ্রন্থটির ৩য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) পরিষদের পক্ষে রামকমল সিংহ 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ

লিখেছেন: "এই সকল পুথির বিবরণে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ ছিল, মূল পুথির সহিত মিলাইয়া সেগুলি পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংশোধন ও সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে এক্ষণে পুথিশালার কার্যাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে।" প্রাচীন বাংলা পুথির তালিকা প্রণয়নের জন্য গঠিত প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য কোষ সমিতিরও অমূল্যচরণ অন্যতম সদস্য ছিলেন (১৩৩৫-৩৬)। পরিষদের উদ্যোগে প্রদত্ত গুরুদাস রৌপ্যপদক, হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক ও রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদকের জন্য যথাক্রমে ১৩৩০, ১৩৩৫ ও ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের প্রাপক নির্বাচনে অমূল্যচরণকেই পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তৎকালীন বহু গুরুত্বপূর্ণ সভা ও সমিতিতে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র বা অন্যতম প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক সমিতিতে তিনি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে ১৩২৮, ১৩৩০, ১৩৩১, ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৯ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য যে সকল সভায় তিনি পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তার মধ্যে আছে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১৫ পৌষ কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাষা সম্মিলন, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত পত্রিকা-সংস্কার বিষয়িণী সভা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে কলকাতায় আয়োজিত ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১২-১৫ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ২০শ বার্ষিক হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন। এছাড়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আয়োজিত রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি সমিতির কার্যকরী সমিতিরও তিনি সদস্য ছিলেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, অমূল্যচরণ তার ইতিহাস শাখার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ইতিহাস রচনাকে কলাভিমুখী বিজ্ঞানাভিমুখী ও দর্শনাভিমুখী, এই তিনটি প্রধান ধারার উপর নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করেন এবং এই ত্রিধারার আপেক্ষিক গুরুত্বের সমতাবিধানের মাধ্যমে সার্থক ইতিহাস আলোচনার পথনির্দেশ করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ৪খানি গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেন—কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা (১৩৩০), 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা (১৩৩৩) এবং দীনবন্ধুদাসের 'শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনামৃত' (১৩৩৬)। 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' গ্রন্থটির প্রারম্ভে 'সম্পাদকের বক্তব্য' শিরোনামায় অমূল্যচরণ পুথিটির রচয়িতা কৃষ্ণদাসের পরিচয়, মহাভারতকার কাশীরামদাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর নামান্তর 'কৃষ্ণকিঙ্কর', পুথিটি আবিষ্কারের ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে সুসংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। 'শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনামৃত' নামে পদাবলীসংগ্রহ গ্রন্থটির 'মুখবন্ধ' অংশে সম্পাদক অমূল্যচরণ পুথিটির পরিচয়, সংকলয়িতা দীনবন্ধুদাসের পরিচয়, পুথির খণ্ড ও পরিচ্ছেদগুলির বিবরণ, পুথির অন্তর্ভুক্ত পদগুলির রচয়িতাদের নাম ও প্রত্যেকের পদসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ৩য় খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা বইদুটির প্রত্যেকটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত ১০০টি প্রাচীন বাংলা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। ২য় সংখ্যাটির 'ভূমিকা'য় প্রাচীন পুথির সম্বন্ধে অমূল্যচরণের লিখিত আলোচনাটি সাবলীল অথচ সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ। আসিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন পুথিশালা, ভারতে

মঠ ও মন্দিরের সংলগ্ন পুথিশালা, বৌদ্ধ ও জৈন পুথি ও পুথিশালা, মুসলমান আমলের পুথি ও পুথিশালা, বাংলা দেশের পুথিশালা, পুথির লিখনপদ্ধতি ও লিখনসামগ্রী, পুথিতে ব্যবহৃত বানান ও লিখনশৈলী, প্রাচীন পুথির বিচার ইত্যাদি বিষয়ের সুষ্ঠু ও সুখপাঠ্য ব্যাখ্যান এই আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন এই পুথিগুলিকে অর্ধবিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লোকসমক্ষে পরিবেশনের জন্য অমূল্যচরণের উদ্যম ও শ্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

অমূল্যচরণের গবেষণা কেবল ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি জ্ঞানের গভীরতা ও যুক্তির স্বচ্ছতায় বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত গবেষণা-প্রবন্ধগুলি তাঁর রচিত এ ধরনের প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা), 'শ্রীশঙ্করাচার্য—আবির্ভাবকাল নিরূপণ' (১৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা), '১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ' (১৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা), '১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ' (১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা), 'গুপ্ত-বলভী-সংবৎ' (২২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা), 'বিষ্ণু' (২৮শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা), 'অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (৩২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা), 'সরস্বতীর বলি' (৩৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) এবং 'মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান' (৪৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা)। এছাড়া অন্যান্য লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত আলোচনা ও মন্তব্য ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নানা সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, যথা 'পাহাড়ি জাতির খাদ্যের উপকরণ' সম্বন্ধে আলোচনা (২৮শ বর্ষ ২য় সংখ্যা), 'পবনদূতের বিজয়পুর' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য (৩০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা), 'নাথধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব' বিষয়ে আলোচনা (৩১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা) এবং 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি' প্রবন্ধের আলোচনা (৩৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা)। পরিষদের বহু মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনে নানা বিষয়ে তিনি যে সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন বা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার নিম্নোক্ত বিবরণ থেকেও তাঁর গবেষণার বিষয়বৈচিত্র্য সুপরিস্ফুট হবে : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' (১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১০ শ্রাবণ), 'চীন পরিব্রাজকগণের বঙ্গবিবরণ' (১৩১৩, ২৫ কার্তিক), 'পাণিনি' (১৩১৩, ২৩ অগ্রহায়ণ), '১৩১৩ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ' (১৩১৪, ২১ বৈশাখ), 'জৈন ধর্ম্মের ইতিহাস' (১৩১৪, ৮ আষাঢ়), 'শঙ্করাচার্য' (ধারাবাহিক—১৩১৪, ৭ ও ২২ ভাদ্র এবং ১৩১৫, ২২ চৈত্র), '১৩১৪ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ' (১৩১৫, ২৭ বৈশাখ), '১৩১৫ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ' (১৩১৫, ২৬ চৈত্র), '১৩১৬ বঙ্গাব্দের বাংলা সাহিত্যের বিবরণ' (১৩১৭, ৮ জ্যৈষ্ঠ), 'ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব' (১৩১৭, ১৫ আশ্বিন), 'যুগবিচারে কল্যাব্দ' (১৩১৯, ৫ জ্যৈষ্ঠ), 'পতঞ্জলি' (১৩১৯, ৬ মাঘ), '১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ' (১৩২১, ৩১ শ্রাবণ), 'গুপ্ত-বলভী-সংবৎ' (১৩২২, ২৩ জ্যৈষ্ঠ) '১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ' (১৩২২, ২৩ শ্রাবণ), '১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ' (১৩২৩, ২৫ ভাদ্র), 'কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা' (১৩২৫, ২৮ পৌষ), 'ভারতের সংস্থান' (১৩২৫, ২৬ মাঘ), 'বিষ্ণু' (১৩২৮, ২৪ জ্যৈষ্ঠ), 'অগ্নি' (১৩২৯, ১১ চৈত্র), 'অগ্নি-মূর্তি' (১৩৩২, ২৭ অগ্রহায়ণ), 'অসুরজাতি' (১৩৩৩, ২৩ জ্যৈষ্ঠ), 'সরস্বতী' (ধারাবাহিক—১৩৩৩, ২৩ চৈত্র; ১৩৩৪, ২৭ ফাল্গুন এবং ১৩৩৫,

৪ চৈত্র), 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১৩৩৪, ৫ চৈত্র), 'ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী' (১৩৩৬, ৮ শ্রাবণ), 'লক্ষ্মী' (১৩৩৭, ২৮ ভাদ্র) ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের বিভিন্ন সভায় যে সব প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল তার মধ্যে আছে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ' (১৩৩৫, ৩ ভাদ্র), প্রিয়রঞ্জন সেনের 'কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি' (১৩৩৭, ১৯ পৌষ), অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' (১৩৩৮, ১৩ ভাদ্র), সুকুমার সেনের 'মালাধর বসু লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৩৩৮, ২৪ মাঘ), জনার্দন চক্রবর্তীর 'চণ্ডীদাসের রাধিকার মানভঞ্জন' (১৩৪০, ২৮ মাঘ), যোগেশচন্দ্র রায়ের 'চণ্ডীদাস' (১৩৪২, ৫ শ্রাবণ), যদুনাথ সরকারের 'বঙ্গে মুঘল-পাঠান' (১৩৪২, ১৪ শ্রাবণ) প্রভৃতি।

অমূল্যচরণেরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৩ আশ্বিনের সভায় ক্ষিতিমোহন সেন 'সাধনা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন। এছাড়া অমূল্যচরণের সভাপতিত্বে পরিষদে অনুষ্ঠিত হেমচন্দ্র ঘোষের শোকসভা (১৩৪০, ২৮ মাঘ), বিপিনচন্দ্র পালের চিত্রপ্রতিষ্ঠাসভা (১৩৪০, ২০ ফাল্গুন), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শোকসভা (১৩৪১, ১৬ আষাঢ়), দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর শোকসভা (১৩৪২, ২৫ ভাদ্র) এবং হৃষীকেশ লাহার শোকসভা (১৩৪২, ২৮ ভাদ্র) উল্লেখযোগ্য।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিলের অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে অমূল্যচরণকে ইতিহাসবিষয়ে ধারাবাহিকভাবে গবেষণাভিত্তিক ভাষণদানের জন্য নিয়োগ করেন; এই পর্যায়ে ঐ বছর ৫ ও ২৩ পৌষ তারিখে অনুষ্ঠিত দুইটি বিশেষ অধিবেশনে তিনি 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি' বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে দুইটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং এজন্য তাঁকে যে দক্ষিণা দেওয়া হয় সেই অর্থও তিনি পরিষদকেই দান করেন।

প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে একটি সংস্থা সংগঠিত হয়; প্রথম থেকেই অমূল্যচরণ সেই সংস্থার অন্যতম উদ্যোগী কর্মী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ঐ সংস্থার বাংলা মুখপত্র মাসিক 'শ্রীভারতী'র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা (১৩৪৫ ভাদ্র) থেকে ২য় বর্ষের ৮ম সংখ্যা (১৩৪৬ চৈত্র) পর্যন্ত সম্পাদনার ভার তাঁরই উপর অর্পিত ছিল। ঐ সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশিত 'আপিশলী শিক্ষা' বইটিও অমূল্যচরণের সম্পাদিত; বইটি 'শ্রীভারতী'র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা ও ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ক্রোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া অমূল্যচরণের পরিকল্পিত ও সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে কোষগ্রন্থটিও উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানের জগতে অমূল্যচরণ পরহিতচিন্তক ছিলেন। প্রতীচ্যের বহির্মুখী বিজ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ উন্মেষ ও ঐহিক কল্যাণে তার অবৈধ প্রয়োগ এবং প্রাচ্যের চিত্তকেন্দ্রিক দর্শন, ঐশ অন্তর্দৃষ্টি ও কুশল সাহিত্যকলা—এই উভয় মার্গের জ্ঞানাহরণ এবং শুধু তার পণ্ডিতগ্রাহ্য আলাপনেই সীমাবদ্ধ থাকা তাঁর বিবেকবিরুদ্ধ ছিল। যে শুদ্ধ জ্ঞানজগতের তিনি স্বয়ং অংশী ছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী

পাঠককেও তার অংশভাক্ করার ইচ্ছা তাঁর অন্তরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই আদর্শের অনুপ্রাণনায় দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তিনি এক বহুমুখী কোষগ্রন্থ রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং প্রকাশযোগ্য তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে 'বিশ্বকোষ'-এর সংকলয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে 'বিশ্বকোষ' ২য় সংস্করণের সংকলন ও সম্পাদনার ভার দেন। অমূল্যচরণের পরিচালনায় এবং তাঁর সহকারী অজিত ঘোষ, ত্রিদিবনাথ রায়, বিমানবিহারী মজুমদার ইত্যাদি উদ্যমী কর্মীদের শ্রমে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মাত্র ৪ মাসের মধ্যেই 'বিশ্বকোষ' ২য় সংস্করণের ১ম খণ্ডের কাজ বহুদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু অচিরেই নগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সম্ভবতঃ নীতিগত মতবৈষম্যের জন্য অমূল্যচরণ ঐ গ্রন্থ সংকলনের কাজ থেকে সরে আসেন। অমলেন্দু ঘোষ তাঁর 'বাংলা কোষগ্রন্থের কথা' (সাহিত্যের খবর, শ্রাবণ ১৩৬৮) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, অমূল্যচরণের পুত্র শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে 'বিশ্বকোষ' ২য় সংস্করণে বিভিন্ন প্রবন্ধের বহু লেখকের নামোল্লেখ করে স্বীকৃতিদান এবং শব্দাভিধানও 'বিশ্বকোষ'-এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ—অন্ততঃ এদুটি মৌলিক সংস্কারের কৃতিত্ব অমূল্যচরণের প্রাপ্য। যাই হোক, 'বিশ্বকোষ' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অমূল্যচরণ নিজের আদর্শানুগ একটি কোষগ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে এই কোষগ্রন্থের কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ৩২ পৃষ্ঠায় এক সংখ্যা এবং ২৪ সংখ্যায় অর্থাৎ ৭৬৮ পৃষ্ঠায় এক খণ্ড, এই হিসাবে মোট ২২ খণ্ডে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। অর্থনীতি, আয়ুর্বেদ, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, নৃবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্ব এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও ভারত সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলন করে এই কোষগ্রন্থে পরিবেশনের উদ্যোগ করা হয়। এ ছাড়া শব্দাভিধানও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অমূল্যচরণ প্রধান সম্পাদক, অজিত ঘোষ, ইন্দুভূষণ সেন, খগেন্দ্রনাথ সেন, চারুচন্দ্র মিত্র, ত্রিদিবনাথ রায়, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি সহকারী সম্পাদক এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সতীশচন্দ্র শীল প্রকাশক হন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের তথ্যপরীক্ষা ও সম্পাদনায় সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অর্থনীতি, আয়ুর্বিজ্ঞান, ইতিহাস, কৃষি, চিকিৎসা, দর্শন, বঙ্গসাহিত্য, বিজ্ঞান, বিভিন্ন সাহিত্য, ব্যবহারশাস্ত্র, রাজনীতি ও গভর্নমেণ্ট, শিল্প ও ললিতকলা, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় সংঘ (বোর্ড) গঠন করা হয়। কতকগুলি বিভাগীয় সংঘ প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, গিরীন্দ্রশেখর বসু, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন, পঞ্চানন নিয়োগী, বিমলাচরণ লাহা, বেণীমাধব বড়ুয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রাধাগোবিন্দ বসাক, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, সজনীকান্ত দাস, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিভিন্ন বিভাগীয় সংঘের নানা শাখার সম্পাদক পদভুক্ত হয়েছিলেন। এর ফলে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সর্বাধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যে সমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয়ে উঠেছিল।

'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর মাত্র দুটি খণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়—১ম খণ্ড (পৃষ্ঠা ১-৮৪৬; প্রসঙ্গ 'অ'-'অঙুলালমুত্র') এবং ২য় খণ্ড (পৃষ্ঠা ১-৭২৪; প্রসঙ্গ 'অণ্ডগজ'-'অপরোক্ষানুভূতি')। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'অঙুলালমুত্র' প্রসঙ্গটি ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 'অণ্ডভূত জাতক' প্রসঙ্গের পরে এবং 'অণ্ডবস্নকা' প্রসঙ্গের পূর্বে থাকা উচিত ছিল; ১ম খণ্ডের শেষে 'অঙুলালমুত্র' প্রসঙ্গটির অন্তর্ভুক্তি বর্ণানুক্রমিক প্রসঙ্গবিন্যাসে ত্রুটির পরিচয়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়; ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি বা শেষদিকে ১ম খণ্ডের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় ও ২য় খণ্ডের প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে 'পুস্তক-পরিচয়' শিরোনামায় ১ম খণ্ডের নমুনা সংখ্যা ও ১ম সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ দিয়ে লেখা হয়েছে: "আট বৎসরে ২১১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে"; পক্ষান্তরে 'শ্রীভারতী' পত্রিকার ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যথাক্রমে ২৪শ, ২৫শ ও ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং ১৩৪৫বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে 'পুস্তকপরিচয়' শিরোনামায় ১মখণ্ডের ২৩শ সংখ্যা ও ২য় খণ্ডের ১ম-৫ম সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ দান করে বলা হয়েছে: "প্রথম খণ্ড ৮৪৬ পৃষ্ঠা পরিমিত হইয়াছে"। অমলেন্দু ঘোষের 'বাংলাকোষগ্রন্থের কথা'(সাহিত্যের খবর, শ্রাবণ ১৩৬৮) প্রবন্ধে এবং সুশীলকুমার গুপ্ত-সম্পাদিত 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' গ্রন্থে ১ম খণ্ডের প্রকাশসাল ১৩৪১ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখিত হয়েছে; স্পষ্টতই বোঝা যায় যে ঐ বৎসর ১ম খণ্ডের প্রকাশের সূচনামাত্র হয়েছিল এবং ১মখণ্ডের সকল সংখ্যার প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত লেগেছিল। ২য় খণ্ডের প্রকাশসাল ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ হতে পারে বলে শেষোক্ত সূত্রদুটিতে নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'পুস্তকপরিচয়' প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডের 'অনুপলব্ধি' প্রবন্ধের কিয়দংশ থেকে 'অনুভব' প্রবন্ধের ৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ দেওয়া হয়েছে: "পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে" (বর্তমান প্রবন্ধলেখকের মতে, এখানে মুদ্রণপ্রমাদবশতঃ ১৫শ সংখ্যার স্থলে ১০ম সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল)। অতএব ২য় খণ্ডটির প্রকাশও ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ বা১৩৪৫ বঙ্গাব্দে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে অথবা ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে ২য় খণ্ডের প্রকাশ আরম্ভ হয় মাত্র। ২য় খণ্ড সম্পূর্ণ হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শেষদিকে বা তারওপরে, কারণ ঐবছর পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'র 'পুস্তক-পরিচয়' প্রসঙ্গে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে: "সম্প্রতি ইহার ২১শ সংখ্যা পাইয়াছি। তাহার শেষ শব্দ অন্ধকূপ হত্যা।" ৩য় খণ্ডের মাত্র প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল; এরপর পরিকল্পনাটির অকালমৃত্যু ঘটে।

পরিকল্পনার বিশালতা, চয়ন ও বিচারে ভ্রমবিরলতা, সংকলনে প্রাচীন তত্ত্ব ও আধুনিক তথ্যের সমীচীন সমন্বয় এবং বিশ্ববিদ্যা ও দেশিক ভাবধারার সমঞ্জস সমাহার 'বঙ্গীয় মহাকোষ'কে দিয়েছিল বিস্ময়কর ব্যাপকতা ও গভীরতা। একদিকে ছিল পুরাতত্ত্বনির্ভর আদি ইতিহাস এবং শাস্ত্রোক্তি-সমর্থিত পুরাতন প্রথার আলোচনা, অপরদিকে ছিল সংস্কারমুক্ত যুক্তিসাপেক্ষ বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ এবং আধুনিক নৃতত্ত্বভিত্তিক সমাজবিবরণ। সংখ্যা, আলোচনা ও আয়তনে বিজ্ঞানবিষয়ক ও ধর্ম-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলির ভারসাম্য পরিচালক অমূল্যচরণের নিরপেক্ষ প্রগতিশীলতার পরিচয় বহন করে।

রেখাচিত্র, নকশা, লিপির ব্লক, আলোকচিত্রের হাফটোন ব্লক প্রভৃতির অকৃপণ ব্যবহারে আলোচ্য বিষয়গুলি সহজবোধ্য হয়েছিল ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১ম খণ্ডে অমূল্যচরণের লিখিত 'অগ্নিষ্টোম' প্রবন্ধে 'যজ্ঞভূমি-পরিচয়' নামে প্রদত্ত যজ্ঞস্থলের নকশাটি উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনমত প্রাসঙ্গিক বিদেশী ও দেশীয় ভাষার গ্রন্থের তালিকাও প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত হত। বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলিতে বহু দুরূহ বিদেশী শব্দের সহজবোধ্য পরিভাষার সাবলীল প্রয়োগ বিশেষ প্রশংসার্হ। অমূল্যচরণের এই মহাকোষ-পরিকল্পনাকে নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকল্প বলা চলে। ১ম খণ্ডে মুদ্রিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'স্বস্তিবাচন'-এ এই প্রচেষ্টাকে ভূয়সী সাধুবাদ দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান 'ভারতকোষ'-পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রেই 'বঙ্গীয় মহাকোষ' পরিকল্পনাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে, যদিও ব্যাপকতা, গভীরতা, আয়তন ও পরিবেশিত তথ্যের মানের দিক দিয়ে পূর্বোক্ত পরিকল্পনাটি 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর তুলনায় বহুলাংশে দীন। বস্তুতঃ 'বিশ্বকোষ'-এর তুলনায়ও 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর তথ্যমান অনেক ক্ষেত্রেই উন্নততর ছিল।

'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর জন্য অমূল্যচরণ স্বয়ং যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারমধ্যে 'অ','অক্ষর', 'অগ্নি,' 'অগ্নিষ্টোম', 'অগ্নিহোত্র', 'অগ্রহার', 'অঙ্গ', 'অচ্ছুপ্তা', 'অচ্যুত', 'অচ্যুতা', 'অজ', 'অজএকপাৎ', 'অজাতশত্রু', 'অজাশীলাঙ্গনা','অজিন','অঞ্চিত', 'অঞ্জন', 'অট্টহাস', 'অণিমা', 'অণু', 'অণুব্রত', ও 'অণুহ' প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধ ১ম খণ্ডে এবং 'অতিকৃচ্ছ্র', 'অতিগ্রহ', 'অতিথিগ্ব', 'অতিথিসংবিভাগ', 'অতিদেশ', 'অতিরাত্র', 'অতুলকৃষ্ণ মিত্র','অত্রি', 'অথর্ব', 'অথর্ববেদ','অদিতি', 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়', 'অনশন', 'অনার্য', 'অনুব্যবসায়' ও 'অনুস্বার' প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধ ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'অক্ষর', 'অগ্নি', 'অগ্নিষ্টোম', 'অগ্নিহোত্র', 'অজাতশত্রু', 'অণু', 'অতিরাত্র', 'অত্রি', 'অথর্ব', 'অথর্ববেদ', 'অদিতি', 'অনশন' ও 'অনার্য', এই কয়টি বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ সুবোধ্য ভাষা, প্রামাণ্য তথ্য এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিকে 'অজাতশত্রু' প্রবন্ধে তিনি বায়ুপুরাণ, বুদ্ধচরিত, মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুসরণে অজাতশত্রু ও বিম্বিসারের বংশপরিচয় বিচার করেছেন ; অজাতশত্রুর মায়ের সম্বন্ধে জাতক, পালিপিটক, দুল্ব, বুদ্ধঘোষ প্রভৃতির মত আলোচনা করেছেন ; দীঘনিকায়, বিনয় পিটক, সুমঙ্গলবিলাসিনী, জৈন সূত্র প্রভৃতির পরস্পরবিরোধী উক্তি উল্লেখ করে তাঁর পিতৃহত্যার কাহিনী সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ; সুমঙ্গলবিলাসিনী, মহাপরিনিব্বানসুত্ত, সমন্তপাসাদিকা, ফা-হিয়ানের বর্ণনা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন ; দেবদত্ত ও জৈনধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এবং কাশী, কোশল ও বৈশালীতে তাঁর রাজ্যবিস্তার প্রভৃতিরও বিবরণ দিয়েছেন। অপরদিকে অমূল্যচরণের লিখিত 'অগ্নি' প্রবন্ধে অগ্নি-উৎপাদন সম্বন্ধে বৈদিক আখ্যান ও নানাদেশের পৌরাণিক কাহিনী, অগ্নি-উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি, ভারতীয় ও ইরানীয়দের অগ্নিদেবতা, অগ্নিপূজা, অগ্নিযাগ ও সোমযাগ, অমরটীকা যাস্ক শঙ্করাচার্য শতপথব্রাহ্মণ শাকপূণি প্রভৃতির মতানুসারে অগ্নির নিরুক্তি, অগ্নিত্রয় ও চতুরগ্নি, অগ্নির পাঁচটি নাম, বিভিন্ন পুরাণে অগ্নির রূপভেদ ও বর্ণনাভেদ, উপনিষৎ বেদান্ত ও মনুর

মতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বে অগ্নির স্থান, ঋগ্বেদের মণ্ডলগুলিতে অগ্নির উদ্দেশে উচ্চারিত সূক্তের স্থান ও গুরুত্ব, অগ্নি-উপাসক কুৎস ও দীর্ঘতমা ঋষি কর্তৃক অগ্নিকে প্রাধান্যদান, ঋগ্বেদে অগ্নি ও ইন্দ্রের নিকটসম্পর্ক, বিষ্ণুধর্মোত্তর, প্রপঞ্চসারতন্ত্র প্রভৃতিতে দিকপালরূপী অগ্নিমূর্তির পরিচয় এবং অযোধ্যা, এলোরা, বাদামী, মহীশূর, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত অগ্নিমূর্তির বর্ণনা, অগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রের উক্তি, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে অগ্নির প্রসঙ্গ ইত্যাদির বিশদ বিবরণ ও আলোচনা দেওয়া হয়েছে। আলোচনাগুলি প্রাসঙ্গিক প্রামাণ্য গ্রন্থের বক্তব্যের সার বা উদ্ধৃতির দ্বারা সমর্থিত এবং বিভিন্ন মতবাদের যুক্তিপূর্ণ বিচার ও সমাহারে সংপৃক্ত।

পত্রিকাসম্পাদনে অমূল্যচরণের ভূমিকা কেবল 'শ্রীভারতী'র সম্পাদনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার পূর্বেই তিনি 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্র সংগঠনের কাজে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহকারী ছিলেন এবং পরে কিছুদিন (১৩২০-২১ বঙ্গাব্দ) জলধর সেনের সঙ্গে ঐ মাসিকপত্রের যুগ্ম-সম্পাদকও ছিলেন। এছাড়া মাসিক 'বাণী' (১৩১১-১৭), মাসিক 'সংকল্প' (১৩২১), ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস্-এর ত্রৈমাসিক ইংরেজী মুখপত্র (১৩২১-২৩), সাপ্তাহিক 'মন্ত্রবাণী' (১৩২২), মাসিক 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক' (১৩২৮-৩৪), মাসিক 'কায়স্থপত্রিকা' (১৩২৬, ১৩৩৪-৩৫), মাসিক 'পঞ্চপুষ্প' (১৩৩৬-৪০) প্রভৃতি সাময়িকপত্রেরও তিনি সম্পাদনা করেন। 'বাণী' পত্রিকায় তাঁর সম্পাদনার সময়ে সেখানে সাহিত্যরসিকদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে; এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় ও মোহিতলাল মজুমদার, প্রবন্ধসাহিত্যিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি। নব্য লেখকদের অনেকের সাহিত্যপ্রতিভার স্ফুরণে অমূল্যচরণের অল্পাধিক ভূমিকা ছিল।

উপরে আলোচিত গ্রন্থগুলি ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রাচীন গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেন তার মধ্যে আছে 'জৈনজাতক', 'ভক্তমাল', যদুনন্দনদাস-অনূদিত লীলাশুকের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্'(১৩১৯ বঙ্গাব্দ, চারুচন্দ্র মিত্রের সহিত সম্পাদিত), 'বিদ্যাপতি'-২য় সংস্করণ (১ম ও ২য় খণ্ড: ১৩৪১ ও ১৩৪৮, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত সম্পাদিত) এবং সৈয়দ গোলাম হোসেনের 'Sheir Mutakserin' (vol. I)। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 'আধুনিক বাংলা রচনা', 'প্রবন্ধ-কৌমুদী', 'ব্যাকরণ-প্রবেশিকা', 'সাহিত্যবোধ', 'সাহিত্য-মঞ্জরী' ও 'সাহিত্যসঞ্চয়ন' উল্লেখ্য। তার লেখা অন্যান্য সুখপাঠ্য গ্রন্থ: 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ' (১৩২৯), 'সরস্বতী'-১ম খণ্ড (১৩৪০), 'মহাভারতের কথা' (১৩৪৭), 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৩৬৯), 'লক্ষ্মী ও গণেশ' (১৩৭০) এবং তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধের সংগ্রহ 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' (১৩৭২)। এর মধ্যে 'সরস্বতী' গ্রন্থটি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, মূর্তিতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রাসঙ্গিক বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত দুষ্প্রাপ্য তথ্যে পূর্ণ, পুরাণ, বেদ, উপনিষৎ, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রাদি থেকে মূল্যবান উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ এবং লেখকের গবেষণা ও জ্ঞানের ব্যাপকতায় সার্থক। নদীরূপা সরস্বতী, অথর্ববেদের সরস্বতীব্রত, সারস্বত সত্র, সোমক্রয়ে সরস্বতী, সরস্বতীর বন্দনা, মন্ত্র ও পূজা, সরস্বতীর বলি, পদ্মাসীনা, মেঘবাহনা, সিংহবাহনা, হংসবাহনা প্রভৃতি মূর্তিতে ও নানা ভঙ্গিতে সরস্বতী, তন্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র ও জৈনধর্মে সরস্বতী, ভারতের বাইরে জাপান, জাভা ও তিব্বতে

সরস্বতী প্রভৃতি বহু বিষয়ে মনোজ্ঞ তথ্যনির্ভর আলোচনা এবং তত্ত্বকথা গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পর্যায়ে এনেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই বহু-প্রশংসিত গ্রন্থটির ভূমিকায় অমূল্যচরণের উক্তি থেকে তাঁর অতুলনীয় বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়: "এই গ্রন্থ-সংকলনে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। নানা গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে"।

ভাষাবিদ্ হিসাবে অনুবাদসাহিত্যে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁর অনূদিত 'অশ্বঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ' 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় ১৩৩৯-৪০ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *পর্তুগীজ লেখক পিয়ের দ্যু জারিক-এর লিখিত* 'Histoire des Indes Orientales' গ্রন্থের ২৯শ, ৩০শ, ৩২শ ও ৩৩শ অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ এবং সমদেশীয় লেখক নিকালাও পিমেণ্টা-র লিখিত 'Relatio Historica De Rebus In India Orientali' পুস্তকের একাংশও অমূল্যচরণ অনুবাদ করেন এবং এগুলি মূল রচনার প্রাসঙ্গিক অংশসহ নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত হয়।

বিভিন্ন সমকালীন সাময়িকপত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা হল: 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্রাবিড় জাতি' (১৩২৮ কার্তিক), 'চেরোজাতি' (১৩২৮ পৌষ), 'বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়' (১৩২৮ মাঘ), 'নাথপন্থ' (১৩২৮ ফাল্গুন-চৈত্র), 'রামায়ণ-মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ : আলোচনা' (১৩২৮ চৈত্র), 'যোগি-জাতি' (১৩২৯ চৈত্র), 'কেবট-জাতি' (১৩৩১ পৌষ), 'আদি নাট্যশাস্ত্র' (১৩৩৬ বৈশাখ), 'ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা' (১৩৩৬ আষাঢ়), 'ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা' (১৩৩৬ আশ্বিন), 'গণেশ' (১৩৩৬ কার্তিক), 'মূর্তিতত্ত্বে গণেশ' (১৩৩৬ পৌষ), 'শঙ্করের অধ্যাস' (১৩৩৬ ফাল্গুন), 'কৈলাস' (১৩৩৬ চৈত্র), 'লক্ষ্মী' (১৩৩৭ অগ্রহায়ণ ও চৈত্র), 'বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র' (১৩৩০পৌষ); 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'জাতি-বিজ্ঞান' (১৩২৮-৩১), 'লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন' (১৩৩২ ফাল্গুন), 'বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা' (১৩৪৪ আষাঢ়); 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বাঙ্‌লার প্রথম: প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ' (১৩২৯ অগ্রহায়ণ), 'বাঙ্‌লার প্রথম: প্রথম বাঙ্‌লা অভিধান' (১৩২৯ পৌষ); 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সরস্বতী' (১৩৩৫ বৈশাখ-আষাঢ় ও মাঘ), 'দুর্গা', (১৩৩৫ কার্তিক-পৌষ), 'জৈন দেবী সরস্বতী' (১৩৩৫ ফাল্গুন ও চৈত্র), 'সরস্বতী-প্রসঙ্গ' (১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ), 'উপাধিতে সরস্বতী' (১৩৩৬ আষাঢ়); 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতীয় অব্দরীতি: মুখবন্ধ' (১৩২৯ কার্তিক), 'ভারতীয় অব্দরীতি: সপ্তর্ষি সংবৎ' (১৩২৯ মাঘ), 'প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-সমিতি' (১৩২৯ ফাল্গুন); 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শঙ্কর-দর্শন' (১৩২৪ শ্রাবণ ও ভাদ্র), 'বৈষ্ণব-দর্শন' (১৩২৫ চৈত্র-১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ), 'বিষ্ণু-তত্ত্ব' (১৩২৬ পৌষ); 'শ্রীভারতী' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি' (১৩৪৫ ভাদ্র), 'দেবী দুর্গা'(১৩৪৫ আশ্বিন-১৩৪৬ অগ্রহায়ণ), 'হোলী' (১৩৪৫ চৈত্র), 'গণেশ' (১৩৪৫ চৈত্র-১৩৪৭ শ্রাবণ ?), 'বৈশাখ' (১৩৪৬ বৈশাখ), 'রাধাতত্ত্ব' (১৩৪৬ আশ্বিন), 'দেবী সরস্বতী' (১৩৪৬ মাঘ); 'সুবর্ণবণিক সমাচার' পত্রিকায়

প্রকাশিত 'নৃত্য' (১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ), 'জাতি-বিজ্ঞান' (১৩৩৫ পৌষ), 'ভাগবত-ধর্ম' (১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ) ; 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিক্রম সংবতের উৎপত্তি' (১৩১৮ মাঘ), 'নূতন খাতা' (১৩১৯ ফাল্গুন), 'আর্য্যজাতির আদিম নিবাস' (১৩২০ আশ্বিন)।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে অমূল্যচরণ মূল সভাপতির পদে বৃত হন।

বহুদিন অত্যধিক পরিশ্রমে অমূল্যচরণের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং সম্ভবতঃ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ ঘাটশিলায় তিনি হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতারিখ সম্বন্ধেও কিছু পরস্পর-বিরোধী উক্তি দেখা যায়। অমলেন্দু ঘোষের 'বাংলা কোষগ্রন্থের কথা' (সাহিত্যের খবর, শ্রাবণ ১৩৬৮) প্রবন্ধে এবং সুশীলকুমার গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অমূল্যচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত'-এর শেষ পংক্তিতে অমূল্যচরণের মৃত্যুতারিখ ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল (অর্থাৎ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৮ চৈত্র) বলে উল্লেখ করা হয়েছে,কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত অমূল্যচরণের আলোকচিত্রের নীচে, ত্রিদিবনাথ রায়ের 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' (ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, ১৩৭১) প্রবন্ধে এবং 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শোকসংবাদসূচক 'পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রবন্ধে মৃত্যুতারিখ দেওয়া হয়েছে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় 'আমাদের কথা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "...'শ্রীভারতী' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন" ; ঐ সংখ্যায় 'অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রসঙ্গেও ঐ একই মৃত্যুতারিখ—২৩ এপ্রিল (অর্থাৎ ১০ বৈশাখ) লিখিত হয়েছে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৮ বৈশাখ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে অমূল্যচরণের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর অবদান ও পরিষদের সেবায় তাঁর আন্তরিক উদ্যমের আলোচনা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশঃ বাংলার লোকচিত্তে গম্ভীর সাহিত্যের আকর্ষণ সংকুচিত হয়ে আসে, ফলে তাঁর সত্যকার মূল্যায়ন বহুকালের জন্য ব্যাহত হয়।

দ্রষ্টব্য গ্রন্থ: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৩১১-৪৭ ; বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন: ত্রয়োদশ অধিবেশন: মেদিনীপুর: কার্যবিবরণী, ১৩২৯ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিষৎ পরিচয়', কলিকাতা, ১৩৪৬ ; 'অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ', শ্রীভারতী, বৈশাখ ১৩৪৭ ; 'পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ', ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ ; 'বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ ; 'পুস্তকপরিচয়', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪১, চৈত্র ১৩৪৫, আশ্বিন ১৩৪৭, পৌষ ১৩৪৮ ; শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, 'সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা', মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৮ ; অমলেন্দু ঘোষ, 'বাংলা কোষগ্রন্থের কথা', সাহিত্যের খবর, শ্রাবণ ১৩৬৮ ; ত্রিদিবনাথ রায়, 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ', ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, ১৩৭১ ; অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা', সুশীলকুমার গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক সংকলিত, কলিকাতা, ১৩৭২।

রাসনৃত্যানুষ্ঠান

কৃষ্ণকথার মধ্যে যে ক'টি কৃষ্ণকীর্তি বা লীলা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তার মধ্যে রাসলীলাটিই প্রধান। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ জুড়ে শ্রীকৃষ্ণকথা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে নব্বইটি অধ্যায় আছে। এই নব্বই অধ্যায়ের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত। উনত্রিংশ অধ্যায় থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় জুড়ে এই বর্ণনাটি রাস-পঞ্চাধ্যায় নামে খ্যাত।

শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এই দুটি পুরাণেও একই ভাষায় রাস-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই রাসলীলাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কৃষ্ণলীলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছেন।

রাস-কাহিনী ভাগবতে যেমন বিষ্ণুপুরাণেও তেমনি, সুতরাং ব্রহ্মপুরাণেও একই কাহিনী। সংক্ষেপে তা এই যে শারদীয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে কৃষ্ণের সন্ধানে গোপীরা এল। কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। এই ক্রীড়াতে সম্মানিতা হয়ে গোপীরা মানিনী হল। তাদের মান হরণের জন্য 'বনিতাশতযূথপতি' ভগবান সেই স্থানে অন্তর্হিত হলেন। গোপীরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হল। কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে তারা বিলাপ করল। তখন কৃষ্ণ আবার এলেন। এবার শুরু হল রাসনৃত্য। প্রতি দুজন গোপীর মাঝখানে তিনি দাঁড়ালেন। বাজনা বাজল, পুষ্পবৃষ্টি হল, গন্ধর্বরা গান শুরু করলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে যে সব গোপীরা নাচছে তাদের পায়ের নূপুরের কিঙ্কিনীতে চারিদিক ভরে উঠল। ওরা পাদন্যাস, হাতের ভঙ্গি, ভ্রূ-বিলাস, অঙ্গ-সঞ্চালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শোভা পেল। তারপর শ্রান্ত গোপীদের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া করে তিনি বিদায় নিলেন।

এই রাসক্রীড়ার মধ্যে আর একটু কথা আছে—যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন, সে সময় অন্তর্হিত কৃষ্ণকে খুঁজতে গিয়ে গোপীরা অপর এক গোপীর পদচিহ্ন কৃষ্ণপদচিহ্নের সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন। অবশ্য একেও কৃষ্ণ পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবরা এই সৌভাগ্যবতী গোপীকে রাধিকা বলেছেন।

অবশ্য এসব তত্ত্ব আমরা এখানে দেখতে ও আলোচনা করতে চাই না। আমরা রাসের এই কেন্দ্রবিন্দু নৃত্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই রাসনৃত্যের সময়ে প্রতি দুই গোপীর মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ নাচলেন, বাদ্য ও সঙ্গীত সহযোগে আশ্চর্য পাদন্যাস, ভুজকম্পন, ভ্রূভঙ্গি, বঙ্কিম কটির উল্লাসের মধ্যে দিয়ে একটি বিশিষ্ট নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হল। নৃত্যানুষ্ঠানের আগে বা পরে গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের ব্যবহারই তত্ত্বরসিকদের গবেষণার বস্তু। আমরা মাঝখানের এই নৃত্যানুষ্ঠানের কথাই কেবল আলোচনা করব।

একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে কৃষ্ণলীলার বহুল প্রচারিত অংশটি অর্থাৎ গোপীজন পরিবৃত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অংশটি পুরাণে বা ধর্মশাস্ত্রে আলোচিত হবার আগেই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। পুরাণগুলির রচনাকাল আমাদের জানা নেই। যে সব পুরাণে কৃষ্ণ-কথা আছে সেগুলি হচ্ছে কূর্ম, মৎস্য, বায়ু, পদ্ম, বামন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভাগবত, বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশ। হরিবংশ পুরাণ নয়; কিন্তু পুরাণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে একসঙ্গে আলোচনায় দোষ নেই। এদের মধ্যে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু পুরাণে কৃষ্ণ-কথা হুবহু এক। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এত বেশি গোঁজামিল যে ওটি পণ্ডিতেরা আলোচনার বাইরেই রেখে থাকেন। ভাগবত, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম পুরাণে যে রাসের কথা আছে তা প্রায় একই রকম, কেবল এদের কাল সম্পর্কে উইলসন সাহেব (Horace Hayman Wilson) অনুমান করেন যে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু যথাক্রমে ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ ও দশম শতাব্দীতে, ভাগবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত। হরিবংশের কাল উল্লেখ করেননি; তবে বিষ্ণু পুরাণের পরবর্তী, এই তাঁর মত।

আবার বহু পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ভাগবত আনুমানিক নবম শতাব্দীতে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় পাচ্ছি হরিবংশ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে রচিত। বিষ্ণু পুরাণকে কেউ কেউ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীরও রচিত বলছেন। এমনি ভাবে নানা জন নানা কাল নিরূপণ করে কেবল তর্ক বাড়িয়েছেন। এর থেকে বুঝতে পারি কালনিরূপণ প্রচেষ্টাই অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। পুরাণের কাল সর্বদাই বহু-বিতর্কিত।

কিন্তু যেখানে কালের স্পষ্ট প্রমাণ আছে তার দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাব যে পুরাণে নয় সাহিত্যেই প্রথম কৃষ্ণ-রাধিকার বিশেষ করে 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণের নৃত্যানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। তার প্রমাণ সাতবাহন বংশের রাজা হালের সংকলিত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত সাতশো গাথার সংকলন 'গাথা সত্তসঈ' বা 'গাথা সপ্তশতী' এবং ভাসের 'বালচরিত' নাটক।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী আভীর বা 'গোপ' জাতির মধ্যে লোকপ্রচলিত প্রেমকাহিনীরূপে প্রচলিত ছিল। ময়মনসিংহগীতিকার মধ্যে যেমন লোকগাথারূপে মহুয়া এবং মলুয়ার প্রেমের কাহিনী প্রচলিত ছিল, লোকসমাজে প্রচলিত পারস্য-কাহিনীতে যেমন ইউসুফ-জোলেখার গল্প পাই, লায়লা-মজনুর কাহিনীও যেমন জনপ্রিয় লোকপরিচিত কাহিনী, তেমনি আভীর যুবক ও যুবতীর প্রেমের কাহিনীও জনপ্রিয় কাহিনীতে রূপ পায়, পরে তা সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে গড়ে ওঠে, আরও পরে তা ভক্তিবাদের প্রভাবে ধর্মের উদাহরণের স্থান লাভ করে। এই সমস্ত আভীর যুবকযুবতীদের মধ্যে বোধ হয় এ কাহিনী লোকগীতিরূপে প্রচলিত ছিল। এ সবই অনুমান। পণ্ডিতদের এ অনুমানের স্বপক্ষে যে বক্তব্য আছে তা এই: ধর্মশাস্ত্রে বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রেম-সূত্রে এ সব কাহিনী গড়ে উঠলে মহাভারত ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা বেশি পরিণত গ্রন্থে তা উল্লেখিত হত। যেখানে এ সব উল্লেখ আছে সেখানে দেখা গেছে যে তা প্রক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দাকালে কৃষ্ণের সমস্ত কার্যের নিন্দা করতে গিয়ে

গোপীদের সঙ্গে এই বিহারের কথা উল্লেখমাত্র করলেন না—এর থেকেই বুঝতে পারি বেদোক্ত কৃষ্ণ, *বাসুদেব কৃষ্ণ, গীতাকার কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের প্রেমকাহিনীর নায়ক কৃষ্ণ এদের স্বতন্ত্র সত্তা* ছিল, পরে একটি আদর্শায়িত সত্তায় নানা ঘটনার টানাপোড়েনে উক্ত সত্তাগুলি আরোপিত হয়ে পৃথক গুণযুক্তশৃঙ্গার-মিশ্র ভক্তিরসের আলম্বনস্বরূপ একটি ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছিল।

সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে প্রেমকাহিনীর স্থান, কিন্তু রাস-কাহিনীর মূল প্রেরণা নৃত্যানুষ্ঠান। এই নৃত্যানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গোপনে শারদজ্যোৎস্নারজনীতে গোপীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ভাগবতে প্রতি দুজনের মাঝখানে কৃষ্ণের অবস্থিতি, পাদন্যাস, ভুজকম্পন, ভ্রূ-বিলাস এবং বঙ্কিম কটিভঙ্গ, নৃত্যকালে পরিশ্রম, স্বেদ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু নৃত্যবর্ণনা বিশেষ নেই। বিষ্ণু পুরাণে আছে:

তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাস গোষ্ঠিভিরুদার চরিতো হরিঃ॥ ৫।১৩।৪৭
রাসমণ্ডল বন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঝতা
গোপীজনেন নৈবাভূদেক স্থানস্থিরাত্মনা॥ ৪৮
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্
চকার তৎকরস্পর্শ নিমীলিতদৃশং হরিঃ॥ ৪৯
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ।
অনুযাত শরৎকাব্যগেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥৫০

তখন সেই প্রসন্নচিত্ত গোপীদের সঙ্গে উদারচরিত হরি সাদরে রাসগোষ্ঠী তৈরি করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন কোন গোপীই পাশ ছেড়ে না গিয়ে কৃষ্ণের কাছেই স্থির হয়ে থাকাতে রাসের মণ্ডলবন্ধ তৈরি হল না। তাই হরি করস্পর্শে নিমীলাতাক্ষি একটি গোপীকে হাত দিয়ে ধরে রাসমণ্ডলী তৈরি করলেন। অতঃপর রাসনৃত্য শুরু হল, গোপীদের চঞ্চল বলয়-শব্দ শোনা গেল, ওরা অনুক্রমে শরৎকাব্য গাইতে লাগল।

এ বর্ণনাতেও নাচ যে এক মণ্ডলীবদ্ধ নৃত্য তা বুঝতে পারছি। প্রথমে সাহিত্যে নৃত্যের বর্ণনা পাই সাতবাহন রাজ হাল-সংকলিত গাথাসপ্তশতীতে। সেখানে রাস-জাতীয় সমবেত নৃত্যে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখিত আছে। একটি গাথায় আছে:

ণচ্চণ-সলাহণ-ণিহেণ পাস-পরিসংঠিআ ণিউণ-গোপী।
সরিস-গোবিআণং চুম্বই কবোল-পডিমা-গঅং-কণ্হং॥

[ওবরস্স] ২।১৪

নৃত্যশ্লাঘাচ্ছলে পাশে দাঁড়ানো এক নিপুণ গোপী তার সদৃশী গোপিকাদের কপোলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণপ্রতিমাকে চুম্বন করছে।

কৃষ্ণপ্রতিমার প্রতিবিম্বকে চুম্বন করছে যে গোপী আসলে নিপুণা, সে নাচ সম্বন্ধে গর্বিতা,

পাশে অন্য গোপীদের উপস্থিতি এতে বহু গোপীসমক্ষে কৃষ্ণের উপস্থিতিতে নাচের কথা রাস-জাতীয় নৃত্যের কথাই স্মরণ করায়।

নৃত্যবর্ণনা ভাসের 'বালচরিত' নাটকে রয়েছে। ভাস নিজেও সংস্কৃত সাহিত্যের এক সমস্যা। ভাসের নাটকগুলি, 'ভাস-নাটক-চক্রম্' বলে যার প্রসিদ্ধি, তা আদৌ ভাসের কিনা এবং ভাস কোন কালের তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। আমাদের সে সবের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা মোটামুটি কালিদাস-পূর্ববর্তী বলে এবং এগুলি ভাসের নাটক বলে স্বীকার করে এটুকু মেনে নিচ্ছি যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ভাসের আবির্ভাব।

'বালচরিত' নাটকে কৃষ্ণের বালক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে দেখি এক বৃদ্ধ গোপালক তার ভাগনে দামক নামে এক গোপ যুবকের কাছ থেকে জানতে পারছে যে এখানে হল্লীষক নৃত্যানুষ্ঠান হবে।

দামক—'অজ্জ ভট্টি দামোদলো ইমস্‌ষিং বৃন্দাবণে গোবকন্নআহি ষহ হল্লীষঅং ণাম পকীলিতুং আঅচ্ছদি।'

বৃদ্ধ—'তেণ হি ষব্বেহি গোবজনেহি ষহ ভট্টি দামোদলষ্‌ষ হল্লীষঅং পেক্খম্হ।'

দামক—আজ ভর্ত্তা দামোদর এই বৃন্দাবনে গোপকন্যাদের সঙ্গে হল্লীষক ক্রীড়া করতে আসছেন।

বৃদ্ধ—তাহলে সব গোপীদের সঙ্গে ভর্ত্তা দামোদরের হল্লীষক দেখব।

বৃদ্ধ পরে সব গোপীদের ডাকলেন। দামোদর ও সঙ্কর্ষণ প্রবেশ করলেন। তখন গোপদারকা এসেছে জেনে কৃষ্ণ বললেন:

দামোদর—'ঘোষ সুন্দরি! বনমালে! চন্দ্ররেখে! মৃগাক্ষি! ঘোষ বাসস্যানুরূপোঽয়ং হল্লীষক নৃত্তবন্ধ উপযুজ্যতাম্।'

সর্বাঃ—'জং ভট্টা আণবেদি'

সঙ্কর্ষণ—'দামক! মেঘনাদ! বাজ্জস্তামাতোজ্জাণি'

উভৌ—'ভট্টা! তহ'

বৃদ্ধ গোপালক—'ভট্টা! তুম্হে হল্লীসঅং পকীলন্তি। অহং এত্থং কিং করোমি।'

দামোদর—'প্রেক্ষকো ভবান নন্থ'

বৃদ্ধ—'ভট্টা! তহ'

[সর্বে নৃত্যন্তি]

বৃদ্ধ—'হী হী সুঠ্‌ঠু ইদং! সুঠ্‌ঠু বাইদং। সুঠ্‌ঠু ণচ্চিদং! জাব অহং বি ণচ্চেমি।' পরিস্‌সন্তো খু অহং।

দামোদর—ঘোষ সুন্দরি! বনমালা! চন্দ্ররেখা! মৃগাক্ষি! ঘোষসমাজের মতো হল্লীষক নৃত্য শুরু করা যাক।

সবাই—ভর্ত্তা যা বলবেন।

সঙ্কর্ষণ—দামক ! মেঘনাদ বাজনা শুরু কর।

উভয়ে—ভর্ত্তা, তাই হবে।

বৃদ্ধ—ভর্ত্তা, তোমরা হল্লীষক ক্রীড়া কর—আমি এখানে কি করব ?

দামোদর—আপনি দর্শক হন।

বৃদ্ধ—ভর্ত্তা তাই হবে।

[সবাই নাচছে]

বৃদ্ধ—হী হী সুষ্ঠু গান হচ্ছে—সুষ্ঠু বাজনা হচ্ছে—সুষ্ঠু নাচ হচ্ছে। আমিও একটু নাচি। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

এখানে যে নৃত্যের কথা আছে তার নাম হল্লীষক—Monier Williams-এর অভিধানে নৃত্যবিশেষ বলে অভিহিত। V. S. Apte-র অভিধানে Dancing in a ring বলে আখ্যাত। জীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলছেন :

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ
যত্রৈকো নৃত্যতি নট্ স্তদবৈ হল্লীষকং বিদুঃ ॥
তদেবেদং তালবন্ধ গতি ভেদেন ভূয়সা।
রসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি ॥

মণ্ডলাকারে নাচছেন এরকম বহুনর্তকীর মধ্যে যদি একটি নট নৃত্য করেন তাহলে তাকে হল্লীযক বলে।

এই হল্লীষক নৃত্য যদি বহু তালবন্ধ এবং বহু গতিসমন্বিত হয় তবে তাকে রাস বলে—কোথাও এই নৃত্য আর নেই—মর্ত্যে দূরের কথা।

হরিবংশেও 'হল্লীষক' নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। মণ্ডলাকারে নৃত্যই এই নৃত্যের বিশেষত্ব। রাসও মণ্ডলাকার নৃত্য বলে আখ্যাত। হরিবংশে রাসবর্ণনার সময়ে হল্লীষক নৃত্যের কথাই বলা হয়েছে বারবার।

গোষ্ঠিবদ্ধ নৃত্য সম্পর্কে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ পাই। ভরতমুনিকে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে ধরে নিয়েছেন পণ্ডিতেরা। ইনি ভাস-কালিদাসের পূর্ববর্তী আবার অন্যদিকে গণেশ, যাঁর পূজা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের আগে প্রচারিত হয় নি, তার নামোল্লেখ নেই বলে ভরতকে দ্বিতীয় শতকের পূর্ববর্তী ধরা হয়েছে।*

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নানা রকমের নৃত্যভঙ্গির মধ্যে পিণ্ডীবন্ধ নামে একপ্রকার নাচের উল্লেখ আছে। 'ভাবপ্রকাশন' নামে পরবর্তীকালের একটি অভিনয়শাস্ত্রের লেখক শারদাতনয় লিখেছেন :

ষোড়শদ্বাদশাষ্টৌ বা যস্মিন্ নৃত্যন্তি নায়িকাঃ
পিণ্ডীবন্ধাদি বিন্যাসৈঃ রাসকং তদুদাহৃতম্ ॥

ষোল, বারো বা আটটি নায়িকা পিণ্ডীবন্ধ বিন্যাসে নাচছে—এতে রাসের উদাহরণ পাওয়া গেল।

*The NATYASASTRA—Bharat Muni, Tr. into Eng. by M. M. Ghose, Bibliotheca Indica : work no. 72, Asiatic Society, Calcutta.

গোষ্ঠিবদ্ধ নৃত্যের কথাই 'পিণ্ডীবন্ধ' শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেবতার নামে বিভিন্ন পিণ্ডীবন্ধ নৃত্যের প্রচলন ছিল। [দ্রঃ IV, 257-263, নাট্যশাস্ত্র]। পিণ্ডী চার রকমের বলা হয়েছে : পিণ্ডী, শৃঙ্খলিকা, লতাবন্ধ, ভেদ্যক [IV, 291]। ভাবপ্রকাশনে বলা হয়েছে :

অপরৈনৃত্ত ভেদাস্ত গুল্ম-শৃঙ্খলিকা লতাঃ।
ভেদ্যকশ্চেতি চত্বারঃ কথ্যন্তেঽত্র মনীষিভি :॥
গুল্ম সম্ভূয় যন্নৃত্যং শৃঙ্খলাঽন্যোন্ত বন্ধনী।
পরস্পরাঙ্গ বেষ্টেন যন্ন ত্যং সা লতা মতা॥
একৈকস্ত বহিঃ সন্ধন্নৃত্তং যৎ স চ ভেদ্যকঃ।
পিণ্ডীবন্ধশ্চ গুল্মশ্চ পর্যায়াবিতি কেচন॥

গুল্ম হচ্ছে সাধারণ যৌথনৃত্য, শৃঙ্খলা হচ্ছে যে যৌথনৃত্যে সখিরা হাত ধরাধরি করে থাকে, প্রতি অঙ্গ বেষ্টন করে যে নৃত্য তাকে লতা—এক একজন গোষ্ঠী থেকে বাইরে যাচ্ছে এই ধরনের নৃত্যকে ভেদ্যক বলা হচ্ছে। এতেও বোঝা যাচ্ছে যে পিণ্ডীবন্ধ এক ধরনের গোষ্ঠীনৃত্য। ভরতের বর্ণনা থেকে এ বর্ণনায় একটু পার্থক্য থাকলেও আমাদের উদ্দেশ্য যেখানে গোষ্ঠীনাচের স্বীকৃতি সন্ধান, তা এখানে সাধিত হচ্ছে।

দক্ষিণভারতে তামিলনাদের সমাজে এই ধরনের একটি নাচের উল্লেখ আমরা পাই। দক্ষিণী মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে একে অন্যের হাত ধরে প্রাচীন এই নাচ নাচে। এর নাম 'কুরবৈকূত্তু' বা 'কুরবৈ' নামক বিশেষ নাচ। দক্ষিণদেশে রাধা নেই, কিন্তু প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়ার নাম নপ্পিন্নৈ। গোপীদের সঙ্গে নপ্পিন্নৈকে নিয়ে কৃষ্ণ এই নাচ নেচেছিলেন। 'চিলপ্পধিকারম্' নামে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত আখ্যানকাব্যে আছে একটি ভয়ঙ্কর অশুভ দিনে অশুভ পূর্বলক্ষণ দেখতে পেয়ে গোপপল্লীর মেয়েরা 'কুরবৈকূত্তু' করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাল। তাদের বিশ্বাস যে এই নাচে সব অমঙ্গল দূর হবে। যে সর্গে এই কাহিনী আছে তার নাম 'আয়চ্চিয়র কুরবৈ' অর্থাৎ গোপীনৃত্য। কৃষ্ণের সঙ্গে এই সমবেত নৃত্যের যোগও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এসব থেকে অনুমান করতে পারি, কৃষ্ণকথা যেমন বিশেষ সমাজে প্রচলিত কাহিনী যা পরে দেশব্যাপী কাহিনীতে পরিণত হয়ে প্রথমে সাহিত্যে পরে ধর্মে স্থান লাভ করেছে তেমনি বিশেষ এক মণ্ডলীবদ্ধ লোকনৃত্যকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের কাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গড়ে উঠেছে। এই নৃত্যই রাসলীলার মূল প্রেরণা।

বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎ-শিল্প

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

॥ ১ ॥

বাংলা দেশ প্রধানতঃ পলিমাটির দেশ। পোড়াইবার উপযুক্ত মাটি দেশের অধিকাংশ স্থানে সহজলভ্য; মৃৎশিল্প তাই আমাদের প্রায় সহজাত শিল্প। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলা দেশে অপেক্ষাকৃত কম—দেশের জলবায়ু পাকা ইমারৎকে সহজেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অনেক ক্ষেত্রে মৃৎপাত্র ও মৃন্ময় ভাস্কর্যই জনজীবনের ইতিহাস রচনার মুখ্য উপাদান। তবে মৃৎশিল্পের ভিত্তি বিস্তৃত, নিদর্শনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিলে জনসাধারণের বাস্তবজীবন, ধর্ম-বিশ্বাস ও সৌন্দর্যানুভূতির একটি রূপরেখা আমরা পাইতে পারি।

বাংলা দেশের তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী প্রাচীন মৃৎ-ভাস্কর্য (টেরাকোটা) এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। ভূমিকা স্বরূপ প্রাক্-মুসলিম যুগের টেরাকোটা-শিল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য। অবিচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক অর্থেই 'বাংলা' কথাটি ব্যবহার করিব। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃৎ-ভাস্কর্যের নিশ্চিত নিদর্শন কম। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখননের ফলে যে কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হস্ত-গঠিত এবং মনে হয় মাতৃদেবীর প্রতীক। দুইটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার মুণ্ড অসাধারণ। শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে এইগুলিতে বিদেশীয় প্রভাব আছে। (P. C. Dasgupta, The Excavations at Pandu Rajar Dhibi).

ঐতিহাসিক যুগের টেরাকোটা-ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন বাংলা দেশের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং সাম্প্রতিক উৎখনের ফলে বহু নিদর্শন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই ভাস্কর্যসম্ভারকে দুইটি সমান্তরাল শিল্পধারার সমষ্টি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রথম, গ্রামীণ শিল্পজাত লোকধর্মের উপাস্য দেব-দেবী, পশুপক্ষীর মূর্তি ও খেলনা-পুতুল। দ্বিতীয়, বিদগ্ধ সমাজের মন্দির অলঙ্করণে বা গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত উচ্চকোটির শিল্পসৃষ্টি নানাবিধ প্রতিমা বা রূপচিহ্ন। প্রথমগুলি সাধারণতঃ হাতে গড়া, দ্বিতীয় ছাঁচে গড়া। কিন্তু সর্বত্র সীমারেখা স্পষ্ট নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মস্তক ছাঁচে গড়া, কিন্তু দেহ হাতে গড়া।

গ্রামীণ শিল্পের প্রধান লক্ষণ—মূর্তিগুলির সংক্ষিপ্ত স্থূল গড়ন, অনাড়ম্বর বলিষ্ঠ রূপ এবং অপেক্ষাকৃত সরল শিল্পকৌশল। অনেক সময় মূর্তির রূপ স্বাভাবিক নহে—প্রতীক বলিয়াই এইগুলি গণ্য হওয়া উচিত। এই শিল্পরীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল। ডঃ স্টেলা ক্রাম্‌রিশ্ এই শিল্পজাত মূর্তিগুলিকে কালাতীত (timeless) আখ্যা দিয়াছেন, কারণ শিল্পশৈলীর বিচারে মূর্তিগুলির কালক্রমিক শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নহে। মোটামুটি একই শিল্পরীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবহমান। উদাহরণস্বরূপ কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মিত দুইটি মূর্তির চিত্র প্রকাশ করিতেছি (চিত্র সংখ্যা ১)। শিল্পী পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চল হইতে আগত একজন স্ত্রীলোক। তাহাদের পরিবার পুরুষানুক্রমে এই বৃত্তি অনুসরণ করিতেছে—

চিত্র সংখ্যা ১ :
গ্রামীণ শিল্পজাত মূর্তি

চিত্র সংখ্যা ২ :
ধনুর্ধর যোদ্ধা : রাম (?)
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংগ্রহশালা]
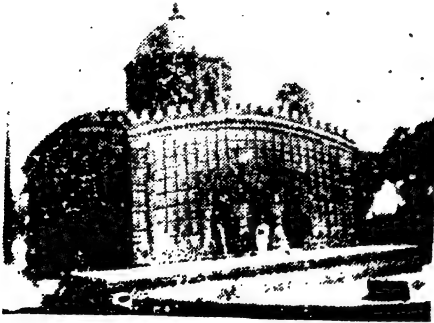
চিত্র সংখ্যা ৩ :
সম্মুখভাগের আয়তক্ষেত্রাবলী
(মদনমোহন মন্দির, বিষ্ণুপুর)

চিত্র সংখ্যা ৪ :
পূর্ণঘট ও সর্পিল অলঙ্কার
(হাটতলার মন্দির, ইলামবাজার
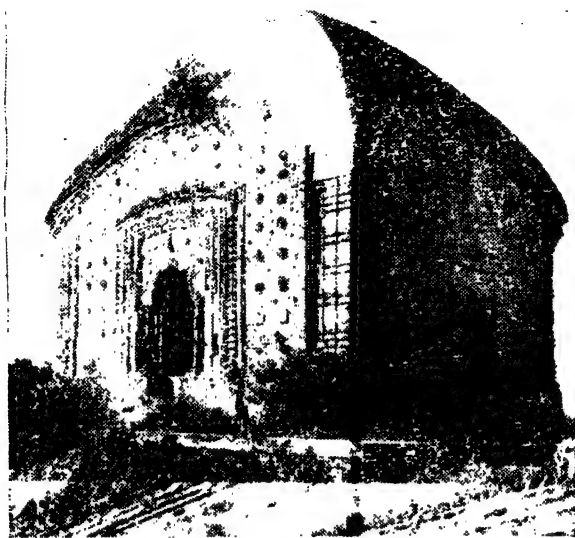
চিত্র সংখ্যা ৫ : পালপাড়া মন্দির (চাকদহ)

চিত্র সংখ্যা ৬ :
মিথুন, বাসুদেব মন্দির (বাঁশবেড়িয়া)
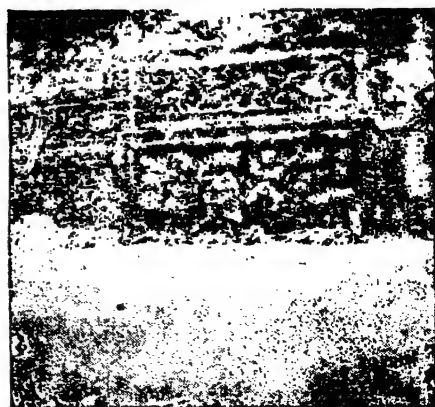
চিত্র সংখ্যা ৭ :
নর্তকী, বাসুদেব মন্দির (বাঁশবেড়িয়া)
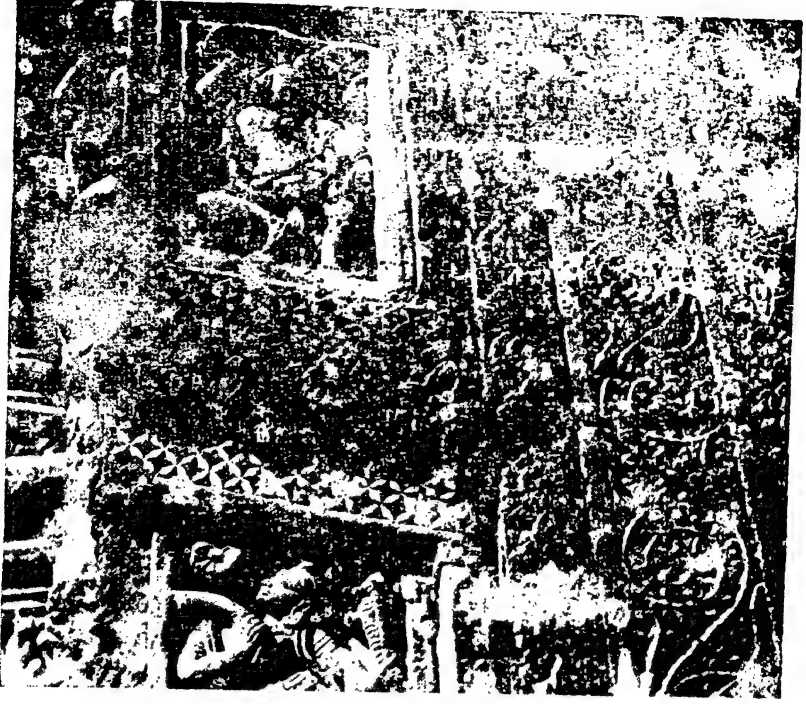
চিত্র সংখ্যা ৮ : রাধাবিনোদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)
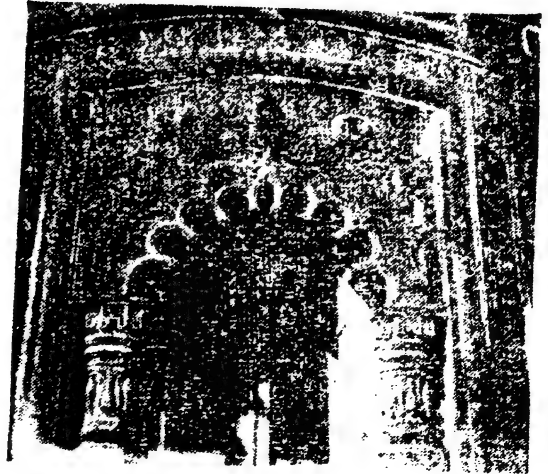
চিত্র সংখ্যা ৯ :
গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার
মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)
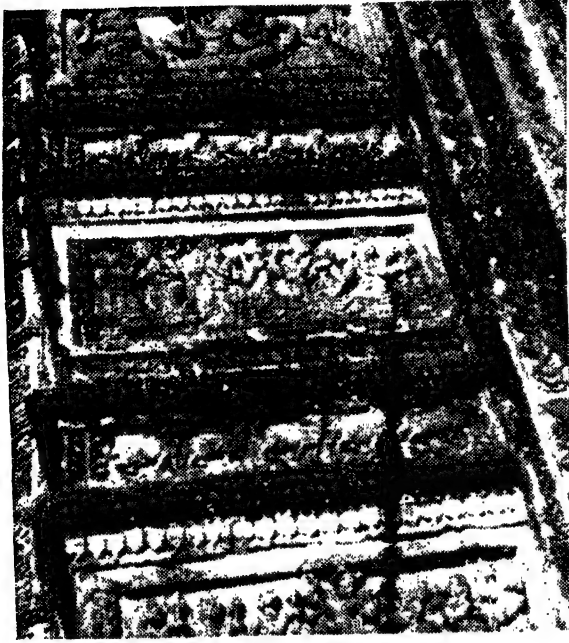
চিত্র সংখ্যা ১০ : জলবিহার, জোড়বাংলা (বিষ্ণুপুর)
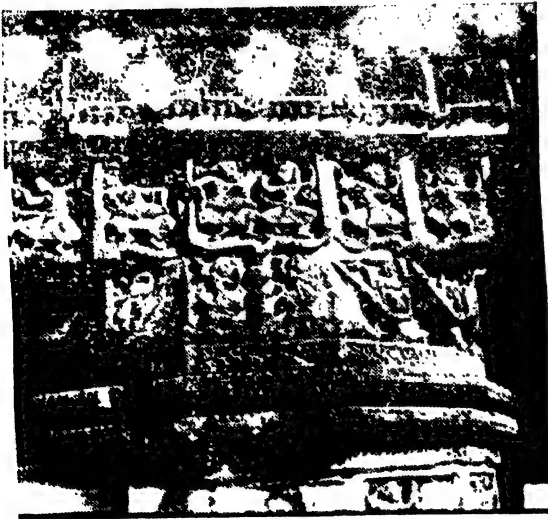
চিত্র সংখ্যা ১১ :
হরিসংকীর্তন
মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)

কোনও আধুনিক শিল্প-শিক্ষা তাহারা পায় নাই। তাহাদের প্রাচীন রীতি অনুসারে এইরূপ নানা প্রকারের মূর্তি ও খেলনা-পুতুল হাটে-বাজারে বিক্রয় করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত।

মাটির রাসায়নিক উপাদান ও পোড়াইবার পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য টেরাকোটার বর্ণের তারতম্য হইতে পারে। পোড়াইবার পর মূর্তিগুলিকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিবার নিদর্শন অনেক ক্ষেত্রে আছে; বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন কালে কলা-কৌশলের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কাল নিরূপণের জন্য প্রধানতঃ রীতি (style) ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। বাংলা দেশে প্রাপ্ত উচ্চকোটির শিল্পজাত মূর্তিগুলির কালানুক্রমিক বিবর্তন বৈজ্ঞানিক উৎখননের সাক্ষ্যদ্বারা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া অনেক সময়ে নির্ভরযোগ্য ভাবেই নিরূপণ করা সম্ভব।

পাটনার বিভিন্ন স্থানে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত এবং মৌর্যযুগের বলিয়া ধার্য কয়েকটি ছাঁচে গড়া টেরাকোটা মূর্তি বস্তুতঃ অসাধারণ। এইগুলি অভিজাত নাগরিক শিল্পকলার পরিচায়ক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ বৈদেশিক প্রভাব (গ্রীসীয়—Hellenistic) রহিয়াছে। তুলনায় অব্যবহিত পরবর্তী যুগের শিল্পকে অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত বলা চলে। এতদ্ব্যতীত মৌর্যযুগের বা মৌর্যপূর্ব যুগের বলিয়া নির্ধারিত (এই কালনিরূপণ অহিচ্ছত্রার উৎখননের সাক্ষ্যদ্বারা সমর্থিত) এবং প্রাচ্যদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পূজিতা মাতৃদেবী বলিয়া চিহ্নিত মূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলি হস্তগঠিত এবং প্রাচীনতালক্ষণযুক্ত। বঙ্গদেশের প্রাপ্ত কয়েকটি মূর্তিকে কেহ কেহ এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে প্রাপ্ত কয়েকটি মূর্তি মৌর্যযুগের বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে এবং এইগুলি উন্নত শিল্পকলার পরিচায়ক। (Indian Archaeology, 1959-60, p. 77) বাংলা দেশের বাহিরে গঙ্গাযমুনা উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উৎখননের ফলে শুঙ্গ-কাণ্ব-পাঞ্চাল যুগের (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীস্টীয় প্রথম শতক) অজস্র ছাঁচে গড়া মৃৎ-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায়ও অনুরূপ বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বহুসংখ্যক একক নারীমূর্তি, যুগ্ম নরনারী-মূর্তি (দম্পতি বা মিথুন) ও কাহিনী-বর্ণনাগত ফলক। প্রত্নস্থানগুলি মুখ্যতঃ পুর-নগরের ধ্বংসাবশেষ। সুতরাং ফলকগুলি নিঃসন্দেহে তৎকালীন নাগরিক সংস্কৃতির নিদর্শন। নারীমূর্তিগুলির বিচিত্র কেশসজ্জা, জমকালো বেশভূষা ও অলঙ্কার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে নানাবিধ পবিত্রচিহ্ন অলঙ্করণের মধ্যে দেখা যায়। অনেক নরনারীমূর্তি মনে হয় লোকধর্ম-উপাস্য যক্ষ-যক্ষিণীর প্রতিচিত্র *। নগ্ন নারীমূর্তি বা সূক্ষ্মবসন-পরিহিতা দৃশ্যতঃ নগ্ন নারীমূর্তি সম্ভবতঃ প্রজনন শক্তির পরিচায়ক। প্রাকৃতিক শক্তি, বৃক্ষ-দেবদেবী ও যক্ষ-যক্ষিণী পূজা-মূলক ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা বিশদ পরিচয় পাই ভারহুত, সাঁচি প্রভৃতি স্থানের ভাস্কর্য-সজ্জায় ও পালি জাতকের গল্পে। গ্রাম্য সমাজের ধর্মবিশ্বাস নগরবাসী বিদগ্ধ সমাজেও প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল—ইহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা দেশে প্রাপ্ত এবং এইযুগের বলিয়া নির্ধারিত মূর্তিগুলির সঙ্গে অন্যান্য উত্তর-

* মহাস্থানের একটি ফলকে নতজানু এক পূজারিণী দেবীকে অর্ঘ্য দিতেছে দেখা যায়।

ভারতীয় নিদর্শনগুলির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মৃৎশিল্প ও ভারহুত-সাঁচির প্রস্তরশিল্পের মধ্যে মিলও লক্ষণীয়। তৎকালীন গ্রামীণ মৃৎশিল্প ও নাগরিক মৃৎশিল্পের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। একই শিল্পীগোষ্ঠী কি দুই বিভিন্ন রীতিতে মূর্তি রচনা করিত? হইতেও পারে, কিন্তু বিভিন্ন শিল্পীপরিবার বা গোষ্ঠীর পক্ষে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হইলেও এই দুইটি শিল্পধারার মধ্যে সম্ভবতঃ প্রতিনিয়তই আদান-প্রদান চলিত। কারণ দুইটি শিল্পধারার মুখ্য প্রেরণা একই প্রকারের ধর্মবিশ্বাস।

বাংলা দেশের চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, বানগড়, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শুঙ্গ-কাণ্বযুগের টেরাকোটা মূর্তিগুলি মোটামুটি একই শিল্প-রীতির সৃষ্টি। নিম্নোক্ত কয়েকটি উদাহরণ নিশ্চয়ই আমার এই উক্তি সমর্থন করিবে :

১. তমলুকে প্রাপ্ত (অধুনা অক্সফোর্ডে রক্ষিত) পূর্ণাবয়ব যক্ষিণী মূর্তি (The History and culture of the Indian People, Vol. II, Fig. 86)

২. শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক তমলুকে প্রাপ্ত একটি নারীর মুণ্ড (Terracottas of Tamralipta, Fig. 4.)

৩. বানগড়ে প্রাপ্ত (অধুনা কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত) একটি সম্পূর্ণ যক্ষিণী মূর্তি (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, চিত্র সংখ্যা ২)

৪. তমলুকে প্রাপ্ত একটি সম্পূর্ণ নারীমূর্তি (Stella Kramrisch, Art of India, Fig. 4)

ডঃ ক্রামরিশের মতে এইটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। পাটনায় উৎখননের ফলে প্রাপ্ত এবং মৌর্যযুগের বলিয়া ধার্য কয়েকটি অসাধারণ মূর্তির সঙ্গে এইটির তুলনা করা যাইতে পারে। চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে প্রাপ্ত একটি অর্ধভগ্ন মূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। (Indian Archaeology, 1959-60, Plate LXV-A)

৫. পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত একটি নারীর মুণ্ড (ডঃ নাজিবুদ্দিন আহম্মদ, ময়নামতী-পাহাড়পুর-মহাস্থান)

৬. চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে প্রাপ্ত একটি রাজকুমারের মূর্তি (Indian Archaeology, 1959-60, Plate, LXV-B)

৭. চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে প্রাপ্ত একটি যক্ষিণী মূর্তি (Indian Archaeology, 1958-59, Plate LXXIX-A)। ১ম সংখ্যার সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৩য় ও ৪র্থ সংখ্যক মূর্তির মধ্যে যে স্নিগ্ধ পেলবতার আভাস দৃষ্ট হয়, তাহা বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ-মথুরা প্রভৃতি সংগ্রহালয়ে রক্ষিত বিপুল টেরাকোটা ভাস্কর্যসম্ভারের মধ্যে কিছু মূর্তিতে অনুরূপ পেলবতার সন্ধান পাওয়া যায়। অহিচ্ছত্রায় মোটামুটি আধুনিক মানানুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎখনন হইয়াছিল। খননের ফলে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির যুগনির্দেশ নির্ভরযোগ্যভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (V. S. Agarwala, Terracottas of Ahichhatra; Ancient India, No. 4)। এই

কালনির্ণয় চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননদ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। তুলনামূলক বিচার করিলে সমসাময়িক উত্তরভারতীয় ও বাংলা দেশের মূর্তিগুলি মোটামুটি একই শিল্পরীতির এবং একই মানের সৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

বাংলা দেশে কুষাণযুগীয় মৃৎ-শিল্পের নিদর্শন সামান্য। পূর্বোক্ত ২ সংখ্যক মূর্তিটি এই যুগের এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কুষাণযুগের ও তৎপরবর্তীকালের বহু বিদেশীর অনুকৃতি উত্তর-প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। ছাঁচে গড়া বৃহদাকারের কিছু মুণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি প্রস্তরসদৃশ কঠিন এবং গ্যাজ (tenon) দ্বারা দেহের সহিত সংযোজিত হইত। কিন্তু এইরূপ দেহাংশ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। আফগানিস্থানে দেখা যায়, সমসাময়িক শিল্পে চুন-বালিনির্মিত (stucco) মুণ্ড কাঁচা মাটির দেহের সঙ্গে যুক্ত হইত; দেহাংশ বর্তমানে অবলুপ্ত (Benjamin Rowland, Art and Architecture of India, 1954, p. 96)। সুতরাং মনে হয়, কুষাণ রাজত্বকালে মধ্য এশিয়া হইতে স্থলপথে বিদেশীয় লোক ও বিদেশীয় কলা-কৌশল উত্তর-ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপ বিদেশীয় প্রভাবের ঢেউ হয়ত অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াই বাংলা দেশে পৌঁছাইয়াছিল।

গুপ্তযুগে মৃৎ-শিল্প অনেকাংশে প্রকৃত অভিজাত শিল্পে উন্নীত হইয়াছিল। অবশ্য দক্ষতা সর্বত্র সমান নহে। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে গুপ্তযুগীয় বিপুল ও অপূর্ব শিল্পসম্ভার পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে গান্ধার-শিল্পেও টেরাকোটার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। তুলনায় বাংলা দেশে প্রাপ্ত নিদর্শনের পরিমাণ কম। মহাস্থানের নিদর্শনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিলে এইযুগে বাংলা দেশের কোনও বিশিষ্ট শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। শুঙ্গ-কাণ্বযুগের ন্যায়, গুপ্তযুগেও বাংলার শিল্পরীতি সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার শিল্পের অংশমাত্র।* আনুমানিক ৮ম-৯ম শতাব্দী হইতেই বাংলার বিশিষ্ট মৃৎ-শিল্পরীতির সূচনা বলা যায়। সেই হিসাবে পাহাড়পুর বাংলার শিল্পকলার নূতন পথে দৃঢ় পদক্ষেপ।

পাহাড়পুরের মৃৎ-শিল্প বহুল আলোচিত; এই স্থলে নূতন করিয়া বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পাহাড়পুর-শিল্পের গতিময়তা, চলমান জীবনের গভীর উপলব্ধি ও এই জীবনপ্রবাহের যথাযথ রূপায়ণ নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে এই জাতীয় টেরাকোটা-শিল্পের কিছু নিদর্শন পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক খননকার্যের ফলে দেব-বংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত টেরাকোটা ভাস্কর্য-অলঙ্কৃত পাহাড়পুরের ন্যায় একটি বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পাহাড়পুরের শিল্প আভিজাত্য-বর্জিত; গভীর ভাবানুভূতি বা আধ্যাত্মিকতার রূপায়ণ এই শিল্পে দেখা যায় না। মন্দির অলঙ্করণের কার্যে লোকায়ত শিল্পের নিয়োগ করা হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান সর্বজনগ্রাহ্য। অবশ্য ফলকগুলি ছাঁচে গড়া এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের; অনেক মূর্তি দক্ষ শিল্পীর সৃষ্টি। দীর্ঘকাল অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলেই এইরূপ দক্ষতা-অর্জন

---

* সাধারণতঃ মৃৎ-শিল্পে লোকায়ত রীতির প্রভাব সর্বত্রই অল্পাধিক বর্তমান। সুতরাং আঞ্চলিক পার্থক্য মৃৎ-শিল্পে অধিকতর প্রকট। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগে এই বিভেদের গুরুত্ব সামান্য।

সম্ভব। রাজানুকূল্যে নির্মিত মন্দিরে লোকায়ত শিল্পের প্রয়োগ কেন হইয়াছিল এবং এই রীতির পূর্ব ইতিহাস কি, এইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া আজ কঠিন ; কিন্তু এইরূপ নিয়োগ পাহাড়পুরে আকস্মিকভাবে হয় নাই। আজ আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি, ময়নামতীতেও রাজানুগ্রহে নির্মিত মন্দিরের অলঙ্করণে অনুরূপ লোকায়ত মৃৎ-শিল্পের ব্যবহার হইয়াছিল এবং খুব সম্ভব মহাস্থানে এবং ঢাকা জেলার সাভারেও। * ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সময়ে মনে হয় সমান্তরালভাবে আরও একটি অপেক্ষাকৃত সুসংস্কৃত শিল্পধারা প্রবহমান ছিল। কারণ বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরে (আনুমানিক খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী) টেরাকোটা অলঙ্করণের যে পরিমার্জিত রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা উন্নত শিল্প-চেতনার সৃষ্টি। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির নিঃসন্দেহে একটি অভিজাত শিল্পধারার পরিচয় বহন করে।

॥ ২ ॥

বৌদ্ধ-হিন্দুযুগের শেষের দিকে পাহাড়পুর-ময়নামতীতে যে লোকশিল্পানুগ প্রাণবন্ত টেরাকোটা-শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তুর্কীবিজয়ের ফলে তাহা সাময়িকভাবে রূঢ় আঘাত পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। মুসলিম শাসন প্রায় সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরনির্মাণের সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু মন্দিরনির্মাণ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, বিশেষতঃ প্রত্যন্ত স্থানগুলিতে, এইরূপ অনুমানও সঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয় কয়েকশত বৎসর টেরাকোটা ভাস্কর্যের কোনও নিশ্চিত নিদর্শন আমরা পাই না। গ্রামাঞ্চলে লোকশিল্প নিশ্চয়ই ফল্গুধারার মত প্রবহমান ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলিম স্থপতিগণ গৌড়-পাণ্ডুয়ায় অনেক ক্ষেত্রে টেরাকোটা-অলঙ্করণ প্রয়োগ করেন। মূর্তি-ভাস্কর্য ইসলামধর্মে নিষিদ্ধ ; সুতরাং প্রথাবদ্ধ ও কাল্পনিক ফুল-লতাপাতা ও নানাবিধ জ্যামিতিক নক্সা দ্বারাই অলঙ্করণ সম্পন্ন হইয়াছে। মুসলিম স্থপতিগণ বাহির হইতে সমুদয় মৃৎ-ভাস্কর আমদানি করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানের কোনও সমর্থন নাই। নকশাগুলির প্রকৃতি অনুধাবন করিলে এইগুলি পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরীতির সৃষ্টি বলিয়া মনে হইবে। বিশেষতঃ পাণ্ডুয়ার ফিরোজ মিনারে যে নকশা অলঙ্করণ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে লোকশিল্পের ছাপ স্পষ্ট (Percy Brown, Indian Architecture, Vol. II, p. 42)। পাহাড়পুরে শেষপর্যায়ে প্রাপ্ত কয়েকটি অলঙ্কৃত ইট একই শিল্পধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নির্দেশিত করে (K. N. Dikshit, Excavations at Paharpur, Pl. LXIII.)। সুতরাং মনে হয়, মুসলিম রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় মৃৎ-শিল্পের সমুন্নতি ঘটিয়াছিল মাত্র। গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদে এই পুনরুজ্জীবিত শিল্পের মহত্তম প্রকাশ। কিন্তু মুসলিম

* আনুমানিক ৯ম-১০ম শতাব্দীর টেরাকোটা ভাস্কর্য-অলঙ্কৃত একটি চতুষ্কোণ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মহাস্থানগড়েও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্থপতিগণ টেরাকোটা অলঙ্করণের ব্যবহার বেশি দিন করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর পর মসজিদ-মকবরায় টেরাকোটা অলঙ্করণের ব্যবহার ব্যতিক্রম মাত্র।

এই সময়ের অব্যবহিত পরে (বা পূর্বে ?) বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বিদ্যমান এই শ্রেণীর মন্দিরগুলি সপ্তদশ শতাব্দীতে বা তৎপরবর্তীকালে নির্মিত। স্থানীয় চালা ঘরের আকৃতিতে নির্মিত ও বক্রাকৃতি কার্নিস-সমন্বিত এই নূতন ধরনের মন্দিরগুলি অধিকাংশই ইষ্টকনির্মিত এবং প্রাচীনতর মন্দিরগুলি অনেক ক্ষেত্রেই টেরাকোটা মূর্তি ভাস্কর্য-শোভিত।* সুতরাং মুসলিম শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নবজাগরিত মৃৎ-শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল এই হিন্দুমন্দিরগুলিতে। বস্তুতঃ মন্দিরগুলির সম্মুখভাগের পরিকল্পনায় ও টেরাকোটা-সজ্জার বিন্যাসে পূর্বতন মুসলিম ইমারৎগুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। কয়েকটি ক্ষেত্রে মিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ গৌড়ের কদমরসুল (১৫৩০খ্রী)-এর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কয়েকটি হিন্দুমন্দিরের তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বাঁকানো কার্নিসের নীচে ও প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে সারি সারি ফ্রেমবদ্ধ ছোট বড় আয়তক্ষেত্রের সমাবেশ দেখা যায়। এই পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে বাঁশ ও খড়ের তৈয়ারি কুটিরের রূপ হইতে গৃহীত (চিত্র সংখ্যা ৩)। বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদ-মন্দিরের রূপে এই উদ্ভব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন-মন্দিরের (১৬৯৪ খ্রী) ভিতরের প্রবেশদ্বারের সঙ্গে তাঁতিপাড়া মসজিদের (১৪৭৫ খ্রী) প্রবেশদ্বারেরও তুলনা করা যাইতে পারে। প্রবেশদ্বারের উপরিভাগের (spandrel) কারুকার্যের সাদৃশ্য ঘনিষ্ট (Percy Brown, Indian Architecture, Vol. II, Pl. XXVII ও আমাদের চিত্র সংখ্যা ৯)। এতদ্ব্যতীত হিন্দুমন্দিরগুলিতে মুসলিম ইমারতগুলির উন্নত নির্মাণ-কৌশলের ব্যাপক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রকৃত খিলান, ডোম-ভল্ট, চুন-বালি-মিশ্রিত মশলা ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার এই নির্মাণকৌশলের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত খিলানের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেও আছে (ভিতরগাঁও, মীরপুরখাস, বুদ্ধগয়া) কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে। চুন-মিশ্রিত মশলার ব্যবহারও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইল মুসলিম স্থপতিগণ কি অধুনালুপ্ত হিন্দুমন্দিরের রূপদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন ? বক্রাকৃতি কার্নিস ও চারচালা-কুটিরাকৃতি গম্বুজ ১৫শ শতাব্দীর মসজিদ-মকবরায় দেখা যায়। বহুকাল পূর্বে জেম্‌স ফার্গুসন অনুমান করিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ মুসলিম আক্রমণের পূর্বেই বক্রাকৃতি কার্নিস-সমন্বিত কুটিরাকৃতির পাকা হিন্দুমন্দির বাংলাদেশে নির্মিত হইত। (James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II)। বহু প্রাচীনকালেই কুটিরাকৃতি মন্দির নির্মিত হইত। প্রাচীন ভাস্কর্য-ফলকে, স্তম্ভগাত্রে ও মুদ্রায় এই জাতীয় মন্দিরের অনুকৃতি খোদিত আছে। মহাবলিপুরম্-এর দ্রৌপদীরথ (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) একটি কুটির মন্দির। অন্তর্বর্তীকালে নিশ্চয়ই বাংলাদেশে খড়-বাঁশের কুটিরে গ্রাম্য দেব-দেবীর আবাস ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে মুসলিম আক্রমণের পূর্বেই

* নাগর-রীতিতে নির্মিত সমসাময়িক কয়েকটি মন্দিরেও টেরাকোটা-ভাস্কর্যের ব্যবহার দেখা যায়।

পুনরায় এই ধরনের পাকা মন্দির নির্মিত হইয়াছিল—ফার্গুসন-এর এই অনুমানের সমর্থনে আজও কোনও নিশ্চিত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের টেরাকোটা-অলঙ্কৃত কয়েকটি মন্দিরের নির্মাণকাল সঠিক জানা যায়। নিম্নে কালানুক্রমিক পর্যায়ে কয়েকটি প্রধান মন্দিরের উল্লেখ করিতেছি :

১. ঘুরিশা (বীরভূম জেলা) গ্রামের রঘুনাথজীর মন্দির (১৬৩৩ খ্রী)
২. বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির (১৬৪৩ খ্রী)
৩. বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দির (১৬৫৫ খ্রী)
৪. বিষ্ণুপুরের রাধাবিনোদ মন্দির (১৬৬১ খ্রী)
৫. বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির (১৬৭৯ খ্রী)
৬. বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির (১৬৯৪ খ্রী)

ঘুরিশা গ্রামের ভাস্কর্যের কয়েকটি চিত্র শ্রীমুকুল দে প্রকাশ করিয়াছেন (Mukul De, Birbhum Terracottas)। এই স্থানের ভাস্কর্যের কিছু অসাধারণত্ব রহিয়াছে। এই সম্পর্কে পরে অলোচনা করিব। সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে নির্মিত অন্য পাঁচটি মন্দিরের ভাস্কর্য মোটামুটি একই রীতিপ্রসূত। এইগুলির বিশদভাবে আলোচনা করিলে, বাংলার মধ্যযুগীয় টেরাকোটা শিল্পের বিকশিত রূপের একটি পরিচয় দেওয়া সম্ভব। মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ ও স্তম্ভগাত্র সাধারণতঃ ভাস্কর্য-মণ্ডিত। অন্যদিকের বহিঃপ্রাচীর কোনও কোনও ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত—শ্যামরায় ও জোড়বাংলা মন্দিরের ভিতরে দেয়াল পর্যন্ত ভাস্কর্য-মণ্ডিত। মূর্তিগুলি পাহাড়পুরের মূর্তি অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার। অলঙ্করণ-প্রয়োগ পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; রচনা ও বিন্যাস সুপরিকল্পিত। এই পর্যায়ের শিল্পে একাধিক ঘটনার সমন্বয়ে একটি কাহিনী-বর্ণনার দৃষ্টান্ত আছে (continuous narration)। কয়েকটি টালির সংযোগে একটি ব্যাপক দৃশ্য রচনাও দেখা যায়। পাহাড়পুরে এইরূপ দৃষ্টান্ত নাই। সমগ্র প্রাচীরগাত্রে বা স্তম্ভগাত্রে প্রাণ-স্পন্দনময় অজস্র ছোট-বড় মূর্তির সমাবেশ, মাঝে মাঝে ফুল-লতাপাতা ইত্যাদির সুকুমার অলঙ্করণ। কোথাও বা রাধাকৃষ্ণের ও কৃষ্ণ-গোপিনীদের প্রেমলীলা, কোথাও বা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী ও হিন্দু দেবদেবী, কোথাও বা সঙ্গীত ও নৃত্যছন্দের মূর্ত প্রকাশ, কোথাও বা সামান্য একটি ঘরোয়া চিত্র। শিল্পসমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের আভাস সর্বত্র প্রকট। প্রাচুর্য অনেক সময় সূক্ষ্ম অনুভূতিকে পীড়া দেয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলা চলে প্রাচুর্যের মাধ্যমেই সৌন্দর্যের প্রকাশ। উপরি-উক্ত পাঁচটি মন্দিরই বৈষ্ণবমন্দির। বৈষ্ণব ধর্মের সেবায় এই পর্যায়ের মৃৎ-শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও কোনও শৈব ও শাক্তমন্দিরও টেরাকোটা-অলঙ্কৃত। সাম্প্রদায়িক বিভেদ কখনও উগ্র আকারে দেখা যায় না। বৈষ্ণব-মন্দিরগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই শিব বা শক্তি-মূর্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (চিত্র সংখ্যা ৬, ৭, ৮, ১০, ১১)।

গভীর ধর্মবিশ্বাস ও হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি কদাচিৎ এই মূর্তিভাস্কর্যকে মহৎ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। যদিও কৃষ্ণ-রাধিকার ও কৃষ্ণ-গোপিনীদের প্রেমলীলা বিষয়ক কাহিনী এই শিল্পের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু, তথাপি চিত্রণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক রুচিসম্মত।

নগ্ন নারীমূর্তি বা ভুবনেশ্বর-কনারক-খজুরাহোর মত বদ্ধকাম যুগলমূর্তি এই শিল্পে ব্যতিক্রম মাত্র।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিপূর্ণ সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং স্থানচ্যুত মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত শ্রীহীন মনে হয়। নানা দিক হইতে বিচার করিলে খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে একটি পরিণত মৃৎশিল্পের পরিচয় আমরা পাই। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, কখন এই শিল্পের উদ্ভব এবং কখন ইহার অভিব্যক্তি। মূর্তিভাস্কর্য ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং পাহাড়পুরের পরও লোকশিল্পানুগ শিল্পধারা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর পরিণত মৃৎশিল্পের উৎস—এইরূপ অনুমান সঙ্গত।

যদিও বৈষ্ণব ধর্মের সেবায় এই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম এই শিল্পের আদি প্রেরণা বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব ধর্ম ভাববাদী; লোকায়ত ধর্ম ভোগবাদী, পূজাবলি দ্বারা দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐহিক সুখৈশ্বর্য লাভ ধর্মাচরণের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকায়ত শিল্প বাস্তবমুখী। তজ্জন্যই হয়ত বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা মধ্যযুগীয় মন্দির-গাত্রে এত ব্যাপকভাবে রূপায়িত হইয়াছে।*

আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর মন্দিরগুলির শিল্পোৎকর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কতিপয় মন্দিরে শিল্পের উচ্চমান বজায় আছে। এই সম্পর্কে বড়নগর (মুর্শিদাবাদ জেলা)-এর চারবাংলা মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Archaeological Survey of India, Annual Report, 1923-24.)। কিন্তু দেখা যায় ধীরে ধীরে প্রাণস্পন্দন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। হয়ত কালের অমোঘ নিয়মে শিল্পীগণ পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে নূতন সৃজনক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছিল। অলঙ্করণের প্রাচুর্যের দ্বারা সৃজনক্ষমতার দৈন্য পূরণ করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই আসে। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে অনেক জেলায় শিল্পীগোষ্ঠী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাও বিচারের বিষয়। ইহার পর কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের রুচি অনুযায়ী ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রভাবে দেশীয় শিল্প তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। অবশ্য কারিগরি দক্ষতা অনেককাল অক্ষুণ্ণ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ সোনামুখির (বাঁকুড়া জেলা) শ্রীধর মন্দিরের (১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ) বৃহদাকার ভাস্কর্যসজ্জা উল্লেখনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাংলার এই পর্যায়ের মন্দির-টেরাকোটাশিল্প প্রায় অবলুপ্ত।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, বাস্তব-জীবনের সাধারণ ঘটনার চিত্র মন্দিরগুলিতে সততই দেখা যায়। এই দৃশ্যগুলিতে তৎকালীন সমাজ-জীবন, বেশভূষা ও অলঙ্কার সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। নৃত্যগীতরত নরনারী, নৌকাবিহার ও জলকেলি, শিকারের দৃশ্য, গাড়ি, পালকি, আরোহী জমিদার, ধনীর দরবার-গৃহ, বিবাহের শোভাযাত্রা, সমুদ্রগামী জাহাজ, যষ্টিহস্তে দ্বারপাল, মৎস্যবিক্রয়রতা নারী—এইরূপ নানা বিচিত্র দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী

---

* রীতির বিচারে এই ভাস্কর্য লোকশিল্প হইতে উদ্ভূত। বিষয়বস্তু ও শিল্পধারার সম্ভাব্য ইতিহাস একই সিদ্ধান্ত নির্দেশিত করিতেছে।

হইতে মন্দির-গাত্রে ইউরোপীয় নরনারী ও তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা অনেক সময়ে চিত্রিত হইয়াছে।

এই টেরাকোটা-শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য নকশা-অলঙ্করণ। বিচিত্র ফুল, লতাপাতা, প্রস্ফুটিত পদ্ম বা কোরক, সর্পিল লতা, পরস্পর জড়িত সাপ, যক্ষ, মকর, কৃত্রিম গোলাপ, হীরক, শেভ্রোন (chevron) ও অন্যান্য নানাবিধ জ্যামিতিক নকশার বিন্যাসদ্বারা শিল্পীগণ মন্দিরগাত্রে এক কল্পলোক সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছেন। রূপচিহ্নগুলি প্রাচীনকাল হইতে এক অবিচ্ছিন্ন শিল্পধারার পরিচয় বহন করে। একটি মূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটি একটি যক্ষের, তাহার মুখ হইতে দুইদিকে পত্রলতা নিঃসৃত হইতেছে। ভারহুত স্তূপের বেদিকায় ও সাঁচি স্তূপের তোরণ-দ্বারে অনুরূপ যক্ষ-মূর্তি খোদিত আছে। বহুশত বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও মিল আশ্চর্যজনক। গুপ্ত বা গুপ্ত-পরবর্তী যুগেও এইরূপ যক্ষমূর্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে দেখা যায় (Marshall and Foucher, Monuments of Sanchi, p. 146-47, and Pl. XI; Cunningham, Stupa of Bharhut, Pl 39)।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে অলঙ্করণের আতিশয্য অনেকস্থলে পীড়াদায়ক। অনেক সময়ে সুসমঞ্জস পরিকল্পনারও অভাব দেখা যায়। কিন্তু চাকদহের পালপাড়া মন্দিরের পরিমার্জিত অলঙ্করণ এবং এখানে (চিত্র সংখ্যা ৫) শিল্পীগণ যে সংযম, সমতাজ্ঞান ও পরিণত শিল্প-চেতনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্যর জন মার্শালের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে (Archaeological Survey of India, Annual Report, 1920-21)। মন্দিরগাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের-বিন্যাস আকর্ষণীয়। দ্বারের উপরিভাগে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিস্তৃত দৃশ্য উৎকীর্ণ দেখা যায়। ভাস্কর্য অর্ধ-চিত্র আকারের; মূর্তিগুলির মুখাবয়ব কমনীয় ও সুডৌল। দুঃখের বিষয়, মন্দিরটির নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, আকৃতি চারচালা কুটিরের ন্যায় এবং সম্মুখভাগে একটি মাত্র প্রবেশপথ। ইলামবাজারের (বীরভূম) হাটতলার মন্দিরের নকশা-অলঙ্করণও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (চিত্র সংখ্যা ৪)।

শিল্পীগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং বংশানুক্রমিক এই বৃত্তি অনুসরণ করিত। কোনও কোনও গোষ্ঠী কাঠের ও মাটির কাজে সমভাবেই দক্ষ ছিল। শিল্পীগোষ্ঠী ও শিল্পকৌশল সম্পর্কে শ্রীমুকুল দে (Birbhum Terracottas) ও শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়ার মন্দির) কিছু বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কলাকৌশলের সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ভাস্কর্য সম্পূর্ণরূপে ছাঁচে গড়া এবং মূর্তিগুলি সাধারণতঃ ছোট-বড় আয়তাকার বা বর্গাকার টালির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। মূর্তিখচিত টালিগুলি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দির-প্রাচীরে বা স্তম্ভগাত্রে চুনবালি-মিশ্রিত পলস্তারা দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হইত। কয়েকটি টালির সংযোগে একটি ব্যাপক দৃশ্যরচনার উদাহরণ অনেক আছে। প্রধান দ্বারের উপরে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিস্তৃত দৃশ্য অনেক মন্দিরে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রবেশ-দ্বারের এক পার্শ্বে উপর হইতে নীচে সারিবদ্ধভাবে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি সন্নিবিষ্ট। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপই অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে

উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিবর্তনের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। প্রাচীনতা ও প্রথাবদ্ধতা কতকাংশে গোষ্ঠীদের রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিলে একই মন্দিরে বা সমসাময়িক মন্দিরেও কথঞ্চিৎ রীতির (style) পার্থক্য দেখা যায়। কারুকৃতিও সর্বত্র এক মানের নয়। যাই হোক, প্রতিমাগুলিকে শিল্প-শৈলীর বিচারে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১। উচ্চাবচ প্রণালীতে নির্মিত, সামান্য উদ্গত (low relief), অনেক ক্ষেত্রে প্রায় সমতল-দ্যোতক (flat)। ইহাদের রেখা তীক্ষ্ণ, মুখাবয়বের গড়ন কৌণিক এবং মূর্তিগুলি পার্শ্বচিত্রাকারে সন্নিবেশিত (strict profile)। মাত্র একটি চোখই দৃশ্যমান। কোথাও কোথাও মুখমণ্ডলের ত্রি-চতুর্থাংশচিত্রিত (three quarters profile)। পাহাড়পুর অপেক্ষা প্রাচীনতা (archaism) অধিকতর প্রকট। এই প্রকার মূর্তি মনে হয় আসামে প্রাপ্ত কিছু মধ্যযুগীয় টেরাকোটার সম-গোত্রীয় (Indian Archaeology, 1956-57, Pl. LXXXVII-A & B)।

২। প্রথম প্রকারের ন্যায় সামান্য উদ্গত উচ্চাবচচিত্র এবং পার্শ্ব চিত্রাকারে সন্নিবিষ্ট কিন্তু মুখাবয়বে সুডৌল কমনীয়তা। কৌণিকচিত্রণ অনেকাংশে পরিত্যক্ত। রেখাও অপেক্ষাকৃত কোমলায়িত।

৩। মূর্তিগুলি উচ্চাবচ প্রণালীতে নির্মিত হইলেও চিত্রসমতল হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্গত। ত্রিমাত্রিকতাই গড়নের লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পরিপূর্ণ গড়নের (full round)। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে গড়নের পূর্ণতা সত্ত্বেও মুখাবয়বের স্থূলতার আভাস বিদ্যমান। অনেক মূর্তির সোজাসুজি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় (frontal pose)। প্রথম দুইশ্রেণীতে একমাত্র দশানন রাবণের মূর্তিতে সোজাসুজি ভঙ্গি দেখা যায়। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক, প্রাচীনতা ও প্রথাবদ্ধতা অনেকাংশে রক্ষণশীলতার পরিচায়ক মাত্র, দক্ষতার অভাব সূচিত করে না।

উপরি-উক্ত শ্রেণী-বিভাগে কোনও কালানুক্রমিক ধারার আভাস নাই। শিল্পশৈলী বিচার করিয়া মূর্তিগুলির কালক্রমিক বিবর্তন নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। পূর্বোল্লিখিত রঘুনাথজী (ঘুড়িশা গ্রামের) মন্দিরের মূর্তিতে (Mukul De, Birbhum Terracottas, Pl. 4 & 5) উচ্চতর রিলিফ ও সোজাসুজি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। এই মন্দির প্রাচীনতম কুটির-মন্দিরের একটি। আরও উল্লেখযোগ্য যে একই মন্দিরে বা সমসাময়িক মন্দিরে একাধিক শ্রেণীর মূর্তি দেখা যায়।

তবে সাধারণভাবে এই মাত্র বলা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী কালের ভাস্কর্যে পূর্বের অপেক্ষা উচ্চতর রিলিফ দৃষ্ট হয় এবং মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার। কিছু আঞ্চলিক বিভেদও আছে। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার শিল্পে গড়নের সম্পূর্ণতা, সুডৌলতা এবং মুখাবয়বে বাস্তবতা অধিকতর প্রকট। অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলী জেলার শিল্পেও এই লক্ষণগুলি কতকাংশে বর্তমান (চিত্র সংখ্যা ২) কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আকৃতিতে স্থূলতার আভাস বিদ্যমান।

বাংলার মধ্যযুগীয় স্থাপত্যরীতি ও মৃৎ-শিল্প ইতিহাসের একই সূত্রে গাঁথা। দুই-এরই আদিপর্ব সঠিক জানা নাই। সামাজিক পটভূমি মনে হয় দুই শিল্পেরই এক। মধ্যযুগে

মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবনে এক আলোড়ন আসিয়াছিল, তাহার পরোক্ষ সাক্ষ্য মাত্র বর্তমান। মুসলিম আক্রমণের পূর্ব হইতেই ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাকৃত-রূপান্তরের সূচনা হইয়াছিল। আঞ্চলিক বিভেদও এই সময়ে দানা বাঁধিতে থাকে।* ইসলামের অভিঘাত এই আঞ্চলিকতা ও প্রাকৃত-প্রবণতা ত্বরান্বিত করিয়াছিল। তাহার ফলে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাব ও ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং সমাজের নিম্নস্তরের উপাস্য দেবদেবী উচ্চকোটির ধর্মসাধনায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসে সর্বকালেই আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সহাবস্থানের পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যায়। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে আর্যেতর সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সততই ঘটিয়াছে। আবহমান কাল হইতে গ্রামের কুম্ভকারদের নির্মিত গ্রাম্য দেবদেবী চালাঘরের মন্দিরে পূজিত হইত। হয়ত একই সময়ে এবং একই কারণে গ্রাম্য কুটিরাকৃতি মন্দিরের রূপ উচ্চকোটির স্থাপত্যশিল্পে গৃহীত হইয়াছিল এবং গ্রামীণ মৃৎশিল্প বিদগ্ধ সমাজের মন্দির-অলঙ্করণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রকৃত-পক্ষে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই লোকশিল্পের এইরূপ সমুন্নতি ঘটিয়াছিল। আধেয় (content)--এর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাব ও বাহ্যিক কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তিত ও পরিণত শিল্পের পরিচয় আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব মন্দিরে পাই। অবশ্য উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত অনেকাংশে অনুমান-নির্ভর এবং নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক।

---

* সেনযুগে আমরা আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশের যে পরিচয় পাই তাহা সাময়িক মাত্র এবং তাহার বিস্তৃতি উচ্চস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল মনে হয়।

রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ প্রাক্‌কথন ॥

রবীন্দ্র-সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সংগ্রহের অংশমাত্র, পৃথক কোনও সংগ্রহ নহে; শুধু বইপত্র ও কার্ড পৃথক করিয়া রাখা। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিষদের তৎকালীন কার্যনির্বাহক সমিতি রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত অর্থাভাবে মুদ্রণকার্য স্থগিত রাখা হয়।

রবীন্দ্র-সংগ্রহ মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত:

১. রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থসমূহ

২. রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে লেখা গ্রন্থসমূহ

৩. অংশতঃ রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকা ইত্যাদি বা বিশেষ প্রবন্ধ-সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ।

রবীন্দ্রনাথ প্রণীত বইপত্রের জন্য যে বিশেষ বর্গীকরণ প্রতীক সংখ্যার সাহায্য নেওয়া হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল:

ক. কবিতা: ৮৯১·৪৪১৯৪

খ. নাটক: ৮৯১·৪৪২৭

গ. গল্প-উপন্যাস: ৮৯১·৪৪৩৮

ঘ. প্রবন্ধ: ৮৯১·৪৪৪৫

এই তালিকা পরিষদ-পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

বাংলা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

অচলায়তন

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩১৮।

১১৪ পৃ, ১৮ সেমি।

৮৯১·৪৪২৭/র. ঠা.

অচলায়তন। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।
১৩১ পৃ, ১৮·৫ সেমি।
৮৯১·৪৪২৭/র. ঠা.

অনুবাদ-চর্চা। ২য় সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪০।
১৬০ পৃ, ২৮·৫ সেমি।
৪১১/র. ঠা.-অ
২ কপি।

অরূপ রতন
কলিকাতা, চিন্তামণি ঘোষ, শান্তি-
নিকেতন প্রেস (বীরভূম), ১৩২৬।
৭৩ পৃ, ২২ সেমি।
৮৯১· ৪৪২৭/র. ঠা.-অ.
২ কপি।

ঐ। ২য় সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪২।
৬৯ পৃ, ১৮·৫ সেমি।
৮৯১·৪৪২৭/র. ঠা.-অ

আকাশ-প্রদীপ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৫।
৭০ পৃ, ২১·৫ সেমি।
৮৯১·৪৪১৯৪/র. ঠা.-আ.
২ কপি।

ঐ। ৩য় সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।
৭৫ পৃ, ২১·৫ সেমি।
৮৯১·৪৪১৯৪/র. ঠা.-আ.

আচার্যের অভিভাষণ (বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষৎ, ১৩৩২)
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩২।
৯ পৃ, ২৪·৫ সেমি।
৮৯১·৪৪৪৫/র. ঠা.

আত্ম পরিচয়

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫০।
১২৭ পৃ, ১৮ ৫ সেমি।
৮৯১'৪৪৪৫/র. ঠা.-আ.

ঐ। ২য় সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫২।
১৩৩ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১'৪৪৪৫/র. ঠা.-আ
৩ কপি।

আত্মশক্তি

কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২।
১৭৪ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১'৪৪৪৫/র. ঠা.-আ ২

আধুনিক সাহিত্য

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।
১৬১ পৃ, ১৭ সেমি।
৮৯১'৪৪৪৫/র. ঠা.-আ ১

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪১।
১৬১ পৃ, ১৭ সেমি।
৮৯১'৪৪৪৫/র. ঠা.-আ ১

আরোগ্য। ৪র্থ সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।
৪৮ পৃ, ২২ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-আ ১

আলোচনা

(প্রেস বা প্রকাশক এবং প্রকাশ তারিখের উল্লেখ নাই)
১৩৩ পৃ, ১৬'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪৪৫/র. ঠা.-আ ৪
২ কপি। ১ কপি ১২০ পৃ, খণ্ডিত।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ২য় সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
৬৬ পৃ, ১৮·৫ সেমি।
৮৯১·৪৪৪৫/র. ঠা./-আ ৩
২ কপি।

ইংরাজি সোপান। ৩য় সং
কলিকাতা, হিতবাদী লাইব্রেরী, ১৩২০।
১ম খণ্ড (৪২ পৃ), ১৫·৫
৪২৮·৬৪/র. ঠা.-ইং ১
৩ কপি।

ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৬।
৬০ পৃ, ১৮ সেমি।
৪২৮·৬৪/র. ঠা.-ইং

ঐ। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৩।
৶০, ৬০ পৃ, ১৮ সেমি।
৪২৮·৬৪/র. ঠা.-ইং

ইংরেজি সহজ শিক্ষা
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩১৬-১৩৫৫।
১ম, ২য় খণ্ড, ১৮·৫ সেমি।
১ম খণ্ড (৪৮পৃ): ১৩১৬, ২কপি; পুনর্মুদ্রণ (৫১পৃ), ১৩৫৫।
২য় খণ্ড (৫৮পৃ): ১৩৩৬; ২য় সং (৭০পৃ), ১৩৪২, ২ কপি;
পুনর্মুদ্রণ (৭৪পৃ), ১৩৫৫।
৪২৮·৬৪/র.ঠা.

উৎসর্গ
কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩২১।
৶০, ১১৬ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১·৪৪১৯৪/র. ঠা.-উ

ঐ। বিশ্বভারতী সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৯।
৶০, ১১৬ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১·৪৪১৯৪/র. ঠা.-উ
২ কপি।

ঐ। নূতন সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫১।
১১৯ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-উ

ঋণ-শোধ (শারদোৎসব)
এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৯২১খ্রী।
৯৬পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১'৪৪২৭/র.ঠা.-ঋ

ঋতু-উৎসব
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৩।
২১৬ পৃ, ২১ সেমি।
৮৯১'৪৪২৭/র. ঠা.-ঋ১
২কপি।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম
কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৩০৮।
৪২পৃ, ১৭'৫ সেমি।
২৯৪.১৪/র.-ঠা.
২কপি।

কড়ি ও কোমল (ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের
পদাবলী সম্বলিত)। ২য় সং
কলিকাতা, ভারতী যন্ত্র, ১৩০১।
।.,১৮৮পৃ, ১৬'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-ক

ঐ। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।
১৬৯ পৃ, ১৭ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-ক
২কপি।

কণিকা
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।
৪০পৃ, ১৭'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-ক৪

ঐ। ৪র্থ সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৫।

।/, ৪০পৃ, ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র, ঠা.-ক৪

কথা

কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৩০৬।

৵., ১১০পৃ, ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র, ঠা.-ক১

ঐ

কলিকাতা, [ ]

৵., ১২২পৃ, ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র, ঠা.-ক১

(আখ্যাপত্র বিনষ্ট)

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।

৵., ১১৩পৃ, ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র, ঠা.-ক১

২কপি। ১কপি পুনর্মুদ্রণ, ১৩৪৫

কথা ও কাহিনী। ৮ম মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩২।

।।., ১১৪, ৩১পৃ, ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র, ঠা.-ক২

কথা ও কাহিনী। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।

১৫৭, (২) পৃ, ১৮ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র, ঠা.-ক২

কবি-কাহিনী (রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ)

কলিকাতা, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সরস্বতী যন্ত্র, ১৯৩৫ সম্বৎ।

৫৩পৃ, ১৭ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র.ঠা.-ক৫

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। ২য় সং

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৯২১ খ্রী।

৩৮ পৃ, ১৮.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪৪৫/র, ঠা.-ক

২ কপি।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪০।
৩৮ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪৫/র. ঠা.-ক

কর্ম্মফল ('কুন্তলীন পুরস্কার' গ্রন্থ হইতে পৃথকীকৃত)
কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেস, ১৩১০।
৬০ পৃ, ১৬.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.

কল্পনা। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৭।
৵, ১৪৪ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ক৩

ঐ। নূতন সং, পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৫।
১৩০ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ক৩
২ কপি।

ঐ। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬।
১৩০ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১. ৪৪১৯৪/র.ঠা.-ক৩

কাব্য-গীতি (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত স্বরলিপিসহ)
কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, ১৩২৬।
৬৭ পৃ, ২৩.৫ সেমি।
৭৮৪/র. ঠা.-কা
২ কপি।

কাব্যগ্রন্থ
এলাহাবাদ, অপূর্বকৃষ্ণ বসু, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৫ খ্রী।
১ম খণ্ড (।৶, ৩৫২ পৃ), ২০.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-কা১

ঐ
কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১০।
২য় খণ্ড (।০, ৬৭, [ঘ] পৃ), ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-কা১

কাব্যগ্রন্থ

কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১০।

৪র্থ খণ্ড (।৴০, ১০৪ [ঙ] পৃ), ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-কা১

ঐ

কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১০।

৬ষ্ঠ খণ্ড (।৶০, ১৯৩ [চ] পৃ), ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-কা১

ঐ

কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১০।

৮ম খণ্ড (১৷৴০, ৩৩৮ পৃ), ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৬/র. ঠা.-কা১

কাব্য গ্রন্থাবলী

কলিকাতা, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়,

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৩০৩।

৷৷০, ৪৭৬ পৃ, ২৮ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪৪/র. ঠা.-কা২

২ কপি।

কাল-মৃগয়া। গীতিনাট্য

কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, আদি

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১২৮৯।

৩৮ পৃ, ২১.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪২৭/র. ঠা.-কা

২ কপি।

কালান্তর। ২য় সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৫।

৩৯১ পৃ, ২০ সেমি।

৮৯১.৪৪৪৫/র ঠা.-কা

ঐ। (রবীন্দ্র বর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা)

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১ খ্রী।

৪১৬ পৃ, ১৮ সেমি।

৮৯১.৪৪৪৫/র.ঠা.-কা

২ কপি।

কালের যাত্রা

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৯।
৩৯ পৃ, ২১.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪২৭/র. ঠা.-কা১
২ কপি।

কাহিনী

কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, [
১৫৬ পৃ, ১৯ সেমি।
৮৯১.৪৪১২৪/র. ঠা.-কা

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৪।
১৫৭ পৃ, ১৯ সেমি।
৮৯১.৪৪১২৪/র. ঠা.-কা

কুরু-পাণ্ডব ✓

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৮।
।৵০, ২৭১ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১২২/র. ঠা.

ঐ। ২য় সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৫।
।০, ২৬৪ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১২২/র. ঠা.

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬।
১১৯ পৃ, ১৭.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১২২/র. ঠা.

কেতকী (স্বরলিপিসহ)

কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১০২৬।
৬৭ পৃ, ২৩ সেমি।
৭৮৪/র. ঠা.-কে

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৫।
৭০ পৃ, ২৩ সেমি।
৭৮৪/র. ঠা.-কে

ক্ষণিকা। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।
৶০, ১৮০ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ক্ষ
২ কপি। ১ কপি ১৩৪৩

খাপছাড়া
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৩।
।০, ১৪৪ পৃ, সচিত্র, ২৪.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-খা
২ কপি।

খেয়া
বোলপুর, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, ১৩১৩।
৩, (গ), ১৭৪ পৃ, ২০.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-খে

ঐ। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৫।
।৶০, ১৪৮ পৃ, ১৯ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-খে

খৃষ্ট (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা)
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬।
৭৫ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
২৩২.৯/র. ঠা.
২ কপি।

গল্প
কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩০৭।
৵০, ২২৯ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ৩

ঐ (খণ্ডিত)
কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩০৭।
৪৫১-৬২০ পৃ, ১৭.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ৩

গল্পগুচ্ছ (প্রবেশিকা পাঠ্য সং)

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।

১২৪ পৃ. ১৮ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

২ কপি।

ঐ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৩।

১ম খণ্ড (৵০, ৩৩১ পৃ), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

২ কপি।

ঐ। নূতন সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।

১ম খণ্ড (৩১৪ পৃ), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬১।

১ম খণ্ড ( ), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ। ২য় মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪১।

২য় খণ্ড (৩৩৩-৭৫৪), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ। নূতন সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫২।

২য় খণ্ড (৪৩৩ পৃ), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ। ৮ম মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।

২য় খণ্ড (৩৩৩-৭৫৪ পৃ), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪২।

৩য় খণ্ড (৭৫৫-১১৪৬ পৃ), ২৩ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

গল্পগুচ্ছ। ৩য় মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬।

৩য় খণ্ড (৫১৭-৭৮১ পৃ), ২৩ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ। ২য় সং

কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, [ ]

৪র্থ খণ্ড (১৯৯ পৃ), ১৬.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

২ কপি।

ঐ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯।

৪র্থ খণ্ড (৩৫৪ পৃ), ২২ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭০।

৪র্থ খণ্ড (৭৮৩-১০৪১ পৃ), ২২ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

ঐ

কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, ১৩১৫।

৫ম খণ্ড (।৵০, ২৩৩ পৃ), ১৬.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ

গল্প চারিটি। ২য় সং

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৯২১ খ্রী।

১২০ পৃ, ১৮ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ১

গল্প সপ্তক

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, [১৩২৩]।

২০৪ পৃঃ, ১৭.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ২

গল্পসল্প

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৮।

৮৪ পৃ, ২১ সেমি।

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-গ৫

২ কপি।

গল্পসল্প। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।
৯৯ পৃ, ২১ সেমি।
৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গ৫

গান
এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৩২৬।
২৪৪, ৷৵০ পৃ, ১৭ সেমি।
৭৮০'৯৫৪৯৫/র. ঠা.-গা

ঐ
কলিকাতা, সিটি বুক সোসাইটি, [ ]
১৲, ৪০০ পৃ, ১৮ সেমি।
৭৮০'৯৫৪৯৫/র. ঠা.-গা

গীত-পঞ্চাশিকা (স্বরলিপি সহিত)
কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, ১৩২৭।
৵০, ১১৮ পৃ, ২৪ সেমি।
৭৮৪/র. ঠা.-গী

গীতবিতান
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৮ -'৬৪।
১ম-৩য় খণ্ড, ২১'৫ সেমি।
১ম খণ্ড (২।৶০, ৩৬৪ পৃ), ১৩৩৮, ২ কপি
১ম ,, নূতন সং (২৮, ২৬৭ পৃ), ১৩৫২
২য় ,, (২।০, ৩৬৫-৬৬৯), ১৩৩৮, ২ কপি
২য় ,, নূতন সং (৩৪, ২৭১-৬১৪ পৃ), ১৩৫৬
৩য় ,, (৸৶০, ১৲, ৬৭০-৮৬৪ পৃ), ১৩৩৯, ২ কপি
৩য় ,, পুনর্মুদ্রণ (৩২, ৬১৭-১০১৮ পৃ), ১৩৫৭
৩য় ,, ২য় সং (৩২, ৬১৭-১০২০ পৃ), ১৯৫৭ খ্রী, ২ কপি
৭৮৪'৯৫৪৯৫/র. ঠা.-গী

গীত-মালিকা (স্বরলিপি সহিত)
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৬।
২য় খণ্ড (৵০, ১৩৬ পৃ), ২৪ সেমি।
৭৮৪/র. ঠা.-গী৪

গীতলিপি (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত স্বরলিপিসহ)
এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৯১১-১৯২২ খ্রী
১ম খণ্ড, ২য় সং (৶০, ৪৭ পৃ), ২৪.৫ সেমি। ১৯২১ খ্রী
২য় ,, (৫০ পৃ), ২৩.৫ সেমি। ১৯২২ খ্রী
৫ম ,, (৪৩ পৃ), ২৩.৫ সেমি। ১৯১১ খ্রী
৭৮৪/র. ঠা.-গী১

গীতলেখা (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত স্বরলিপিসহ)
কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, ১৩২৪-১৩২৭।
১ম খণ্ড (৬১ পৃ), ২৩ সেমি। ১৩২৪, ২ কপি
২য় ,, (৬০ পৃ), ২৩ সেমি। ১৩২৫
৩য় ,, (৬০ পৃ), ২৩ সেমি। ১৩২৭
৭৮৪/র. ঠা.-গী২

গীতাঞ্জলি। ৫ম মুদ্রণ
বীরভূম, জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন, ১৩৩০।
।৶০, ১৭৮ পৃ, ১৭.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী

ঐ। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫২।
(.০), ১৫৭, ৪ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী

ঐ। (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুলভ সং)
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৭।
১৯১ পৃ, ১২ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী

গীতালি। বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৩।
।/০, ১২৪ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী৩
২ কপি।

গীতিচর্চা। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩২।
।/০, ১৬০ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী২
২ কপি।

ঐ। স্বরলিপিসহ। (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা)
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮।
১ম খণ্ড (৩, ১০২ পৃ), ২২ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী২
২ কপি।

গীতি-বীথিকা। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত স্বরলিপিসহ
কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবঃ হাউস, ১৩২৬।
৫৬ পৃ, ২৩ সেমি।
৭৮৪/র. ঠা.-গী৩।

গীতি-মাল্য। ২য় সং
এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৭ খ্রী।
।৵০, ১৩৪ পৃ, ১৮'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী১

ঐ। বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯২৬ খ্রী।
।৵০, ১৩৪ পৃ, ১৮'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-গী১
২ কপি।

গুরু। ২য় পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩১।
৫১ পৃ, ১৮'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪২৭/র. ঠা.-গু

গৃহপ্রবেশ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩২।
১০২ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১'৪৪২৭/র. ঠা.-গৃ

গোড়ায় গলদ
কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১২৯৯।
১৩৬ পৃ, ১৬'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪২৭/র. ঠা.-গো

গোরা

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, [ ]

৬৭৮ পৃ, ১৬'৫ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গো

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।

৬১৫ পৃ, ১৮'৫ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-গো

ঘরে বাইরে

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, ১৯১৬ খ্রী।

২৯৪ পৃ, ১৬ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৬/র. ঠা.-ঘ

২ কপি। ১ কপি ২য় সং, ১৯১৮ খ্রী

চণ্ডালিকা

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪০।

৵০, ৪৫ পৃ, ১৯ সেমি।

৮৯১'৪৪২৭/র. ঠা.-চ

ঐ। নৃত্যনাট্য

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৪।

।০, ৩১ পৃ, ২৪'৫ সেমি।

৮৯১'৪৪২৪/র.ঠা.-চ

ঐ (স্বরলিপিসহ)

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৫।

১১০ পৃ, ২৪'৫ সেমি।

৮৯১'৪৪২৭/র. ঠা.-চ

চতুরঙ্গ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪১।

১০, ১৪৪ পৃ, ১৮'৫ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-চ

চার অধ্যায়। ২য় মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪২।

১৩৮ পৃ, ১৮'৫ সেমি।

৮৯১'৪৪৩৪/র. ঠা.-চা

২ কপি।

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮।

১১৬ পৃ, ১৮·৫ সেমি।

৮৯১·৪৪৩৪/র. ঠা.-চা

চারিত্র পূজা। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৭।

১০৪ পৃ, ১৭·৫ সেমি।

৯২৩/র. ঠা.-চা

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৩।

১০৮ পৃ, ১৭·৫ সেমি।

৯২৩/র. ঠা.-চা

কলিকাতা, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স, [ ]

১০৪ পৃ, ১৮ সেমি।

৯২৩/র. ঠা.-চা

চিঠি-পত্র

কলিকাতা, শরৎকুমার লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোং ১৮৮৭ খ্রী।

৬৯ পৃ, ১৬·৫ সেমি।

৮৯১·৪৪৬/র ঠা.

২ কপি। ১ কপি ১৮৮৮ খ্রী

ঐ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯-১৩৭১।

১ম-৯ম খণ্ড, ১৮ সেমি।

১ম খণ্ড (১১০ পৃ), ১৩৪৯

২য় " (১১৭ পৃ), ১৩৪৯

৩য় " (৫,১৫৪ পৃ), ১৩৩৯, ২ কপি

৪র্থ " (২৪৫ পৃ), ১৩৫০, ২ কপি

৫ম " (৩২৩ পৃ), ১৩৫২, ২ কপি

৬ষ্ঠ " (২৬২ পৃ), ১৯৫৭ খ্রী, ২ কপি

৭ম " (১৮৯ পৃ), ১৩৬৭ (রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা), ২ কপি

৮ম " (৩২৮ পৃ), ১৩৭০ (প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত),
২ কপি
৯ম " (৫২০ পৃ), ১৩৭১ (হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত),
২ কপি

৮৯১'৪৪৬/র. ঠা.

চিত্র বিচিত্র

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬১।
৮৮ পৃ, ১৯ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-চি ১
২ কপি।

ঐ। ২য় সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।
৮৮ পৃ, ১৯ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-চি ১

ঐ। ৩য় সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।
৮৯ পৃ, ১৯ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-চি১
২ কপি।

চিত্রা

কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৩০২।
৵০, ১৫১ পৃ, ১৭'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-চি

ঐ। নূতন সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫১।
।৵০, ১৫২ পৃ, ১৭'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-চি

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।
১৭১ পৃ, ১৭'৫ সেমি।
৮৯১'৪৪১৯৪/র. ঠা.-চি

চিত্রাঙ্গদা। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৬।
৭০ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪২৭/র. ঠা.-চি১

ঐ। বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪১।
৭০ পৃ, ১৭.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪২৭/র. ঠা.-চি১

চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য)। পুনর্মুদ্রণ (স্বরবিতান ১৭)
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
১১২ পৃ, ২৪.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪২৭/র. ঠা.-চি ১
২ কপি।

চিরকুমার সভা। ৫ম বিশ্বভারতী সং
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫০।
২১১ পৃ, ১৮ সেমি।
৮৯১.৪৪২৭/র. ঠা.-চি

চৈতালি। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৪।
।০, ৮০ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-চৈ
২ কপি।

ঐ। পুনর্মুদ্রণ
কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।
১০৩ পৃ, ১৮.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-চৈ

চোখের বালি
কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩০৯।
৩৩৮ পৃ, ১৭.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-চো

ঐ। ২য় সং
কলিকাতা, বসুমতী অফিস, ১৩১৩।
৩৩৮ পৃ, ১৭.৫ সেমি।
৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-চো

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।

২৭৫ পৃ, ১৭.৫ সেমি

৮৯১.৪৪৩৪/র. ঠা.-চো

ছড়া। ১ম সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৮।

৵০, ৫২ পৃ, ২২ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ছ

ছড়ার ছবি। ১ম সং (নন্দলাল বসু -অঙ্কিত চিত্র)

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৪।

৵০, ৯৩ পৃ, ২৪.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ছ১

২ কপি।

ছন্দ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৩।

২৩৮ পৃ, ১৮ সেমি।

৮০৮.১/র. ঠা.

ঐ। (প্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত)।

পরিবর্ধিত সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯।

৫৭১ পৃ, ১৯ সেমি।

৮০৮.১/র. ঠা.

ছবি ও গান

কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, আদি

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৮০৫ শক।

৵০, ১০৪ পৃ, ১৬.৫ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ছ ২

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৩৫।

৮০ পৃ, ১৭ সেমি।

৮৯১.৪৪১৯৪/র. ঠা.-ছ ২

২ কপি। ১ কপি, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৫

ছিন্নপত্র ২য় মুদ্রণ

কলিকাতা. বিশ্বভারতী. ১৩৫৫।

৩৪৯ পৃ. ১৮·৫ সেমি।

৮৯১·৪৪৬/র. ঠা.-ছি

২ কপি। ১ কপি. ৫ম মুদ্রণ, ১৩৬৫

ছিন্নপত্রাবলী (ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী)।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা (পত্রধারা)

কলিকাতা, বিশ্বভারতী. ১৯৬০ খ্রী।

২, ৫২০ পৃ, সচিত্র, ২২ সেমি।

৮৯১·৪৪৬/র. ঠা.-ছি

২ কপি।

ছুটির পড়া

কলিকাতা. হিতবাদী লাইব্রেরী, ১৯০৯ খ্রী।

১১৪ পৃ. ১৮ সেমি।

৪৯১·৪৪০৮৬/র. ঠা.-ছু

২ কপি।

ঐ। পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা, বিশ্বভারতী. ১৩৪৫।

১১৮ পৃ. ১৮ সেমি।

৪৯১·৪৪০৮৬/র. ঠা.-ছু

ছেলেবেলা

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৭।

৵০, ৮৭ পৃ. ২১.৫ সেমি।

৯২৮/র. ঠা.-ছে

ঐ। ২য় সং

কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৮।

।।০, ৯৫ পৃ, ২১·৫ সেমি।

৯২৮/র. ঠা.-ছে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিসপ্ততিতমবর্ষের কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিসপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশন ও ৭৪ তম প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৩ তম বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি।

গত বৎসরে যে কয়জন সাহিত্যিক, সাহিত্যসেবী এ-জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন আমরা তাঁহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং রবীন্দ্রনাথের সহচর ডক্টর কালিদাস নাগ, বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মণ, খ্যাতিমান আইনবিদ ডক্টর রাধাবিনোদ পাল, পরশুরামের অন্তরঙ্গ বন্ধু শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, জ্যোতিবী পণ্ডিত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সরকার ও বেলাবাসিনী গুহ আলোচ্যবর্ষে পরলোক গমন করেন। ডক্টর কালিদাস নাগ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ও ছাত্রাধ্যক্ষ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য এবং নরেন্দ্রনাথ সরকার আয়-ব্যয় সমিতির সভ্য ছিলেন। বেলাবাসিনী গুহ সহায়ক সদস্য ছিলেন।

আমাদের সভ্যগণের মধ্যে কয়েকজন নানাভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরোজিনী পদক দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। আমরা ইঁহাদের যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

বান্ধব—শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট সদস্য—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার দে।

আজীবন সদস্য—সর্বশ্রী বিমলাচরণ লাহা, সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, লীলামোহন সিংহ রায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারি-মোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, তপন-মোহন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রমোহন বিদ, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নির্মলকুমার বসু, মহিমচন্দ্র ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভুভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র

সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রণজিতকুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বসু, বলাইচাঁদ কুণ্ডু, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ ও এ. পি. সরকার।

সাধারণ সদস্য : শহর—৭৯৬

মফঃস্বল সদস্য—৩৭

১৩৭৩ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণ :—

সভাপতি—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

সহকারী সভাপতি—শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীনির্মলকুমার বস।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য : সর্বশ্রী আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, উষা সেন, কল্যাণী দত্ত, কামিনীকুমার রায়, কাঞ্চনকুমার দাস, কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, জগদীশ চন্দ্র সিংহ, ত্রিদিবনাথ রায়, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, দেবীপদ ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, মনোমোহন ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শাখা পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য :

সর্বশ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,—গৌহাটি শাখা।

লক্ষ্মীকান্ত নাগ—বিষ্ণুপুর শাখা। (বাঁকুড়া)

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া শাখা।

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর শাখা।
বিপ্লবকুমার দাস—কলিকাতা পৌর-প্রতিনিধি।

॥ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণী ॥

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও কার্যনির্বাহক সমিতি পরিষদের সকল কার্য পরিচালনা করেন। আলোচ্যবর্ষে মোট নয়টি অধিবেশন হইয়াছে।

পূর্বপূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-গ্রন্থাগার-গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি শাখা সভা ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়।

এ বৎসরে যে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালার অন্তর্গত যোগীন্দ্রনাথ সরকার নূতন প্রকাশিত হইয়াছে।

২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরবাহু, বৃত্রসংহার কাব্য, চিত্তবিকাশ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিবিধকাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক গ্রন্থগুলি পুনঃমুদ্রিত হইয়াছে।

৩। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার ১৩৭০ সালের ১ম—৪র্থ সংখ্যা, মুদ্রিত হইতেছে এবং ১৩৭২ সালের ১ম—৪র্থ সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি বর্তমান বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

শাখা পরিষদ—আলোচ্যবর্ষে নৈহাটী, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলং, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, উত্তরপাড়া ও গৌহাটি শাখাগুলি কর্তৃক যথাক্রমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মোৎসব। নৈহাটী সাহিত্য সম্মেলন এবং মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক নিবেদিতা জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব, ও রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব পালিত হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে আসামে 'কাছাড় শাখা-পরিষদ' স্থাপিত হইয়াছে।

॥ বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ॥

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :—

১। বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি—শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত।

২। কমলা বক্তৃতা সমিতি—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

৩। জগত্তারিণী স্বর্ণপদক সমিতি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

৪। সরোজিনী বসু পদক সমিতি—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা সমিতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

৬। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

(খ) Fifth all India National Language Convention শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ।

(গ) দিল্লীস্থ সাহিত্য আকাডেমির জেনারেল কাউন্সিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্বের জন্য তিনজন সদস্যের নামের—প্যানেল গঠন বিষয়ে নিম্নলিখিত তিনজন সাহিত্যিকের নাম প্রেরিত হইয়াছে :—

(১) শ্রীরাধারাণী দেবী (২) শ্রীপুলিনবিহারী সেন (৩) শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

(ঘ) P. E. N. পরিচালিত চণ্ডীগড়ে All India writer's conference—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

(ঙ) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লীর পরিচালন সমিতিতে—কুমারেশ ঘোষ।

(চ) নৈহাটিস্থ ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা সমিতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

॥ পুথিশালা ॥

আলোচ্যবর্ষে পুথিশালায় কোনও পুথি উপহার পাওয়া যায় নাই, পূর্ব সঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে মাত্র (৬) ছয়খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার (৩) তিনখানি সংস্কৃত ও (৩) তিনখানি বাঙ্গালা পুথি। এই (৬) ছয়খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে সর্বপ্রকার পুথির সংখ্যা হইয়াছে ৬২৪৪। ইহাদের বিষয় বিভাগ এইরূপ :—

(১)	বাংলা পুথি—	৩৩৮৫
(২)	সংস্কৃত পুথি—	২৬০২
(৩)	তিব্বতী পুথি—	২৪৪
(৪)	ফার্সী পুথি—	১৩
	মোট—	৬২৪৪

পরিষদের সদস্য ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগিগণের মধ্যে অনেকের গৃহে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন পুথি আছে এবং ক্রমশঃ তাহা অযত্নে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা যদি সেই পুথিগুলি অনুগ্রহপূর্বক পরিষদের পুথিশালায় দান করেন, তবে তাহা সুরক্ষিত হইয়া, প্রাচীন বঙ্গভাষা-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের উপকারে আসিতে পারে।

বাঙ্গালা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা আলোচ্য বর্ষে ২৮০০ সংখ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। বহু সদস্য ও গবেষণাকারী পণ্ডিত পুথিশালায় বসিয়া পুথি পাঠ, নকল ও আলোচনা করিয়াছেন।

॥ গ্রন্থাগার ॥

আলোচ্যবর্ষে পরিষদের প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ

করেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতি উক্ত পদে পরিষদের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তীকে নিয়োগ করেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কাজ যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এই বৎসর গ্রন্থাগার মোট ১৫৩ দিন খোলা ছিল এবং মোট ১৯৯৬ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করিয়াছেন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক প্রায় ৮ জন)। ইহার মধ্যে দিনে সর্বোচ্চ-উপস্থিতির সংখ্যা ১৯।

এই বৎসর মোট ১০৩২৫ খানি পুস্তক আদান প্রদান হইয়াছে, ইহার মধ্যে পাঠকক্ষে ৬০৮১ খানি এবং লেনদেন বিভাগে ৪২৪৪ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪০·৮ খানি পুস্তকের মধ্যে পাঠকক্ষে ২৪ খানি এবং লেনদেন বিভাগে ১৬·৮) পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে।

বিষয়ানুযায়ী এবং ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হইল :

॥ বিষয়ানুযায়ী ॥

বিষয়	পাঠকক্ষ	লেনদেন	মোট
দর্শন (১০০)	৩৭	৯০	১৩৭
ধর্ম (২০০)	১৪১	১৮৫	৩২৬
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	২০৫	৭৮	২৮৩
ভাষাতত্ত্ব (৪০০)	৬৮	১০	৭৮
বিজ্ঞান (৫০০)	২৩	১৫	৩৮
ব্যবহারিক বিজ্ঞান (৬০০)	৭	১০	১৭
শিল্পকলা (৭০০)	৭৮	৭৭	১৫৫
সাহিত্য (৮০০)	১৫৯২	৩২৫৬	৪৮৪৮
ভূগোল (৯১০)	৫৩	৭৬	১২৯
জীবনী (৯২০)	৩০৭	২৫৬	৫৬৩
ইতিহাস (৯০০, ৯৩০-৯৯০)	২৮৪	১২০	৪০৪
সহায়ক গ্রন্থ (Ref. book)	১৯৮	৫৬	২৫৪
পত্র-পত্রিকা	৩০৭৮	১৫	৩০৯৩
মোট	৬০৮১	৪২৪৪	১০৩২৫

ভাষানুযায়ী ॥

ভাষা	পাঠকক্ষ	লেনদেন	মোট
বাংলা	৫৪৮৬	৪০৩০	৯৫১৬
ইংরাজী	৫৪৯	১৮৪	৭৩৩
সংস্কৃত	৪৬	৩০	৭৬
মোট	৬০৮১	৪২৪৪	১০৩২৫

ইহা ছাড়া, এই বৎসর 'ইণ্টার লাইব্রেরী লোন' ব্যবস্থায় পরিষদ গ্রন্থাগার মোট ১৫ খানি গ্রন্থ ধারস্বরূপ প্রদান করিয়াছে এবং দুইখানি গ্রন্থ ধারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে 'সাধারণ সংগ্রহের' এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে 'যতীন্দ্রনাথ পাল সংগ্রহে'র, পঞ্জীকৃত পুস্তক সংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে :

সাধারণ সংগ্রহ

বাংলা	১৬৭৫৯
ইংরাজী	১০৪৬২
সংস্কৃত	১৪৭৯
অসমীয়া	১২১
হিন্দী ও অন্যান্য	১৫

[সাময়িক পত্র]

বাংলা	৫৭৮
ইংরাজী	৪৭৮

যতীন্দ্রনাথ পাল সংগ্রহ

বাংলা	১৭৬০
ইংরাজী	৬৭৪৪

এই বৎসর মোট ৯ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে এবং মোট ১৫২১ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। উপহৃত পুস্তকের মধ্যে ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে কর্তৃক প্রদত্ত ১০০১ খানি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষের শেষার্ধে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশকের নিকট গ্রন্থদানের আবেদন করিয়া বেশ সাড়া পাওয়া গিয়াছে। আবেদনের উত্তরে গ্রন্থদান করিয়া যে সকল প্রকাশক পরিষদ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, এ. কে. সরকার এণ্ড কোং, গ্রন্থনিলয়, জিজ্ঞাসা বিচিত্রা, ভারতী লাইব্রেরী, মণ্ডল বুক হাউস ও রূপা অ্যাণ্ড কোং-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত আলোচ্যবর্ষে প্রায় ১০০ খানি সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে পরিষদ গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ আসিয়াছে। পরিষদ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদি উপহার প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এবং প্রকাশকবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভরসা রাখি,

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী সকল ব্যক্তি এবং প্রকাশক সংস্থা পরিষদ গ্রন্থাগারকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে অধিকসংখ্যক পাঠকের সমাবেশ হইতেছে এবং ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। কার্যনির্বাহক সমিতি বর্তমান পুস্তক আদান-প্রদান ব্যবস্থার সুসংস্কার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

পাঠকক্ষের বর্তমান আসন ব্যবস্থা ব্যবহারের দিক দিয়া নানাভাবে অসুবিধাজনক এবং ইহার সংখ্যাও অপ্রতুল। চেয়ারের ব্যবস্থা করিয়া বেঞ্চি সরাইয়া ফেলা একান্ত কর্তব্য। তজ্জন্য অন্তত: ২৫ খানি চেয়ারের আশু প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় তাহা দ্রুত সম্ভব হইতেছে না।

অর্থাভাবশতঃ পুস্তক ক্রয়, বাঁধাই, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজও প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর হইতেছে না। গ্রন্থাগারে অবিরত ব্যবহারের ফলে ছিন্ন গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এগুলির বাঁধাই এবং পরিচর্যার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। একটি Thymol chamber এবং একটি Hand lamination unit-এর নিতান্তই প্রয়োজন। সরকার এবং সহৃদয় জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত এ অবস্থা হইতে উদ্ধারের আশা নাই। বহুকাল যাবৎ গ্রন্থাগারে সঞ্চিত বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত পত্রিকাগুলির বাঁধান সম্ভবপর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষের শেষার্ধে কার্যনির্বাহক সমিতি পত্রিকা এবং পুস্তক বাঁধাই-এর জন্য মাসিক একশত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য।

॥ ভারতকোষ ॥

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতকোষ ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ করিতে হইলে ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড প্রত্যেকটি ১০০ ফর্মা সমন্বিত করা অত্যাবশ্যক। ৩য় খণ্ডের কাজ বর্তমানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং ৭৫ ফর্মা পর্যন্ত অদ্যাবধি ছাপা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আশা করা যায় পূজাবকাশের অব্যবহিত পরই ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

ভারতকোষের কর্মসচিব শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগত বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন এবং অদ্যাবধি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে সাময়িকভাবে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতকোষের সম্পাদনকার্যে বহু কর্মী এবং পণ্ডিতবন্ধুগণের যেরূপ অকুণ্ঠিত সহযোগিতা লব্ধ হইয়াছে তাহার জন্য পরিষদ্ সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

ভারতের সর্বোচ্চ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা বিষয়ে যে আদর্শ সরকারীভাবে গৃহীত হইতে চলিয়াছে সে অবস্থায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এক নূতন

দায়িত্বের সম্মুখীন হইয়াছে। আমাদের সভ্যগণের সহায়তায় আমরা সে দায়িত্ব পূরণ করিতে পারিব, এরূপ আশা করি। ইতিমধ্যে রাজ্যসরকারের কর্মচারীগণের পরীক্ষার্থ বাঙ্গালা প্রশ্নপত্র রচনা করার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল এবং কার্যনির্বাহক সমিতি সেই কার্যের ভার এক উপসমিতির উপরে ন্যস্ত করেন।

পরিষদের আর্থিক উন্নতিবিধান কল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমরা যে আবেদন করিয়াছি এবং সে বিষয়ে যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্তমান কার্যবিবরণ সমাপ্ত করিব।

আমরা ঝাগ্রড়াম বা লালগোলা প্রভৃতি বিভিন্ন তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থাবলী মুদ্রণের যে চেষ্টা এতকাল করিয়া আসিয়াছি, তাহা এখন আর পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। মুদ্রণের মূল্য, কাগজ এবং বাঁধাইয়ের দাম সবই পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পরিষদের যাবতীয় গ্রন্থমুদ্রণের জন্য উপযুক্ত সহায়তার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। এ-বিষয়ে কিছুদিন যাবৎ পত্রালাপ চলিতেছে—এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ইহার সুফল দৃষ্ট হইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
সভাপতি	সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

চতুঃসপ্ততিতম বর্ষের জন্য নির্বাচিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ ও কার্য্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দের নাম :—

॥ কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ ॥

সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, (ঐতিহাসিক)

সহকারী সভাপতি : সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (জাতীয় অধ্যাপক) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, (অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত) জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, (লেখক) নরেন্দ্র দেব, (সাহিত্যিক), যোগেশচন্দ্র বাগল (সাহিতিাক), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (সাহিত্যিক), কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (ডাক্তার ও লেখক), নির্মলকুমার বসু (কমিশনার তপশীল জাতি),

সম্পাদক : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী (সাহিত্যিক, অধ্যাপক)

সহকারী সম্পাদক : শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন (সাহিত্যিক), শ্রীপ্রবোধকুমার দাস (সাহিত্যিক)।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ (জমিদার)।

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি)।

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (সাহিত্যিক, অধ্যাপক)।

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীদেবজ্যোতি দাশ (অধ্যাপক)।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য : সর্বশ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য (অধ্যাপক ও সাহিত্যিক)। পুলিনবিহারী সেন (সাহিত্যিক), দেবীপদ ভট্টাচার্য (সাহিত্যিক ও অধ্যাপক), শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় (সাহিত্যিক), কুমারেশ ঘোষ (সাহিত্যিক), ত্রিদিবনাথ রায় (সাহিত্যিক ও অধ্যাপক), মনোমোহন ঘোষ (সাহিত্যিক), রথীন্দ্রনাথ রায় (সাহিত্যিক ও অধ্যাপক), হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), লীলামোহন সিংহরায় (জমিদার), দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), অজয় হোম (সাহিত্যিক), ঊষা সেন (সাহিত্যিক), কল্যাণী দত্ত (সাহিত্যিক), হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), কামিনীকুমার রায় (সাহিত্যিক), বিমলেন্দুনারায়ণ রায় (ডাক্তার), কানাইচন্দ্র পাল (ব্যারিস্টার) সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (লেখক)।

পৌর প্রতিনিধি : শ্রীবিপ্লবকুমার দাস।

॥ শাখা প্রতিনিধি ॥

মেদিনীপুর শাখা : শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)।

গৌহাটি শাখা : শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সাহিত্যিক ও অধ্যাপক)

উত্তরপাড়া শাখা : শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)।

বিষ্ণুপুর শাখা (বাঁকুড়া) : শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুঃসপ্ততিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুঃসপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্য-বৃন্দকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৪ তম বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে বিগত বৎসরে বাংলার যে কয়জন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবী এ-জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন আমরা তাঁহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি এবং তাঁহাদের আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর সুশীলকুমার দে বিগত ১৩২৪ বঙ্গাব্দ হইতে আমৃত্যু পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষের পদে আসীন থাকিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। ডঃ দে দীর্ঘদিন পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিগত ১৬ই মাঘ ১৩৭৪ তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে পরিষদও তাহার একজন বিশেষ হিতৈষী হারাইয়াছে। ডঃ দে ছাত্রাবস্থা হইতেই পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পরিষদের উন্নয়নে তাঁহার অবদান বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। গত ১৮ই বৈশাখ ১৩৭৫ তাঁর স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদ সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

ডক্টর প্রিয়রঞ্জন সেন, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায়, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসেবীগণকেও আমাদের হারাইতে হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধক্ষ্যের পদে আসীন থাকিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণের মধ্যে প্রফুল্লকুমার সিংহ, মহিমচন্দ্র ঘোষ, 'মৌমাছি'-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার ও কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী কনকলতা দত্ত এবং পরিষদের প্রাচীন কর্মী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য আলোচ্য বর্ষে তিরোধান করিয়াছেন।

পরিষদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বৎসর পরিষদ মন্দিরের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও জনসংযোগের চেষ্টা করা হইয়াছে। তদনুযায়ী পরিষদ পাঠকক্ষের পুনর্বিন্যাস আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহাতে কাজের যেমন সুবিধা হইয়াছে স্থানেরও তেমনি প্রসার ঘটিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে দুইটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রদর্শনী সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রদর্শনীটি খোলা রাখা হয় এবং পাঁচ শতাধিক দর্শক সমাগম হয়। বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পত্র পত্রিকা প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রদর্শনীর বিভিন্ন অংশে আলোক চিত্র সহ প্রদর্শনীর সংবাদ বিজ্ঞাপিত হওয়ায় আশাতীত জনসমাগম হয় এবং দর্শকগণের মধ্যে এ বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হয়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিগত ৯ শ্রাবণ ১৩৭৫ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উক্ত দিবসে বাংলা দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী গুনীর সমাগমে উৎসব সবিশেষ সাফল্যমণ্ডিত ও সুসম্পন্ন হয়। পরিষদ সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রতিষ্ঠা উৎসবে ভাষণ প্রদাণ করেন। জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কবি, ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেব মহাশয়। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধারাণী দেবী, অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত পুস্তকের প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। এই বৎসর পরিষদ-আয়োজিত ইহা দ্বিতীয় প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী রূপায়নে পুস্তকাদি প্রদান করিয়া যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রখ্যাত 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) জন্মশতবার্ষিকী সভা বিগত ২২ শ্রাবণ ১৩৭৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ ভবতোষ দত্ত, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় প্রমুখ বক্তাগণ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একাধিক বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিলেন।

আলোচ্য বৎসরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইতেছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দের ঘটনা সন্দেহ নাই। এতদুপলক্ষে বর্তমান বৎসরে জয়ন্তী উৎসবটি যথাযোগ্য গুরুত্বের সহিত পালন করিবার নিমিত্ত মাননীয় সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি জয়ন্তী উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :—

১। জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ :—

(ক) সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

(খ) পরিষদ্-পরিচয়-এ বর্তমান কালপর্যন্ত বিবরণ সন্নিবেশ।

২। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান।

৩। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কিত পুস্তকের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

৪। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা সভার আয়োজন।

৫। ভারতকোষের জন্য নূতন ১০০০ গ্রাহক গ্রহণ।

এই জয়ন্তী বৎসরে উপনীত হইয়া পরিষদের অভাব অভিযোগগুলি পুনরায় নিবেদন করিতেছি। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের উদ্বর্তপত্র আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে গত বৎসরের আয় মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে—(ক) চাঁদা, (খ) গ্রন্থবিক্রয় ও (গ) সরকারী অর্থসাহায্য। এই তিনখাতে ১৩৭৪ সালে যথাক্রমে ৬৯৯৩৲, ৫৮২১৲ এবং ৮৫৪০৲ মোট—২১,৩৫৪৲ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য যে মাত্র ২১,০০০৲ টাকা আয়ের উপর নির্ভর করিয়া পরিষদের কার্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অতীতের সুলভ সময়ের সঙ্গে বর্তমান কালের মহার্ঘতার কোন তুলনাই চলে না। বর্তমানে এই আয়ে পরিষদ চালান অসম্ভব ইহা বলাই বাহুল্য। কেবল মাত্র বেতনভাতা, ডাক খরচ ও চাঁদা আদায় খরচই প্রায় ২২,৫০০৲ টাকা হইয়া থাকে। এই সকল কারণে প্রতি বৎসর প্রায় ৯/১০ হাজার টাকার মত ঘাটতি হইতেছে এবং কোনওরূপ বিশেষ কার্য, পুস্তকাদি প্রকাশ অথবা ব্যয়সাধ্য কোনও পরিকল্পনার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব হইতেছে। এই বিষয়ের প্রতি সহৃদয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিষদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে এবং ৭৫ বৎসর জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনার্থে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন ইহাই আশাকরি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অর্থাভাবের স্থায়ী সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। বিগত ১৫ই পৌষ ১৩৭৪ মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন মহাশয় বেসরকারী ভাবে পরিষদ পরিদর্শনে আসিলে পরিষদের সমস্যা ও আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করা হয়। শ্রীত্রিগুণা সেন মহাশয় এবিষয়ে যথাসাধ্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকে আবেদন পত্রাদি যথারীতি পাঠান হইয়াছে।

১৩৭৪ বঙ্গাব্দে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—

বান্ধব সদস্য— ১, বিশিষ্ট সদস্য—৩, আজীবন সদস্য—৬০ ইঁহাদের নাম পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য। সাধারণ সদস্য—

শহর—৭৪৬ মফঃস্বল—৪১

এই বৎসর শ্রদ্ধেয় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতি ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের কার্যাদি পরিচালনা করেন। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'খ'-এ উল্লিখিত হইল। এই কার্যনির্বাহক সমিতি ১৩৭৪ সালের

আশ্বিন মাস হইতে ছয়বার মিলিত হন। প্রথম সভা ১৩ই আশ্বিন, ১৩৭৪ ও শেষ ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৭৫ অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বৎসরেও সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস গ্রন্থাগার-গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি শাখা-সমিতি ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয় এবং যথারীতি মিলিত হয়। সাহিত-পরিষদ্ পত্রিকার ১৩৭২ সালের ১-৪র্থ সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধির নাম পরিশিষ্ট 'গ'-এ দ্রষ্টব্য।

পুথিশালা :

পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্যবর্ষে নূতন কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। এ বৎসর মোট ৩০ জন পাঠক-পাঠিকা পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন ও একখানি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুথির মাইক্রোফিল্ম করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আমরা এ বৎসর পুথিশালার প্রবীণ কর্মী পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরলোক গমনে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

গ্রন্থাগার :

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কাজ যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে এবং কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশোধিত নিয়মাবলী চালু হইয়াছে। এই বৎসর গ্রন্থাগার মোট ২৫৯ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৬০৬০ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৩·৩৯ জন। ইহার মধ্যে দিনে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ৪১ জন।

এই বৎসর গ্রন্থাগারে লেনদেন পত্রকের সাহায্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে ও মোট ১৫,১৮৭ খানি পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে। ইহার মধ্যে লেনদেন বিভাগে ৫৮৯৪ খানি, পাঠকক্ষে ৯২৯৩ খানি অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৫৮·৬৩ খানি পুস্তকের মধ্যে লেনদেন বিভাগে ২২·৭৫ খানি ও পাঠকক্ষে ৩৫·৮৮ খানি পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিষয়ানুযায়ী :

বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	১৪৫	৭৪	২১৯
ধর্ম (২০০)	৩৩৯	৩৩৫	৬৭৪
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	৮৬	১৯৫	২৮১
শিক্ষা (৩৭০)	২২	৩৬	৫৮
ভাষাতত্ত্ব (৪০০)	১৫	১০৮	১২৩
বিজ্ঞান (৫০০)	৪৫	২২	৬৭

বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
ব্যবহারিক (যন্ত্র) বিজ্ঞান (৬০০)	৩১	৩০	৬১
শিল্পকলা (৭০০)	৪০	৩২	৭২
সঙ্গীত (৭৮০)	৭৫	১২১	১৯৬
সাহিত্য (৮০০)	৪,২৯০	২,২৩৮	৬,৫২৮
ভূগোল, বর্ণনা, ভ্রমণ (৯১০)	১১৪	৫৫	১৬৯
জীবনী (৯২০)	৪৪০	৩৭১	৮১১
ইতিহাস (৯০০, ৯৩০-৯৯৯)	১৭৩	৪৫৫	৬২৮
সহায়ক গ্রন্থ (ref. books)	৭৫	৩৫৩	৪২৮
পত্র পত্রিকা	৪	৪.৮৬৮	৪,৮৭২
মোট—	৫,৮৯৪	৯,২৯৩	১১,১৮৭
বাংলা	৫,৬০২	৮ ৪১০	১৪,০১২
ইংরেজী	২৫১	৮০৩	১,০৫৪
সংস্কৃত	৪১	৮০	১২১
মোট—	৫,৮৯৪	৯,২৯৩	১৫,১৮৭

ইহা ব্যতীত এ বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ইন্টার লাইব্রেরী লোন ব্যবস্থায় এশিয়াটিক সোসাইটিকে ৮ খানি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে ১ খানি, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীকে ২ খানি ও অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীকে ১ খানি মোট এই ১২ খানি গ্রন্থ ধার স্বরূপ প্রদান করিয়াছে ও এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১ খানি গ্রন্থ ধারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

সাধারণ সংগ্রহের অন্তর্গত 'রবীন্দ্র সংগ্রহ' ব্যতীত এবৎসর 'গান্ধী সংগ্রহ', 'অরবিন্দ সংগ্রহ' ও 'অসমীয়া কর্ণার' খোলা হইয়াছে। এই 'অসমীয়া কর্ণার' খোলার ব্যাপারে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ, আসাম পাব্লিকেশন বোর্ড ও অন্যান্য অসমীয়া গ্রন্থের প্রকাশকদের নিকট হইতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য তাঁহাদের আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

লোকাভাবে গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের কাজ এবৎসর আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। সাধারণ সংগ্রহের ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের পঞ্জীকৃত (Indexed) পুস্তকের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ :

বিদ্যাসাগর	৩,২৭৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	১,০৯৫
রামেন্দ্রসুন্দর	১,৭৭৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২,২০৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৯৫
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫২৮
বিনয়কৃষ্ণ দেব	৫৭৮
যতীন্দ্রনাথ পাল	৯,২২৫
	১৯,৬৭০

সাধারণ সংগ্রহ :

বাংলা	১৭,২৬৭
সংস্কৃত	১,৪৮৬
ইংরেজী	১০,৭৯৯
হিন্দী	১২
অসমীয়া	১৪৭
অন্যান্য	৫

সাময়িক পত্র :

ইংরেজী	১,৪৮৩
বাংলা	৯৩১
	৫১,৮০০
ছাপানো তালিকা :	১৩,৫৪৭
সর্ব মোট —	৬৫,৩৪৭

অধুনালুপ্ত 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'র ২,২৫০ খানি বই এবৎসর পরিষদ্-গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ আসিয়াছে। বইগুলি প্রাচীন ও জীর্ণ, আশু বাঁধাইএর ব্যবস্থা করিতে না পারিলে রক্ষা করা কঠিন হইবে। এ বৎসর যথারীতি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে ও ৭১৫ খানা পুস্তক (৪,৩৯৬·৫০ টাকা) উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রকাশকদের নিকট গ্রন্থ দানের আবেদন করিয়া বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই আবেদনের ফলে যে সমস্ত প্রকাশক গ্রন্থদানে পরিষৎ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম পত্রিকার পৃথক তালিকায় দেওয়া হইল। ইহা ব্যতীত এ বৎসর প্রায় ১০০ খানি পত্র পত্রিকা পরিষদ্ গ্রন্থাগারে নিয়মিত ভাবে আসিয়াছে।

পরিষদ্-গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদি ও পত্র পত্রিকা উপহার প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ও প্রকাশকদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও প্রকাশন সংস্থা পরিষদ-গ্রন্থাগারকে নিয়মিত পুস্তক উপহার দানে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন।

পরিষদের পাঠকক্ষে বর্ত্তমানে অধিক সংখ্যক পাঠকের সমাবেশ হইতেছে। এই সংখ্যার সঙ্গে অনুপাত রাখিয়া পাঠকক্ষের আসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুস্তক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনানুরূপ না হইলেও মোটামুটি ভাবে অগ্রসর হইতেছে। অর্থাভাবে Theymol chamber এর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু পরিষদ কর্মীদের একান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে আমরা একটি Vacum Fumigation Chamber-এর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি। ইহা ব্যতীত hand lemination unit গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থাও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কয়েকটি প্রাচীন পুঁথির microfilm-এর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ পুস্তক ক্রয়, বাঁধাই ও সংরক্ষণ ইত্যাদির কাজ প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর না হওয়ায় গ্রন্থাগারে অবিরত ব্যবহারের ফলে ছিন্ন গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতকোষ :

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ভারতকোষের তৃতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের মুদ্রণ কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং বর্তমান বৎসরের মধ্যেই মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন হইবে আশা করা যায়।

আমরা ঝাড়গ্রাম এবং লালগোলা প্রভৃতি বিবিধ তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া এতকাল গ্রন্থাবলী মুদ্রণের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশের ব্যয় ভার এত অধিক হইয়াছে যে পুস্তক প্রকাশ ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক প্রকাশের জন্য বিশেষ তহবিল যাহাতে গড়িয়া তোলা যায় তাহার জন্য সদস্যগণ এবং বঙ্গভাষার সেবকগণের নিকট আবেদন করিতেছি।

আলোচ্যবর্ষে পরিষদের সেবার জন্য যতটুকু কার্য করিতে পারিয়াছি তাহার মধ্যে নানা ভুলত্রুটি থাকা সম্ভব। আশাকরি সদস্যগণ নিজগুণে ত্রুটি মার্জনা করিয়া লইবেন। মাননীয় সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য তাঁহাদের এবং সমিতির সভ্যগণকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের কর্মিগণ পরিষদের উন্নতিকল্পে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বশেষে শ্রীদেবজ্যোতি দাশ এবং শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক যে ভাবে কার্যপরিচালনায় আমাকে সহায়তা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট একান্তভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

পরিশিষ্ট

"ক"

১৩৭৪ বঙ্গাব্দের পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

বান্ধব—শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট সদস্য—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আজীবন সদস্য—বিমলাচরণ লাহা, সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, লীলামোহন সিংহ রায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ইন্দ্রমোহন বিদ, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নির্মলকুমার বসু, সত্যপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভূতিভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক,

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রণজিতকুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বসু, বলাইচাঁদ কুণ্ডু, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ও কানাইচন্দ্র পাল।

"খ"

সভাপতি—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

সহকারী সভাপতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীকালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

সম্পাদক—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য: উষা সেন, কল্যাণী দত্ত, কামিনীকুমার রায়, কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, ত্রিদিবনাথ রায়, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, মনোমোহন ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, লীলামোহন সিংহরায়, অজয় হোম ও চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।

শাখা পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য:

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—গৌহাটী শাখা।
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ—বিষ্ণুপুর শাখা (বাঁকুড়া)।
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া শাখা।
শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর শাখা।
শ্রীবিপ্লবকুমার দাস—কলিকাতা পৌর প্রতিনিধি।

"গ"

॥ বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ॥

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:—

১। লীলা পুরস্কার সমিতি—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।
২। সরোজিনী বসু পদক সমিতি—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।
৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা সমিতি—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

(খ) নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দিল্লীর পরিচালন সমিতি:—শ্রীকুমারেশ ঘোষ।

পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

(১৩৭৪ বঙ্গাব্দ)

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অগ্রণী প্রকাশনী	বৈদ্যনাথ ঘোষ	গান বাজনা শেখ
	সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, অনু°	মায়াকভস্কির কবিতা
	গোলোকেন্দু ঘোষ, অনু°	চতুর্দোলা
	বীরেন্দ্র মল্লিক	কবিতা
	কালিদাস রক্ষিত	তৃণাঙ্কুর
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	ষ্টালিন
	কণাদ গুপ্ত	শ্বেত করবীর দোসর
	অমর্ত্যকুমার বসু, অনু°	সাবোতিয়ার্স
	রঞ্জনবিলাস বসু	পুরনো দিন পুরনো কথা
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	দাতা	নগ্ন ঈশ্বর
	„	শেষ দৃশ্য
অতুল্যচরণ দে	সঞ্জীবকুমার বসু	স্মৃতিময় অতীত
অনাথবন্ধু দত্ত		রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া : কার্যাবলী ও কার্যপদ্ধতি
অনুপকুমার ঘোষ	শচীবিলাস রায়চৌধুরী	ডাকটিকিটের জন্মকথা
	তুর্গেনিভ	শিকারীর রোজনামচা
অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ	দাতা	জানবাজারের রাণীমা
অমিয়কুমার সেন	„	প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ
	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা
	উইলিয়াম পিয়র্‌সন	শান্তিনিকেতন-স্মৃতি
	রোমাঁ রোলাঁ	বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, ঋষি দাস, অনু
	সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়	সমন্বয় মার্গ
	কণিষ্ক	ঝাড়খণ্ড সীমান্তে
	প্রমথনাথ বিশী	বিচিত্র সংলাপ
	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথের গান
	ভবেশ দত্ত	প্রভু নিত্যানন্দ
	রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	গান্ধীজীর অর্থ-নৈতিক দর্শন

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অমিয়কুমার সেন	মহাত্মা গান্ধী	শিক্ষা ; শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু°
	Rajendra Singh	Aspects of Indian Defence
অরুণ ভট্টাচার্য	দাতা	সঙ্গীত-চিন্তা
	„	সমর্পিত শৈশবে
অলোকেন্দুশেখর পত্রী	দাতা	পথের পথে
অশোক উপাধ্যায়		ভাইয়ের মুখ
		মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
		অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
		রবীন্দ্র শতবর্ষ
		বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা
		মৃগ নেই মৃগয়া
		ব্যাঘ্রকেতন
		সে দিনের কবিতা
		মানুষের নামে
		প্রতীচ্য মধ্যযুগ ও দান্তে আলিগিএরি
		ভিনদেশী ফুল
		নাম যার পারাবত
		জীবন-তরঙ্গ
		চিত্ত যেথা ভয়শূন্য
		রবীন্দ্র-স্মারক-গ্রন্থ
		বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার
		এলোমেলো
		রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী-উৎসব
		রবীন্দ্রজন্মোৎসব
		We accept China's challenge
	শান্তিভূষণ রায়	সাত রং সাত আকাশ
	চিত্তরঞ্জন দাশ	দেশের কথা
	নির্মল গুপ্ত	ঢাকার কথা

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অশোক উপাধ্যায়	অমলেন্দু দে	মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ত্রয়ী
	কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	কথিকা
	নিতাই বসু	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
	শান্তি পাল	ছায়া
	,,	পথচারী
	সঁ্যা-জন প্যার্স ;	
	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনু°	বৃত্তান্ত
	মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী	ভৈরব শিঙা
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ
	,,	প্রসাদ
	আমিরুল ইসলাম, অনু°	বাহাহুল্লা ও নবযুগ
	লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	এসপেরান্টো আন্দোলন
	দিগেন্দ্রনাথ পালিত	করবের পালিত বংশ-কথা
	নন্দদুলাল চক্রবর্তী	শরৎচন্দ্র
	তমোনাশ মুখোপাধ্যায়	কাব্য-কাহিনী
	সমীরকুমার গুপ্ত	শিশির বিন্দু
	শ্রীঅরবিন্দ	ভারত ও তাহার ভবিষ্যৎ
	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার কবিতা
		দেশরত্ন ডাঃ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত
	সমীরকুমার গুপ্ত	বিনি সূতোর মালা
	বিমলচন্দ্র ঘোষ	সপ্তকাণ্ড রামায়ণ
	শিবনাথ শাস্ত্রী	ব্রাহ্ম ধর্ম সাধন
	ননীভূষণ দাশগুপ্ত	ধর্মের আদর্শ ও ব্রাহ্মসমাজ
	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়
		আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব
		নজরুল ইসলাম ৬৫তম জন্মজয়ন্তী
		,, ৬৬তম ,,
		,, ৬৭তম ,,
	S. M. Goswami	Everest, is it conquerred ?
		Rabindranath Tagore on rural reconstruction

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অশোক উপাধ্যায়	Sachi Raut Roy	Boatman Boy
		Vedanta-rakshamani-Vimarsa
	উপেন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন
	মণিলাল বন্দ্যোঃ ও রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোঃ	তোমাদের সুভাষচন্দ্র
	আবদুল রহমান	পাণ্ডুয়ার পল্লী
		শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা
		সুধীরা-শিবরাণী স্মৃতি
		মাতৃবন্দনা
		জীব ও জঠর
		আমাদের খাদ্য
		বঙ্কিম কণিকা
		খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ
		সঙ্কেত
		অন্তর্লোক যাত্রী রবীন্দ্রনাথ
		শিক্ষায়তন
		সাতটি জৈনতীর্থ
		হার্ডার
		অলকানন্দা
		তত্ত্বসার (১ম)
		অধ্যয়ন ও সাধনা
		গীতাঞ্জলি (হিন্দী)
		Gandhi
		Royism Explained
	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	রচনা সংকলন
	নির্মল দাশ	ফাঁসির ডাক
		বহ্নি-বন্যা
		মৃত্যু-মাদল
	সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়	চেরী
	মালিনী বসু	মালিকা
	নবনীতা দেব	প্রথম প্রত্যয়

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অশোক উপাধ্যায়	জগেশকুমার মহান্তি	আ্যালা ছেলে (১ম)
	যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	নচিকেতার অমৃতত্ব লাভ
	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	বরণীয় মানুষ স্মরণীয় বিচার
	নির্মল দাশ	শিবিরের স্বপ্ন
	হুসমান্দ ফতেয়াজাম্	নব নিকুঞ্জ
	রাধাচরণ রায়	গীতার সারাংশ
	ঐ	শ্রীশ্রীচণ্ডীর সারাংশ
	হরিপদ গোস্বামী	সনিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
	পঞ্চানন রায়	দাসপুরের ইতিহাস
	রামপ্রাণ গুপ্ত	চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ
	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	প্রভু যীশুখৃষ্টকে
	দিলীপকুমার সেন	অলক্ষ্য ভুমির দৃশ্য থেকে
	সুখময় সরকার	পঞ্চরশ্মি
	দীপ্তি ত্রিপাঠী	শিপ্রানদী পারে
	মালবিকা দত্ত	ক্ষুদিরাম, Santiniketan Vidyalaya (Diamond Jubilee) 1901-61
	লক্ষ্মীনিবাস বিড়লা	কহিয়ে সময় বিচারি
	হরিদাস সেন মজুমদার	শক্তি বিষয়ক কয়েকটি গান
	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভাঁওতা
	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	এমন দিনে
	সুকুমার বন্দ্যোঃ ও সমীরা বিশ্বাস	প্রিয়নেতা অজয়কুমার
	রুদ্রেন্দু সরকার	অনির্বাণ
	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	বঙ্গভঙ্গ অস্বীকার করো
		In Memoriam-Souvenir on the occasion of the birth centinary of Swami Vivekananda
অশোক মুখোপাধ্যায়	দাতা	কাছের মানুষ
আশুতোষ লাইব্রেরী	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	অনেক দিনের অনেক গল্প

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
আশুতোষ লাইব্রেরী	দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত	দেবতার আংটি
	মণীন্দ্র দত্ত	হে বীর কিশোর
	প্রফুল্লচন্দ্র বসু	হোঁদল কুৎকুৎ
	আশা দেবী	বৃষ্টির পর রোদ্দুর
	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	চীনের রূপকথা
	বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী	চকোলেট
	অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন
	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, স°	স্বাধীনতার অঞ্জলি
ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন্ সার্ভিস	ফ্রাঙ্ক জুপো	খেলাধূলার গল্প, রাখাল ভট্টাচার্য, অনু°
	ডরোথি গরডন	গণতন্ত্র এবং তোমরা ; পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনু°
	চেষ্টার বোল্‌স	উদারপন্থী বিবেক ; রণজিত সেন, অনু°
	রিচার্ড থ্‌য়েলসেন এবং জন কবলার	মনের অভিযান ; পরীক্ষিৎ, অনু°
	ওয়াল্টার ডি. এডমণ্ডস	মোহক ভ্যালিতে রণবাদ্য ; দীপক চৌধুরী, অনু°
	রিচার্ড হেনরী ডানা	যখন নাবিক ছিলাম ; এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, অনু°
	এস. হেলফ্‌ম্যান	মাটি মানুষ আর ইতিহাস ; কালীপ্রসাদ বসু, অনু°
	জন এফ. কেনেডি	চিত্ত যেথা ভয়শূন্য ; রাখাল ভট্টাচার্য, অনু°
	এলমার রাইস	চিরজীবী রঙ্গালয় ; মণীন্দ্ররায়, অনু°
	ইউজীন ও'নীল	সপ্ত ডিঙা ; সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অনু°
	রবার্ট ফ্রষ্ট	রবার্ট ফ্রষ্টের কবিতা ; মণীন্দ্র রায়, অনু°
	অলিভার লা ফার্জ	পর্বতের আড়ালে ; নিখিল নন্দী, অনু°
	ও. ই. রলভাগ	তরুণের সংগ্রাম ; কালীপ্রসাদ বসু, অনু°

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন্ সার্ভিস	ম্যারি লিবাল বার্কার	দাদু মানেই মজা ; অমর ভট্টাচার্য, অনু°
	টেনেসি উইলিয়ম্স	রূপের খেয়া ; প্রসূন মিত্র, অনু°
	জন হারসি	আদানোর ঘণ্টা ; মণি গঙ্গোঃ, অনু°
	হাই ষ্টিরম্যান ও গ্লেন ডি. কিটলার	জয়যাত্রা ; সুধীর চক্রবর্তী, অনু°
	কনর্যাড রিকটার	সহজ মানুষ মহৎ প্রাণ ; কালীপ্রসাদ বসু, অনু°
	হায়াট এচ. ওয়াগোনার	ন্যাথানিয়েল হথর্ন ; নিখিল নন্দী, অনু°
	ক্যাথারিন লিটন বেকলেস	মার্কিন সুরকারদের জীবনকাহিনী ; সুধীর চক্রবর্তী, অনু°
	হারমান মেলভিল	মবিডিক ; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনু°
	লুইস লেয়ারী	ওয়াশিংটন আর্ভিং ; দেবব্রত ভৌমিক, অনু°
		মার্ক টোয়েন ; মণীন্দ্র রায়, অনু°
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড	যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়	বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি
	বনফুল	শিক্ষার ভিত্তি
	শান্তিদেব ঘোষ	গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য
	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা
	শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	লাবণ্যের এনাটমি
	দিলীপকুমার রায়	স্মৃতিচারণ (১ম পর্ব)
	”	ঐ (২য় পর্ব)
	নিরঞ্জন চক্রবর্তী	উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য
	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	আমরা ও তাঁহারা
	রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন	নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর ; কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনু°
	প্রমথ চৌধুরী	সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা
	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	বঙ্কিমচন্দ্র
	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	ক্যাক্টাস্

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড	শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়	শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন
	উমা রায়	গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব
	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	পুরাতনী
	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর
	চণ্ডী লাহিড়ী	বিদেশীদের চোখে বাংলা
	অনাথনাথ বসু	সূক্তি সমুচ্চয়
	রাসসুন্দরী দেবী	আমার জীবন
	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ
	সুনীলকুমার নাগ	বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সঙ্গম
	বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়	একুশটা মেয়ে
	বিশু মুখোপাধ্যায়, সং	কবি-প্রণাম
	উমা দেবী	অরণ্য মন
	চিত্তরঞ্জন দাশ	কবি-চিত্ত
	হেমেন্দ্রকুমার রায়	সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ
	কাজী আবদুল ওদুদ	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
	বিমলচন্দ্র সিংহ	বিশ্বপথিক বাঙ্গালী
	ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য	বাংলা কাব্যে শিব
	শ্রীখেলোয়াড়	বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা (১ম ও ২য় খণ্ড)
		ক্রিকেটের রাজকুমার
	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বনির্বাচিত কবিতা
	শ্যামাপদ চক্রবর্তী	ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত
	হুমায়ুন কবির	শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব
	গোপীনাথ কবিরাজ	সাহিত্য চিন্তা
	শৈল চক্রবর্তী	স্বর্গের সন্ধানে মানুষ
	কালীচরণ ঘোষ, সং	হৃদয় নন্দন বনে
	আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	সেই আমি সাংবাদিক
	কার্তিকেয়চন্দ্র রায়	আত্মজীবন চরিত
	ত্রিদিব চৌধুরী	সালজারের জেলে উনিশ মাস

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড	প্রাণতোষ ঘটক	কলকাতার পথ ঘাট
	C. R. Das	Songs of the Sea
এ. কে. মুখোপাধ্যায়	ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ৩য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়
		" ৪র্থ খণ্ড, ১১শ ও ১৩শ অধ্যায়
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, অনু০	গালিভার্স ট্রাভেলস্
	"	রবীন হুড
	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অনু০	জীবন-তরঙ্গ
	সুনীল সরকার	আধুনিক লৌহশিল্পের কথা
	স্বপনবুড়ো [অখিল নিয়োগী]	স্বপনবুড়োর আরো হাসির গল্প
	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	হাসির গল্প
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	শাশ্বত ভারত
	সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র
	বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান
	গোপাল হালদার	রুশ সাহিত্যের রূপরেখা
	ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ইংরেজী সাহিত্যের ধারা
	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী
	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	দেহলি প্রান্তে
	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	চাঁদের হাট
	যোগেশচন্দ্র বাগল	রবণীয়
	অজয়কুমার রায়	রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ
	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রবিতান
	কালিদাস রায়	পদাবলী সাহিত্য
	সুধীর দাশগুপ্ত	কাব্যালোক (১ম)
	অশোক সেন	অভিনয় শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা
	স্যামুয়েল বেকেট	ওয়েটিং ফর গোডো ; অশোক সেন, অনু°
	শ্রীদেবল	এই ভারতের পুণ্যতীর্থে
	মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য	মনীষী রবীন্দ্রনাথ
	শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	সংবাদপত্রের রূপায়ণ

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়
	হরিপদ চক্রবর্তী	দাশরথি ও তাঁহার পদাবলী
	"	অমিতাভ বুদ্ধ
	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা (১ম)
	"	ঐ (২য়)
	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবিরশ্মি (১ম)
	"	ঐ (২য়)
	সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	শরৎচন্দ্র
	"	মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার
	দক্ষিণারঞ্জন বসু	সুভদ্রার ভিটে
	"	আরও সূর্যের কাছে
	R. B. Bose	Comercial Terms
	Sailakumar Mukherjee	A visit to new China
	Umaprasad Mookerjee	Syamaprasad Mookerjee : His death in detention
	J. D. M. Derrett	Hindu Law : Past and Present
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা
	"	রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা
	সুশীল রায়, স০	বঙ্গ প্রসঙ্গ
	সুশীল রায়	মনীষী জীবনকথা
	প্রকাশচন্দ্র রায়	অঘোর প্রকাশ
	প্রমথনাথ বিশী	নানা রকম
	"	রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ
	প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	আমাদের লালবাহাদুর
	রাজনারায়ণ বসু	আত্মচরিত
	কালীপদ বিশ্বাস	যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়
	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যে বিকাশের ধারা
	গোপাল হালদার	সংস্কৃতির রূপান্তর

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
ওরিয়েন্ট বুক কোং	কালিদাস রায়	বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড)
	রতনমণি চট্টোপাধ্যায় স°	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা
	বঙ্কিমচন্দ্র	কপালকুণ্ডলা, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অরুণকুমার বসু, স°
	মাইকেল মধুসূদন	মেঘনাদবধ কাব্য ; শ্রীকুমার বন্দ্যোঃ ও অরুণকুমার বসু, স°
	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	আত্মচরিত
ওরিয়েন্টাল বুক কোং	রমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ	রাস-পঞ্চাধ্যায়ী
	পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যসাহিত্য
	যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী	মাতৃভাষা শিক্ষণ
	মুস্তাফিজুৰ ৰহমান	মন ডিঙাৰে পাল
	,,	মৌচুমী
	যদুবৰ পূজাৰী	বত্নদ্বীপ
	আৰতি বৈৰাগী	বত্না বাসন্তী প্রিয়া
	কনকসেন ডেকা	টেমচৰ পৰা লুইতলৈ
	শিবনাৰায়ণ শাস্ত্রী	ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি
	বিপুনাথ বুঢ়গোহাঞি	একাঙ্কিকা ৰহঘৰা
	,,	মৰহা ফুলৰ জীয়া পাপৰি
	,,	সিদিনাৰ কথা
	তিলক দাস	পৰ্বতৰ কপালী জোনাক
	কালীপ্রসাদ গোস্বামী	মনে মনে মিলে
	মায়া দেবী	পৰিণতি
	অমৰ দত্ত	কিশোৰ বিজ্ঞানী
	গজেন্দ্রনাথ চাহৰীয়া	চিকিমিকি
কমল সরকার	R. C. Dutta	Literature of Bengal
কমলাকান্ত গুপ্ত	দাতা	Copper Plates of Sylhet., v. I.
কম্পাস পাবলিকেশনস্ লিমিটেড	শঙ্কর মণ্ডল	লৌহ কপাটের অন্তরালে
কুমারেশ ঘোষ	দাতা, স°	যষ্টিমধু : ১৩৭৩

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক	দাতা	অগ্নিযুগের ফেরারী
	,,	অগ্নিযুগের পথচারী
	,,	উপনিষদ্-পরিচয় : শ্রুতি সংগ্রহ
ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়	দাতা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ৫ম খণ্ড
		ঐ : ৬ষ্ঠ ,,
খেলচন্দ্র সিংহ	,,	চাদ লাইহুই
গৈলা সম্মিলনী	,,	গৈলার কথা
গোপালচন্দ্র রায়	,,	শরৎচন্দ্র : ১ম
,,	,,	ঐ : ২য়
গোলোকচন্দ্র গোস্বামী	দাতা	ধ্বনি বিজ্ঞাণৰ ভূমিকা
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়	ৰঘুনাথ মোহন্ত	শত্রুঞ্জয়
	সূর্যকুমাৰ ভূঞা, সং	সাতসৰী অসম বুৰঞ্জী
	বিৰিঞ্চিকুমার বৰুবা ও মহেশ্বৰ নেওগ, সং	হৰিবৰ বিপ্ৰৰ বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ
		অদ্ভুত ৰামায়ণ
		মহাভাৰত : আদিপর্ব
		ঐ : সভাপর্ব
		অসমীয়া বাল্মীকি-ৰামায়ণ : বালকাণ্ড
গ্রন্থ-গৃহ	কুমারেশ ঘোষ	সবুজ রাশিয়ায়
	,,	বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস
	কুমারেশ ঘোষ সং	একালের কার্টুন
	কুমারেশ ঘোষ	জলযৌবনা
	,,	কাঠের ঘোড়া
	,,	নব্য তুর্কী সভ্য গ্রীস
	,,	যম
	দুর্গাদাস দে	গল্প-গুজব
	অজিতকৃষ্ণ বসু ও অন্যান্য	বাংলা সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ ও আজগুবি রচনা
	কে. ঘোষ	সেলস্ম্যান
	কুমারেশ ঘোষ	ম্যানিয়া

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	বিভূতি সাহিত্য পরিক্রমা
	বিমল কর	সুধাময়
	প্রফুল্ল রায়	রূপসীর মন
	নারায়ণ চৌধুরী	লঘু পক্ষ
	রবি রায়	পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন
	শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	প্রিয়রঞ্জন সেন	রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী
	নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	অক্ষপাদ গোতম
	আশুতোষ ভট্টাচার্য	শব্দ ও উচ্চারণ
	মুঃ এনামুল হক ও আবদুল করিম	আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য
	মহঃ শহীদুল্লাহ, স০	বিদ্যাপতিশতক
	আনন্দকুমার স্বামী	শিল্প কথা
	রামপ্রাণ গুপ্ত	চেঙ্গিস খাঁ
	গঙ্গারাম	মহারাষ্ট্র পুরাণ
	Sankar Sengupta	A Guide to Field Study
		Rain in the Indian Life & Lore
		Tree Symbol Worship in India
		Folklore Research in India
		Studies in Indian Folk-Culture
চিন্মোহন সেহানবীশ		Popular Encyclopaedia : v 1, III-V
চম্পক দাশ	দাতা	ঘুমায়ো না আর ভারত সন্তান
ছাত্র শিক্ষা নিকেতন	জ্যোতি চৌধুরী	নদীরূপমালা
জাতীয় গ্রন্থাগার	গেরহার্ড কোম ও থিয়োডর গাইগার	আমেরিকার অর্থনীতি ; রাখাল দত্ত, অনু০

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
জাতীয় গ্রন্থাগার	আ. পুশকিন	বেলকিনের গল্প ; ননী ভৌমিক, অনু০
	বরিস পলেভয়	মানুষের মত মানুষ ; সমর সেন, অনু০
	ইভান তুর্গেনিভ	পূর্বক্ষণ ; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোঃ, অনু০
	এনাতোলে শাব	সোভিয়েত রাজ্যে শ্রমিক ; মিণ্টু গঙ্গোঃ ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত, অনু০
	ভ. ই. লেনিন	গেরৃত্সেনের স্মৃতিতে
		সোভিয়েত প্রাচ্যের দশটি গল্প ; সমর সেন, অনু০
	ইভান তুর্গেনিভ	বাবুদের বাসা ; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনু০
	ইভান ইয়েফ্রেমভ	গল্প সংকলন ; শুভময় ঘোষ, অনু০
	কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক্ এঙ্গেল্স	প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ : ১৮৫৭-১৮৫৯
	ম্যাক্সিম গোর্কি	বুড়ো ; সমর সেন, অনু০
	কার্ল মার্কস	মজুরি-শ্রম ও পুঁজি
	ক্লারা সেত্কিন	আমার স্মৃতিতে লেনিন ; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনু০
	ভিক্তর জ্দানভ	সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ; শান্তি রায়, অনু০
		এ নহে কাহিনী : সোভিয়েত তরুণদের কথা
	ভ. ই লেনিন	মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
	দানিন	শুভ পরমাণু ; ননী ভৌমিক, অনু০
	ইয়েভগেনি পেরমিয়াক	দুই ভাই ; ননী ভৌমিক, অনু০
	মৱালেভিচ	মহান সাত-সালা
	ফ্রেডারিক লিউইস অ্যালেন	রূপান্তর

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
জাতীয় গ্রন্থাগার	আরভিং ষ্টোন	প্রেম মৃত্যুহীন : ২য় ; গীতা ঘোষ, অনু°
	তমুস্তস ফুরমান ইয়েজেনর্কায়া	সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তি
	সাধন চৌধুরী	শিল্পীর স্বপ্ন
	যতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী	দুই মা
	টমাস পেন্	টমাস পেন্-এর রাজনৈতিক রচনাবলী ; প্রভাতকুমার বন্দ্যোঃ, অনু°
	ষ্টিফেন ক্রেন	নববধূর আগমন
	সিনথিয়া বোলজ্	ভারতই আমার দেশ
	ফিডর বেলফ	রাশিয়ার যৌথকৃষি ; অমলেন্দু সেন, অনু°
		রুশ গল্প সংকলন
	হাসান সেইদবেইলি	টেলিফোনের মেয়ে
	ভেরা পানোভা	পিতা ও পুত্র ; শিউলি মজুমদার, অনু°
	শরাফ রসিদভ	বিজয়ী ; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনু°
	ভ্লাদিমির তেন্দ্রিয়াকোভ	জামাই ; ফল্গু কর, অনু°
	মাত্ভেই তেভেলেভ	স্মোগোভেত্সের হোটেলে ; শুভময় ও সুপ্রিয়া ঘোষ, অনু°
	সালচাক তোকা	রাখালের উপাখ্যান ; ফল্গু কর, অনু°
	সের্গেই আন্তোনভ	বসন্ত ; শেফালি নন্দী ও ছবি বসু, অনু°
	মিখাইল প্রিশ্ভিন	সূর্যের ধনাগার ; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনু°
		এঁকে বিশ্বাস করা চলে ; শুভময় ঘোষ, অনু°
	ম. ইউ. লেরমন্তভ	আমাদের সময়কার নায়ক

উপহৃত পুস্তকের তালিকা ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
জাতীয় গ্রন্থাগার		কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনু°
		জীবন রক্ষার সংগ্রাম ; শান্তিদাকান্ত রায়, অনু°
		ভারতের স্থান আমাদের হৃদয়ে
	নিকলাই মিখাইলভ	সোভিয়েত দেশের পরিচয় ; সমর সেন, অনু°
		সোভিয়েত ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
	কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্	উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে
	মলয় রায়চৌধুরী	শয়তানের মুখ
	সুমদা	ত্রিনয়নী
	ম. গোর্কি	পৃথিবীর পথে ; সত্য গুপ্ত, অনু°
	ইভান ইয়েফ্রেমভ	ফেনার রাজ্য ; শুভময় ঘোষ, অনু°
	দার্মিত্রি ফরমানভ	চাপায়েভ ; ইলা মিত্র, অনু°
জিজ্ঞাসা	দীনেশচন্দ্র সেন	কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা
		সুবলসখার কাণ্ড
		মুক্তাচুরি
	নমিতা চক্রবর্তী	বিদ্যাসাগর
	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য	গান্ধীজীর জীবনপ্রভাত
জেনারেল প্রিণ্টার্স	জনার্দন চক্রবর্তী	স্মৃতিভারে
	দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	দিনগুলি মোর কোথায় গেল
	,,	এতটুকু ভুল
	অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চার্লি চাপলিন
	রণজিতকুমার সেন	সমাজ দর্শন
	প্রবোধচন্দ্র সেন	রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা
	সুখময় মুখোপাধ্যায়	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর
	তামসরঞ্জন রায়	বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা
	মোহিতলাল মজুমদার	আধুনিক বাংলা সাহিত্য
	রাধাগোবিন্দ বসাক	কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র : ১ম
	মোহিতলাল মজুমদার	বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
	লোকনাথ ভট্টাচার্য	এক দিগন্ত দিনান্তের

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
জেনারেল প্রিন্টার্স	সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন
	রাধাগোবিন্দ বসাক	কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র : (২য়)
	দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে
	রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ
		ঐ মধ্যযুগ
	মোহিতলাল মজুমদার	বিস্মরণী
	সন্ধ্যাকর নন্দী	রামচরিত ; রাধাগোবিন্দ বসাক, অনু°
	বসুধা চক্রবর্তী	রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন যৌবন
	রাধাগোবিন্দ বসাক	সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তসতী
	হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স	ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ; চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স°
	রাধাগোবিন্দ বসাক	প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি
	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার
	Dr. Sachin Sen	The Political Thought of Tagore
	Dr. R. C. Majumdar	Swami Vivekananda : A Historical Review
	Bimanbehari Majumdar	Militant Nationalism in India
জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ	দাতা, স°	ভাষা-ভারতী : ৯ম বর্ষ
জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী	,,	মনের গুহা
টি. কে. ব্যানার্জী অ্যাণ্ড সন্স	অরুণ ভট্টাচার্য, স°	বারো বছরের বাংলা কবিতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	—	Felix Carey : A Prisoner of Hope
দিলীপ দাশগুপ্ত	দাতা	দ্বিতীয় যৌবন
দীপক গুহ	বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ	ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র
দেবকুমার বসু	সত্য গুহ	এ যেন বার বেলা
	বিনয় মজুমদার	অধিকন্তু
	সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	নীলকণ্ঠ পাখির সময়

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
দেবকুমার বসু	পরেশ মণ্ডল	প্রতিবিম্ব
	শান্তি লাহিড়ী	অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি
	কৃষ্ণ ধর	আমার হাতে রক্ত
	রাম বসু	হে অগ্নি, প্রবাহ
	সুব্রত গুপ্ত	ভারতীয় অর্থনীতি
	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	আমি একা এবং সে
	দাতা, সং	বিদ্যাসাগর-রচনাবলী : ৩য়
	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	আমি একা এবং সে
	সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃষ্ণা, আমার তরী
	শ্রীমাধব রায়	পাপী
	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
	শান্তি রায়	আমি
	মণ্ডল এবং সমাদ্দার প্রণীত	প্রশ্নোত্তরে সংস্কৃত সাহিত্য
	ধনঞ্জয় দাস	শর-সন্ধান
	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	ছোটদের হিতোপদেশের গল্প
	ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব	প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রদক্ষিণ
	উমাপদ ঝা	জীবনের জয়গান
	রণেন্দ্রনাথ দেব	বৈষ্ণব কাব্যের তিনদিক
	নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য	এসো কবিতা লিখি
	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	তেইশ বছর আগে পরে
	সাধনকুমার ভট্টাচার্য	নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ৩য় (সিরাজদ্দৌলা)
	ঐ	ঐ (বিল্বমঙ্গল)
	ঐ	ঐ (নূরজাহান)
	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১২শ সং)	সীতার বনবাস
	বাসুদেব দেব	একটি গুলির শব্দে
	মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়	ত্রয়ী (একাঙ্ক নাটক সংকলন)
		কেকোস্লোভাকিয়া সম্বন্ধে জানবার কথা
	চার্বাক	ছন্দহারা : ২য়
	Marx	Notes on Indian History

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
দেবকুমার বসু	Dhires Bhattacharya	Understanding India's Economy
ধীরেন্দ্রনাথ বসু	দাতা	সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ
নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার	দাতা	হাসির টেক্কা
নলিনীকুমার ভদ্র	দাতা	অরণ্য প্রেমকথা
নির্মলকুমার বসু	M. K. Gandhi	Political & National life & Affairs: v. 2
	Appa Patwardhan	Chalanashuddhi
	—	মণিপুরী হিন্দী অংরেজী কা স্বয়ং শিক্ষক : ১ম
		ঐ : ২য়
	দেবব্রত দত্ত	আসামের ইতিহাস
	খেলচন্দ্র সিংহ	নাউপিংথো ফাম্বাল কাবা
	,,	Manipuri to Manupuri & English Dictionary
	রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন ও নির্মলকুমার বসু	গান্ধী মানস
	দাতা	গণতন্ত্রের সংকট, মৃত্যুঞ্জয়ী
নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী	দাতা	Advanced Ephemeries of Planets' Position
	,,	পঞ্চাঙ্গ-দর্পণ
	,,	জীবনকথা (আদি)
নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন-কথা : ২য়
	,,	ঐ : ৩য়
প্রকাশ ভবন	অমল মিত্র	কলিকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়
	বনফুল	একঝাঁক পঞ্চন
বগলাকুমার মজুমদার	দাতা, সং	আয়ুর্বেদ-ভারতী : ৫ম বর্ষ
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌	—	নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
	বাণী বসু, সঙ্ক	বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
	প্রমীলচন্দ্র বসু	গ্রন্থকার-নামা

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্	আদিত্য ওহদেদার	গ্রন্থবিদ্যা
	বিমলকুমার দত্ত	রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
	—	West Bengal Library Directory
	S. R. Ranganathan	Library Personality & Library Bill : West Bengal
		Library Service in India : Symposiam
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী	মোহিতলাল মজুমদার	কবি শ্রীমধুসূদন
		সাহিত্য বিচার
		বাংলার নবযুগ
		সাহিত্য বিতান
		বঙ্কিম বরণ
	সুপ্রকাশ রায়	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম
	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচয়
	যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত	ভারত মহিলা
	বিমান ভট্টাচার্য	সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা
	সাধনকুমার ভট্টাচার্য	নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা
	সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
	শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত	অলিম্পিকের ইতিহাস
	কানাই সামন্ত	চিত্র দর্শন
	ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য	রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন
	নেপাল মজুমদার	ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা
	প্রফুল্ল চক্রবর্তী	মানব বিকাশের ধারা
	দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র
	নারায়ণ চৌধুরী	সাহিত্য ও সমাজ মানস
	অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীভাগবত গীতা
	কপিল ভট্টাচার্য	বাংলার নদ নদী ও পরিকল্পনা

উপহৃত পুস্তকের তালিকা ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বক্তব্য
	আনা লুইস ষ্টং	ষ্টালিন যুগ
	"	দুরন্ত নদী
	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	লেখকের প্রেম
	নারায়ণ গঙ্গোঃ ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু, স০	অর্ধ শতাব্দী
	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১ম
	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	মধুমিতা
		জীবনে প্রথম প্রেম
		ময়ূরাক্ষী
		গৃহকপোতী
		সোমলতা
	বেদুইন	বেগম নাজমা ফ্রাঙ্কইন
		পথে প্রান্তরে : ১ম পর্ব
		ঐ : ২য় পর্ব
		যশাইতলার ঘাট
	কালীপদ চট্টোপাধ্যায়	পুরুষিকা
		নাম তার রূপসী
	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	চাহার দরবেশ
	"	চলমান জীবন : ১ম
	সুধীর করণ	অরণ্য পুরুষ
	সুশীল জানা	বেলাভূমির গান
	"	সূর্যগ্রাস
	মনীশ ঘটক	কনখল
	কে এম. পানিকর	কেরল সিংহম
	গুণময় মান্না	লখীন্দর দিগার
	ব্রজমাধব ভট্টাচার্য	মঞ্জুমায়া
	সৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	দুই স্বপ্ন
	শিশির সরকার	গিরিকন্যা
বিনয় দত্ত	Drury	Book Selection
	Garnett	Essays in Librarianship & Bibliography

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
বিনয় দত্ত	Taylor	Fundamentals of Practical Catg.
বিনয় মজুমদার	দাতা	অধিকন্তু
বিবেকানন্দ জন্মোৎসব-সমিতি	—	Vivekananda Centenary Souvenir : 1962
		ভগিনী নিবেদিতা স্মারকগ্রন্থ (১ম পর্যায়) : ১৯৬৬
বিমলচন্দ্র দাস	বীণা ভৌমিক	পিতৃধন
	,,	স্মৃতিতীর্থ
বিশ্বভারতী	চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি	রবীন্দ্র-রচনা-কোষ : ১ম খণ্ড, ৩য় পর্ব
	পঞ্চানন মণ্ডল, স°	সাহিত্য প্রকাশিকা : ৫ম খণ্ড
	দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স°	ঐ : ৬ষ্ঠ খণ্ড
	Jan Yun Hua	A Chronicle of Buddhism in China
বিশ্বমন্দির প্রকাশনী	মণীন্দ্রনাথ আশ	কবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা
বৈদ্যনাথ ঘোষ	দাতা	কল্পান্ত
বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য	দাতা	অগ্নিযুগের ব্রহ্মা
ব্রহ্মগোপাল দত্ত	—	কালীকৃষ্ণ কথা
	কিরণচন্দ্র দত্ত	সুধীরা শিবরাণী—স্মৃতি
	,,	সম্মাননা
ভারতী লাইব্রেরী	সুধীরচন্দ্র কর	রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়
	অবিনাশ সাহা	বসন্ত বিদায়
	ঐ	প্রাণগঙ্গা
	কাজী আবদুল ওদুদ	পবিত্র কোরাণ
	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ছোটদের ছোটগল্প
	আবদুল কালাম সামসুদ্দীন,	অনাবাদী জমি
ভূষণচন্দ্র নস্কর	দাতা	কর্মবীর সিতিকণ্ঠ

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
ভূষণচন্দ্র নস্কর	প্রণবরঞ্জন ঘোষ	ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ
	পরিতোষ মজুমদার	কাচের আয়না
	সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	বিদেহী আত্মা
মনীষা গ্রন্থালয়	বিষ্ণু দে	মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা
	কমলেশ রায়	মেঘনাদ সাহা
	টমাস মান	মস্তক বিনিময় ; ক্ষিতীশ রায়, অনু°
		মানুষের জয়যাত্রা
		ত্রয়োবিংশ সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস (ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিদের ভাষণ)
	মিনায়েভ ও ফিয়ডরভ	দুনিয়া জোড়া সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম
	এ. বুটেঙ্কো	সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ ও সর্বহারা একনায়কত্ব
	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	কমিউনিজম ও কমিউনিষ্ট পার্টি
	”	ভারতের জাতীয় পুনরুজ্জীবন কোন পথে
	এ. আজিজিয়ান	প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে ভি. আই. লেনিন
	এ. সেভ্রিঘুগিনা	ইতিহাসের শিক্ষা
		কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির ঐক্য সম্পর্কে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ
	এরিশ টাইলিনেক	জীবজন্তুর অলিমপিয়াড
	পোডোসেৎনিক	এক নজরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
	সোমনাথ লাহিড়ী	কলিযুগের গল্প
	ভি. আই. লেনিন	বামপন্থী কমিউনিষ্ট, শিশুদের রোগ
		বিশ্ব কমিউনিষ্ট মহাসম্মেলনের ঘোষণা
	ওয়াই. স্তাভেলিয়েভ ভি ভ্যাসিলিয়েভ	আফ্রিকার ইতিহাসের খসড়া

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
	ভি. কুজমেস্তেসভ ও এল. কিয়দরভ	পুঁজিবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিকাশের যুগ
	ভি. পোডোসেৎনিক, ও. ইয়াখত	সংক্ষিপ্ত ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ
	চিন্মোহন সেহানবীশ	কমিউনিজম কি
	ও. ইয়াখত্	ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ
		রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি
	গৌতম চট্টোপাধ্যায়	আন্দোলন
	যুক্তফ্রন্ট কি ও কেন	ভবানী সেন
	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	মার্কসীয় অর্থনীতির ধারা
	এম. ম্যাকারোভা	সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ
	ভবানী সেন	কমিউনিষ্ট শিবিরে মতভেদ কি নিয়ে
	মণীন্দ্র রায়, অনু°	নতুন দিনের রুশ কবিতা
	বিমলচন্দ্র ঘোষ	উত্তরাকাশের তারা
	বিষ্ণু দে	রুশতী পঞ্চাশতী
	শ্রীনিবাস সরদেশাই	ভারতবর্ষ ও রুশ বিপ্লব
	রজনী পাম দত্ত	চীন কোন পথে
		সমাজবিকাশের রূপরেখা (১ম) (প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজ)
		ঐ ধনতান্ত্রিক সমাজ, ২য়
	লালবিহারী দে	গোবিন্দ সামন্ত
	Rajendralala Mitra	Beaf in Ancient India
		Whither China
	Hiren Mukherjee	The Gentle Colossus
		The Natyasastra ; vol. 1 (Text) Edited by Monomohan Ghosh
		Do vol. 1 (Translation)

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
মণ্ডল বুক হাউস	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	হিটলারের শেষ বিচার
	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	উনিশ-বিশ
	সম্রাট সেন	মহানগর বাদসানগর
মিত্রালয়	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	শ্রাবণী
	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	নিষিদ্ধ বই
	বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য	অন্য একজন
	রণজিৎকুমার সেন	রাধা
	অচ্যুত গোস্বামী	রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর
	আই. বি. বার্কসন	আদর্শ ও সমাজ ; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনু°
	প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়	রং তুলি
	ঐ	আসর বাসর
	হেনরি জেম্‌স	জীবনের খতিয়ান ; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনু°
	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	সমান্তরাল
	সাবিত্রী রায়	ত্রিস্রোতা
	সুভাষ সরকার	গোড়ার কবিতা
	ইন্দ্রজিৎ	মানস সুন্দরী
	নিরুপমা দেবী	আমার ডায়েরী
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দাতা	সাফ সওয়াল
যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার	,,	ছড়িয়ে দিলেম ছড়া
	,,	অ-আ-ক-খর দেশে
	,,	A-B-C-D-র মেলা
রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	,,	শব্দতত্ত্ব
	,,	শব্দার্থতত্ত্ব
	,,	বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	জ্ঞানদর্পণ
	,,	চৈতন্যোদয়
	ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
	বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, স°	রবীন্দ্র-সুভাষিত
	রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য	গান্ধী মানস
	ধীরেন্দ্র দেবনাথ	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু,
		রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা :
		১ম বর্ষ : ১ম-৪র্থ সংখ্যা
		২য় বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
		৩য় বর্ষ : ১ম-৪র্থ সংখ্যা
		৪র্থ বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা
রমেশচন্দ্র মজুমদার		Sepoy Mutiny
		Hindu Colonies
		The Classical Accounts of India
		Ancient Indian Colonisation in South-East Asia
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিষ্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল		The Complete Work of Sister Nivedita : v. 2, 3
	প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা	Sister Nivedita
	প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা	ছোটদের নিবেদিতা
		ভগিনী নিবেদিতা
রামচন্দ্র পাল	দাতা	নৃত্যের কি ও কেন
রামস্বরূপ পাণ্ডে	পন্থ	কবিতা সংকলন
রূপা অ্যাণ্ড কোং	অমিয়কুমার মজুমদার	বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা
	আশাপূর্ণা দেবী	অন্নমাটী অন্ন রঙ
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নারী রহস্যময়ী
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	দাতা	Jeroj Sur Tero
ললিতমোহন ভট্টাচার্য	,,	আমার কবিতা
শেখর মিত্র	অজয় মাইতি	চোখের আলোয়
	শঙ্কর মিত্র	আলো আমার
শ্রীসারদা মঠ	স্বামী বিবেকানন্দ	মাতৃভূমি-ভারত
	ঐ	Our Motherland
	স্বামী নির্বেদানন্দ	জননী সারদাদেবী
	প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা	পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
সুকুমার রায়	দাতা	মহানগরীর রাণী
	"	নবজাতক
সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়	দাতা ও অমলা দেবী	ত্রিধারা
সুপ্রিয় মুন্সী	—	Personalia Museums in India
সুবীর রায়চৌধুরী	দাতা, সং	Henry Derozio
সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	দাতা	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	"	পতঙ্গ
	"	জনক
	"	ছারপোকা
সংস্কৃত কলেজ, কলি:	R. C. Hazra	Studies in the Upapuranas
সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন
	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	উপদেশ
	Keshabchandra Sen	Regerating faith
সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	দাতা	ঝিলিমিলি
	"	ডালমুট
	"	অগুস্তা
	"	ঝাড়ফুক
সন্তোষকুমার বসাক	প্রসন্নকুমার কাব্যতীর্থ, সং	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
সমর বসু	দাতা	ঈশ্বর
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	শশিভূষণ বসু	রাজা রামমোহন রায়
	সুনীতি দেবী	শিবনাথ
সাহিত্য একাদমী	সোলোক্লেস ; অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অনু°	আন্তিগোনে
	জন মিল্টন ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অনু°	অ্যারিওপ্যাগিটিকা
	মলিয়ের ; লোকনাথ ভট্টাচার্য, অনু°	তার্তুফ
	তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই, বোম্মানা বিশ্বনাথম ও নীলিমা আব্রাহাম, অনু°	চিংড়ি ;
	হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, প্রিয়রঞ্জন সেন, অনু°	বাণভট্টের আত্মকথা

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
সাহিত্য একাদমী	কাকাসাহেব কাল্লেকর, অনু°	জীবনলীলা
	জ্ঞানদেব, গিরিশচন্দ্র সেন, অনু°	অমৃতানুভব ও চাঙ্গদেব-পাষ্ট
	জনাথান সুইফট ; লীলা মজুমদার, অনু°	গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত
	লুনয়্যু ; অমিতেন্দ্র ঠাকুর, অনু°	কনফুসিয়াসের কথোপকথন
	কিরণকুমার রায়, অনু°	ওয়ালডেন-থরো
	অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনু°	তাও-তে-চিং-লাও-দ্স
	রামবৃক্ষ বেণীপুরী ; মায়া গুপ্ত, অনু°	মাটির মূর্তি
	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ; বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, স°	মনসামঙ্গল
		ভারত গাথা
	কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; সুকুমার সেন, স°	চৈতন্যচরিতামৃত
	মদনমোহন গোস্বামী	ভারতচন্দ্র
	জ্ঞানদেব বিরচিত ; গিরীশচন্দ্র সেন, অনু°	জ্ঞানেশ্বরী
সাহিত্য সংসদ্	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিম-রচনাবলী
	দীনবন্ধু মিত্র	দীনবন্ধু রচনাবলী
	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঁকুড়ার মন্দির
	অমলেন্দু দাশগুপ্ত	ডেটিনিউ
	শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, স°	সংসদ্ বাংলা অভিধান
	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	উপনিষদের দর্শন
	ঐ	ঠাকুরবাড়ীর কথা
সিটি বুক সোসাইটি	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	শিশু চয়নিকা
	„	বনে জঙ্গলে
	„	হাসিখুসি : ১ম
	„	আষাঢ়ে গল্প
	„	মজার গল্প
	„	খুকুমণির ছড়া
	„	ছোটদের রামায়ণ
	„	ছোটদের মহাভরত
হারাধন দত্ত	দাতা, স°	মহারাষ্ট্র পুরাণ
	ঐ	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
হাসিরাশি দেবী	দাত্রী	কুশদহের ইতিহাস
	ঐ	আচার্য অভেদানন্দ

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
Assam Publication Board, Assam.		ভাৰতেৰ বনৰীয়া জন্তু
		অৰণ্যশাস্ত্র
		শ্ৰীহস্তমুক্তাৱলী
		চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল
	H. W. Marak, tr.	Tagore's Gitanjali
Commissioner, Town & Country Planning, Govt. of W. Bengal.		Basic Development Plan : Calcutta Metropolitan Dist. 1966-86.
		Howrah Area Development Plan : 1966-86.
Cultural Research Inst., Tribal Welfare Dept., Govt. of W. Bengal.		Impact of Industrialisation on the life of the Tribals of W. Bengal.
		The Lepchas of Darjeeling Dist.
		West Bengal Tribes through Photographs.
Director of Archaelogy, West Bengal.		The Excavation of Pandu Rajar Dhibi.
Director of Pub. Instruction, West Bengal.		West Bengal Library Directory.
Edn. Directorate, Govt. of Tripura.		Rajmala.
Embassy of Cuba in India.		Cuba Wins Freedom.
Govt. of W. Bengal, Tribal Welfare Dept.		Handbook on Scheduled Castes & Scheduled Tribes of W. Bengal.
Indian Inst. of Advanced Studies, Simla.	Nirmal Kumar Bose	Problems of National Integration.

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
M. S. University of Baroda.		The Valmiki Ramayana : v. V.
		„ „ v. VI.
P. N. Singh Roy		Chronicle of the British Indian Association (1851-1952)
Research Inst. of Ancient Scientific Studies, New Delhi.		Satapatha Brahmanam : v.1
Regional Meteorological Centre, Calcutta.		Rastriya Panchang Saka-era : 1889 (Bengali)
		„ „ (Sanskrit)
Superintendent of Census Operations, West Bengal & Sikkim.		Handicrafts Survey Monograph on Lac Ornaments.
		Census of India, 1961 :
		„ v. XVI, pt. VA (i)
		„ v. XVI, pt. 1-A (i)
		„ v. XVI, pt. 1-A (ii)
		„ v. XVI, pt. VI (5) [Village Survey Monograph on Bhumij Dhan Sol].
The Ford Foundation.		Basic Development Plan : Calcutta Metropolitan Dist. : 1966-68.
The Head of the Dept. of Modern India Languages, University of Delhi.		Our National Anthem.

উপহৃত পুস্তকের তালিকা : ১৩৭৪

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
U. S. I. S., Calcutta.		American as a Civilization : pt. 1.
		„ : pt. II.
		American Literature.
		The Creative present Contemporary American Poetry.
		The Creative present Contemporary American Theatre.
University of Delhi.		Bankim Chandra Chatterjee : Vandemataram.
		100th Anniversary of the birth of Benedetto Croce : A Souvenir.
		Michael Madhusudan Dutta.